পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-বিভাগ কর্তৃক প্রাইজ, লাইব্রেরী ও জনশিক্ষার জন্য অনুমোদিত।

মেয়েদের ব্রত-কথা

লক্ষ্মী, ষষ্ঠী, চণ্ডী, কুমারী-ব্রত, সধবা-ব্রত, জিতাষ্টমী, মনসা-ব্রত প্রভৃতি বহুবিধ প্রয়োজনীয় ব্রত সম্বলিত।

আশুতোষ মজুমদার
প্রণীত

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড

MEYEDER BRATOKATHA

CODE NO. 43 M 23

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা-৯

ছেপেছেন—
বি· সি· মজুমদার
বি· পি· এম’স্ প্রিন্টিং প্রেস
রঘুনাথপুর, দেশবন্ধুনগর
২৪ পরগনা (উত্তর)

দাম—
টা. ৩০.০০

সত্যই হলো ভগবান, সত্য-সাধনাই হলো তপস্যা,
জগতের যা কিছু শ্রেষ্ঠ কাজ, তার মূলে সত্য,
সত্যের চেয়ে বড় আর কিছু নেই।

—ব্যাসদেব

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
লক্ষ্মী	
ভাদ্র মাসের লক্ষ্মীপূজার কথা	১
কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার কথা	৭
কার্তিক মাসের	১২
ক্ষেত্র-ব্রতের কথা	১৭
পৌষ মাসের লক্ষ্মীপূজার কথা	২২
চৈত্র মাসের	২৬
ষষ্ঠী	
অরণ্য ষষ্ঠী	৩১
লোটন ষষ্ঠী	৩২
চাপড়া ষষ্ঠী	৩৬
দুর্গা ষষ্ঠী	৩৮
মূলা ষষ্ঠী	৪০
পাটাই ষষ্ঠী	৪২
শীতল ষষ্ঠী	৪৩
অশোক ষষ্ঠী	৪৬
নীল ষষ্ঠী	৪৯
চণ্ডী	
বারমেসে মঙ্গলচণ্ডী ...	৫৩
হরিষ মঙ্গলচণ্ডী ...	৫৭
জয় মঙ্গলচণ্ডী ...	৬০

বিষয়	পৃষ্ঠা
কুলুই মঙ্গলচণ্ডী	৬৪
সঙ্কট মঙ্গলবারের কথা ...	৬৭
সঙ্কট মঙ্গলচণ্ডী	৬৯
মঙ্গল সংক্রান্তি	৭৪
সুয়ো দুয়োর ব্রত	৭৬
নাটাই চণ্ডী	৭৯
কুমারী-ব্রত	
শিবব্রত	৮৩
পুণ্যিপুকুর ...	৮৪
দশ পুতুল	৮৬
হরির চরণ ...	৮৭
অশ্বত্থ পাতা	৮৯
গোকুল ব্রত ...	৯১
পৃথিবী ব্রত ...	৯৩
যমপুকুর ব্রত ...	৯৫
ঐ ব্রত কথা	৯৮
সেঁজুতি ব্রত ...	১০৫
তুঁষ তুষলী ব্রত	১২১
সধবা-ব্রত	
এয়ো-সংক্রান্তি	১২৮
ফলগছানো	১৩০

বিষয়	পৃষ্ঠা
গুপ্ত-ধন	১৩১
মধু-সংক্রান্তি	১৩২
নিত্য সিঁদুর	১৩৩
নি[illegible] সিঁদুর	১৩৪
সন্ধ্যামণি	১৩৫
নখছুটের	১৩৬
কলাছড়া	১৩৯
খোলকলা	১৪০
আদা হলুদ	১৪১
রূপ হলুদ	১৪২
অক্ষয়ঘট	১৪৩
অক্ষয় কু[illegible]	১৪৪
অক্ষয় সিঁদুর	১৪৫
অক্ষয় ফল ...	১৪৬
আদর সিংহাসন	১৪৭
সৌভাগ্য-চতুর্থী	১৪৮
বিবিধ খণ্ড	
রালদুর্গা	১৫৩
মৌনী অমাবস্যা	১৫৭
জিতাষ্টমী	১৬১
বারমেসে অমাবস্যা	১৬৩
মনসার ব্রত	১৬৭
ইতুর ব্রত	১৭১
শিবরাত্রি-ব্রত	১৮২
বৈশাখী পূর্ণিমা ব্রত	১৮৬

কোন্ মাসে কোন্ ব্রত

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
বৈশাখ—	
হরিষ মঙ্গলচণ্ডী	৫৭
শিবব্রত	৮১
পুণ্যিপুকুর	৮৪
দশ পুতুল	৮৬
হরির চরণ	৮৭
অশ্বত্থ পাতা	৮৯
গোকুল ব্রত	৯০
পৃথিবী ব্রত	৯১
ফলগছানো ব্রত	১৩০
গুপ্তধন ব্রত	১৩১
সিং-সিঁদুর ব্রত	১৩৪
সন্ধ্যামণির ব্রত	১৩৫
কলাছড়া ব্রত	১৩৯
আদা-হলুদ ব্রত	১৪১
রূপ-হলুদ ব্রত	১৪২
আদর-সিংহাসন ব্রত	১৪৭
জ্যৈষ্ঠ—	
অরণ্যষষ্ঠী (জামাই ষষ্ঠী)	৩২

বিষয়				পৃষ্ঠা
জয় মঙ্গলচণ্ডী	...	...	...	৬০

আষাঢ়—

বিপত্তারিণী ব্রত	..	.	...	১৮৬

শ্রাবণ—

লোটন ষষ্ঠী (লুণ্ঠন ষষ্ঠী)	...	..	...	৩৪

ভাদ্র—

লক্ষ্মীপূজা	..	..	..	১
চাপড়া ষষ্ঠী	..	...	...	৩৬
মনসার ব্রত	...	..	..	১৬৭

আশ্বিন—

কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা	.	..	..	১
দুর্গাষষ্ঠী (বোধন ষষ্ঠী)	.	.	...	৩৮
সৌভাগ্য চতুর্থী ব্রত	...		...	১৪৮
জিতাষ্টমীর ব্রত		...	.	১৬১

কার্তিক—

লক্ষ্মীপূজা	..		...	১২
যমপুকুর ব্রত	...		...	২৫

অগ্রহায়ণ—

ক্ষেত্র ব্রত	...	...	...	১৭
মূলাষষ্ঠী	...	...	...	৪০

বিষয়	পৃষ্ঠা
কলুই মঙ্গলচণ্ডী	৬৪
সঙ্কট মঙ্গলবারের কথা	৬৭
নাটাই মঙ্গলচণ্ডী	৭৯
সেঁজুতি ব্রত	১০৫
রালদুর্গা ব্রত	১৫৩
ইতুর ব্রত	১৭১

পৌষ—

লক্ষ্মীপূজা	১১
পাটাই ষষ্ঠী	৪২
সুয়ো দুয়োর ব্রত (পৌষ মাসের সো দো)	৭৬
তুঁষ-তুষলী ব্রত	১২১
রালদুর্গা ব্রত	১৫৩

মাঘ—

শীতল ষষ্ঠী	৪৩
সঙ্কট মঙ্গলচণ্ডী	৬৭
রালদুর্গা ব্রত	১৫৩

ফাল্গুন—

শিবরাত্রি ব্রত	১৮২
রালদুর্গা ব্রত	১৫৩

চৈত্র—

লক্ষ্মীপূজা	২৬
অশোক ষষ্ঠী	৪৬
নীল ষষ্ঠী	৪৯

বারমেসে অন্যান্য ব্রত

মঙ্গলচণ্ডী ৫১

১। প্রতি মঙ্গলবার—শুক্লপক্ষে বারমেসে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করিবে।

২। বিপদে পাড়লেই যে কোন মঙ্গলবারে সঙ্কটা মঙ্গল চণ্ডীর পূজা করিবে।

৩। যে কোন মাসের ৩০ দিনে শুক্লপক্ষ, আর মঙ্গলবার সংক্রান্তি হইবে, সেই দিনে মঙ্গল সংক্রান্তির ব্রত করিবে

৪। যে কোন মাসের যে কোন শুক্রবার সঙ্কটা ব্রত করিবে।

এয়ো সংক্রান্তির ব্রত ১২৮

চৈত্র সংক্রান্তির দিন হইতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর প্রতি সংক্রান্তির দিন এই ব্রত করিবে

মধুসংক্রান্তির ব্রত ১৩০

চৈত্র সংক্রান্তির দিন হইতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর প্রতি সংক্রান্তির দিন এই ব্রত করিবে।

নিত্য-সিঁদুর ব্রত ১৩১

চৈত্র সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি মাসের সংক্রান্তিতে এই ব্রত করিতে হয়।

লক্ষ্যামণির ব্রত ... ১৩৫

এই ব্রত চৈত্রমাসের সংক্রান্তির দিন হইতে আরম্ভ করিয়া

বিষয় — পৃষ্ঠা

এক বছর করিতে হয়।

নখছুটের ব্রত — ১৩৬

এই ব্রত চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের চতুর্থীতে লইতে হয় ও চারি বছর করিতে হয়।

ষোলকলা ব্রত — ১৪০

চৈত্রমাসের সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি মাসের সংক্রান্তির দিন এক বৎসর এই ব্রত করিতে হয়।

অক্ষয় তৃতীয়ার বিবিধ ব্রত

অক্ষয়ঘট ব্রত .. ১৪৩

অক্ষয়কুমারী ব্রত . . ১৪৪

অক্ষয়সিঁদুর ব্রত .. ১৪৫

অক্ষয়ফল ব্রত ১৪৬

মৌনী অমাবস্যার ব্রত — ১৫৭

বারমেসে অমাবস্যার ব্রত — ১৬৩

ছানা দুটিকে নামিয়ে এনে ক্ষীর খাওয়ালে।

মেয়েদের ব্রত-কথা

ভাদ্র মাসের লক্ষ্মীপূজার কথা

[পেঁচাপেঁচীর কথা]

এক দেশে এক বিধবা বামনী ও তার ছেলে। কোন রকমে সুতো কেটে শাক ভাত খাইয়ে তার ছেলেটিকে মানুষ করছে। বামনীর কুঁড়ের সুমুখে, পুকুর পাড়ে একটা মস্ত অশথ গাছ ছিল। ছেলেদের খেলবার জায়গা ছিল—সেই গাছতলাটি। একদিন এক গয়লানী সেই দিক দিয়ে ক্ষীর নিয়ে বেচতে যাচ্ছিল, তাই দেখে ছেলেটির ক্ষীর খাবার ভারি ইচ্ছা হ'ল। সে তখন খেলা ফেলে মা'র কাছে ছুটে এসে মাকে বললে মা আমায় একটা পয়সা দাও, আমি ক্ষীর খাব। তার মা ব'ল্লে "আমি গরীব মানুষ, পয়সা কোথায় পাব বাবা।" ছেলেটি ও' কিছুতেই শুনলে না, বড় কান্নাকাটি ক'রতে লাগল। তাই দেখে তার মা অনেক খুঁজে পেতে সুতো কাটার ধামি থেকে চার কড়া কড়ি বার ক'রে দিল। ছেলেটি সেই চার কড়া কড়ি নিয়ে আহ্লাদে নাচতে নাচতে গয়লাকে গিয়ে ব'ল্লে এই নাও দাম নাও, আর আমাকে ক্ষীর দাও।"

গয়লা তার মুখের দিকে চেয়ে ব'ল্লে, "চার কড়া কড়িতে কি ক্ষীর পাওয়া যায়?" ছেলেটি ত' কিছুতেই শুনলে না। অনেক পীড়াপীড়ি করাতে চার কড়া কড়ি নিয়ে ক্ষীর দিয়ে গয়লা চ'লে গেল। ছেলের তখন ভারি আমোদ হ'ল, ক্ষীরের ভাঁড় নিয়ে কুঁড়ের সামনে অশথ্ গাছতলায় গিয়ে বসলো। সেই

গাছটিতে পেঁচাপেঁচী তাদের ছুটি ছানা নিয়ে বাস ক'রতো। পেঁচাপেঁচী তখন চরতে গেছে; ছানা দুটো কোটরের ভেতরে ক্ষিদেতে খুব চেঁচাচ্ছিল। তাই শুনে, ছেলেটির প্রাণে ভারি দুঃখ হ'ল. সে আস্তে আস্তে ছানা দুটিকে নামিয়ে এনে ক্ষীর খাওয়ালে। ক্ষীর খাইয়ে তাদের আবার কোটরে রেখে দিয়ে এল। তারপর ভাঁড়ে যেটুকু ক্ষীর ছিল, সেটুকু আপনি খেয়ে মার কাছে চ'লে গেল।

সন্ধ্যাবেলায় পেঁচাপেঁচী কোটরে ফিরে এসে ছানাদের জিজ্ঞাসা ক'ল্লে, "হ্যাঁরে! আজ যে বড় চুপচাপ আছিস, ক্ষিদেয় চেঁচাচ্ছিস না?"

মা-বাপকে দেখে ছানাদের ভারি আমোদ হ'ল, তারা তখন ব'ল্লে, "আমাদের গাছের সুমুখে ঐ কুঁড়েতে যে বামুনের ছেলে আছে, সে আজ আমাদের খুব পেট ভ'রে ক্ষীর খাইয়েছে মা! বামুনের জিনিস খেয়ে চুপ ক'রে থাকতে নেই, আর সত্যি ওরা ভারি গরীব, ওদের যদি কিছু উপকার ক'রতে পার, তা হ'লে বড্ড ভাল হয়।"

তাই না শুনে পেঁচাপেঁচী বল্লে. "আচ্ছা. তার জন্যে আর তোদের ভাবতে হবে না।"

ছেলেটি যখন যা খেতে পেত, তাই ছানাদের খাওয়াত। পেঁচাপেঁচী দেখলে যে, বাস্তবিক বামুনের ছেলেটি তাদের বাচ্চাদের খুব যত্ন করে!

এমনি ক'রে কিছুদিন যায়। পেঁচাপেঁচী রোজ ভোর হলেই মা লক্ষ্মীর বাগানে চ'রতে যায়। তাদের ইচ্ছা ছিল, সুবিধা হ'লেই মা লক্ষ্মীকে গরীব বামুনের কথা জানাবে।

ভাদ্র মাস আসতেই বামনী অতি কষ্টে যোগাড় ক'রে শুক্রপক্ষ বৃহস্পতিবারে মা লক্ষ্মীর পূজা ক'ল্লে। তারপর ছেলেকে প্রসাদ খেতে দিলে। সেদিন অনেক ফল ছিল। ছেলেটি সেই লক্ষ্মীর প্রসাদ—ফলমূল নিয়ে পেঁচাপেঁচীর ছানাদের খাওয়ালে। ছানা দুটো ফলমূল, ক্ষীরের পিটুলি খেয়ে খুব খুসী হ'ল—পেট ভ'রে দমসম হ'ল, তখন তারা চুপ ক'রে শুয়ে রইলো।

জয়াবতী সেই পুঁটুলী নিয়ে ঘরে গিয়ে হাত পা ধুয়ে তার সেই হীরেমুক্তোর গয়না পরে এসে, মাছ কুট্‌তে বস্‌লো। তাই না দেখে সবাই অবাক্ হয়ে গেল। জয়দেব মুখ টিপে হাসতে লাগলো।

সবাই বল্লে, "এত রান্না রাঁধবে কে?" জয়দেব বল্লে, "জয়াবতী রাঁধবে।" জয়াবতী মা মঙ্গলচণ্ডীকে স্মরণ করে রাঁধতে গেল। মা মঙ্গলচণ্ডী এসে সমস্ত রেঁধে দিয়ে গেলেন। সবাই খেয়ে সুখ্যাতি করলে।

তারপর জয়দেবের একটি ছেলে হল। একদিন ছেলেকে শুইয়ে জয়াবতী নাইতে গেছে, জয়দেব এসে ছেলেকে নিয়ে গিয়ে কুমোরের পোঁণে ফেলে দিয়ে চলে এল। সেদিন কুমোরদের পোঁণ কিছুতেই জ্বলে না। শেষকালে মঙ্গলচণ্ডী এসে ছেলে তুলে নিয়ে জয়াবতীকে দিয়ে এলেন।

আর একদিন জয়দেব ছেলেকে নিয়ে গিয়ে পুকুরে সিঁড়ির তলায় ঘাড় গুঁজে পুঁতে দিয়ে এল। মা মঙ্গলচণ্ডী ছেলেকে বাঁচিয়ে জয়াবতীর কোলে দিয়ে এলেন, আর বলে দিলেন, "ছেলেকে সাম্‌লে রাখিস্।"

তারপর আর একদিন জয়দেব ছেলেকে একখানা কাটারি দিয়ে কাট্‌ছিল, এমন সময় জয়াবতী এসে পড়লো। জয়াবতী এসে বল্লে, "তোমার এততেও বিশ্বাস হল না?" তখন জয়দেব বল্লে, "হ্যাঁ! এইবার আমার বিশ্বাস হয়েছে।" তারপর জয়াবতীর আরো ছেলেমেয়ে হল। শ্বশুর-শাশুড়ী নাতি নাতনীর মুখ দেখে স্বর্গে গেল।

জয়দেব-জয়াবতী খুব সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করতে লাগলো।

ছেলেমেয়েদের সেই ব্রতের কথা বলে দিয়ে প্রচার কর্ত্তে বলে দিল। তারপর স্বর্গ থেকে পুষ্পক রথ এল। জয়দেব-জয়াবতী দুজনে চড়ে স্বর্গে চলে গেল।

সেই অবধি জয়-মঙ্গলবারের ব্রত-কথা পৃথিবীতে প্রচার হল।

অগ্রহায়ণ মাসের কুলুই মঙ্গলবারের কথা

এক বামুনের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে ছিল। বামুনের ঘরে মা মঙ্গলচণ্ডীর ঘট পুজো হতো। আইবুড়ো মেয়েটি রোজ ফুল তুলতো, চন্দন ঘষতো, ঠাকুর ঘরের পাট করতো। তার মঙ্গলচণ্ডীর উপর খুব ভক্তি ছিল।

একদিন ঠাকুর-ঘরের পাট করতে করতে সে দেখলে, একটা যোড়া কলা রয়েছে। তাই দেখে মেয়েটি ভাবল যে এ কলাতে তো আর ঠাকুর পুজো হবে না, তবে আমি খেয়ে ফেলি। এই ভেবে যমজ-কলাটি খেয়ে ফেল্লে।

কিছুদিন পরে মেয়ের ভয়ানক অরুচি হল, কিছুই খায় না। বাপ-মা ভেবেই আকুল। পাড়ার পাঁচজন গিন্নী দেখে বল্লে, "কি সর্ব্বনাশ! এ মেয়ে যে পোয়াতি, এতদিন যেমন আইবুড়ো রেখেছিলে, এইবার মর।"

বাপ-মা সমাজের ভয়ে মেয়েকে বনবাসে দিলেন। বনে থাকতে থাকতে দশ মাস দশ দিনে চাঁদের মত যমজ ছেলে হলো।

মা মঙ্গলচণ্ডী বুড়ী বামনীর বেশ ধরে পো আর পোয়াতিকে বনের ভেতর একটি কুঁড়েতে রাখলেন।

ছেলে দুটি দিন দিন চাঁদের মত বাড়তে লাগলো। তারা বনে-জঙ্গলে, নদীর ধারে, চণ্ডীতলায় খেলা করে বেড়ায়। মঙ্গলচণ্ডী তাদের নাম আকুলী সুকুলী রেখেছিলেন। সেইখান দিয়ে যত মহাজনী নৌকা যায়, সকলেই চণ্ডীতলায় তাদের মালপত্র কিছু কিছু রেখে দিয়ে যায়।

একদিন ছেলে দুটি খেলা করছিল, এমন সময় এক বেণে সদাগর সাত ডিঙ্গি ধন নিয়ে সেইখান দিয়ে যাচ্ছিল। তাই দেখে, ছেলে দুটি বল্লে, "নৌকায় কি আছে। আমাদের বড় খিদে পেয়েছে, দুটি দাও না।"

বেণে সদাগর বল্লে, "নৌকায় কিছুই নেই, খালি লতাপাতা আছে।"

ছেলেরা বল্লে, "তাই হোক।" বলে হাসতে হাসতে চলে গেল।

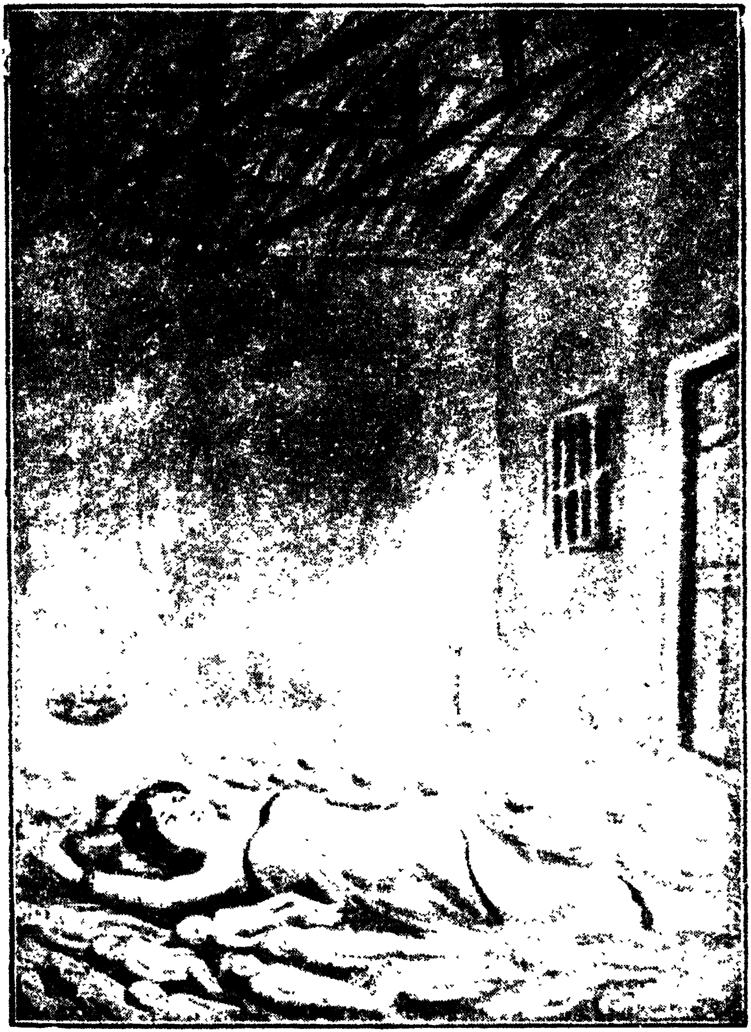

আঁতুর ঘরে ষাটটি ছেলে নিয়ে ঘুমুচ্ছে

অগ্রহায়ণ মাসের কুলুই মঙ্গলবারের কথা

সদাগর নৌকোয় গিয়ে দেখলে, সত্যি-সত্যিই নৌকোখানি লতাপাতায় পরিপূর্ণ। তখন সদাগর ঘাটে ভিড়ি ভিড়িয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ছেলে দুটির পায়ে ধরে বল্লে, "বাবা, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, তোমাদের অর্দ্ধেক ধন দেব, আমার যেমন ছিল তেমনি করে দাও।"

ছেলেরা বল্লে, "আমরা কারও ভাল করতে বা মন্দ করতে জানি না, তবে আমাদের দিদিমা লোকের ভাল করতে জানেন।" এই বলে মঙ্গলচণ্ডীর কাছে নিয়ে গেল।

মা মঙ্গলচণ্ডী বল্লেন, "তোরা আমার ব্রত-দাসদের অপমান করেছিস্, যা, ঘরে গিয়ে কুলুই-চণ্ডীর পূজো করগে যা। অগ্রহায়ণ মাসে চারটে মঙ্গলবারে উঠোনে আল্‌পনা দিয়ে, কুল ডাল পুঁতে, ঘট বসিয়ে জোড়া কলা, জোড়া কুল, চিঁড়ে, পাটালি দিয়ে ধান দূর্ব্বার অর্ঘ্য গড়ে পূজো দিবি। পাঁচজন এয়ো এক জায়গায় বসে 'আকুলী-সুকুলী'র কথা শুনে সেই ঘটের কাছে বসে ফলার করবে, যে যা কামনা করবে, তার তাই হবে। আর তোর নৌকায় যেমন ধন ছিল, তেমনি হবে।"

সদাগর গিয়ে দেখলে, সত্যি সত্যিই সব ঠিক আছে। তারপর ঘরে গিয়ে মঙ্গলচণ্ডীর পূজো প্রচার করলে, আর সেই বনে মা মঙ্গলচণ্ডীর মন্দির করে দিলে।

একদিন মা মঙ্গলচণ্ডী আকুলী-সুকুলী আর তার মাকে সঙ্গে করে সেই বামুনের বাড়ী নিয়ে গিয়ে বল্লেন, "তোর মেয়ে সতী-সাধ্বী, মঙ্গলবারে জোড়া কলা খেয়েছিল বলে এই আকুলী সুকুলী দুই ছেলে হয়েছে। এরা আমার ব্রত-দাস, এদের যে অপমান করবে, তার সর্ব্বনাশ হবে।"

এই বলে মা মঙ্গলচণ্ডী সেখান থেকে অন্তর্দ্ধান করলেন।

এই দেশের রাজাকে মঙ্গলচণ্ডী স্বপ্নে বল্লেন, "অমুক বামুনের মেয়ের সঙ্গে তোর ছেলের বিয়ে দিবি। যদি না দিস্ তো সর্ব্বনাশ হবে।"

রাজা কি করেন, ভয়ে ভয়ে বামুনের মেয়ের সঙ্গে নিজের ছেলের বিয়ে দিলেন। বামুনের খুব ধন দৌলত হল। আকুলী সুকুলীকে সবাই দেবতার মত ভক্তি করতে লাগলো। ব্রতের মাহাত্ম্য দেখে সবাই অগ্রহায়ণ মাসে মঙ্গলবারে কুলুই-মঙ্গলচণ্ডীর পূজো করতে লাগলো। আর সেই থেকে ব্রত প্রচার হলো। এ ব্রত করলে কুলে কখনও কলঙ্ক হয় না।

নিম্নের মন্ত্রটি বলিয়া স্ত্রীলোকদিগের জল খাইতে হয়:—

সোণার মঙ্গলচণ্ডী
রূপোর বালা,
কেন মা মঙ্গলচণ্ডী
এল বেলা?
হাস্‌তে, খেল্‌তে,
পাটের শাড়ী পরতে,
সোণার দোলায় দুল্‌তে,
শাঁখা শাড়ী পরতে,
তেল হলুদ মাখ্‌তে,
আঘাটায় ঘাট করতে,
অপথ পথ করতে,
অরাজকে রাজা দিতে,
আইবুড়োর বিয়ে দিতে,
হা-পুতির পুত দিতে,
নিধনের ধন দিতে,
চোরের বন্ধন ঘুচ্‌তে,
কাণার চক্ষু দিতে,
অন্ধের নড়ি দিতে,
তাই এত বেলা।

সঙ্কট মঙ্গলবারের কথা

এক দেশে লক্ষপতি নামে এক সদাগর বাস করতেন। তিনি বার বছর হল, বাণিজ্য করতে গেছেন। তারপর সেই থেকে আর দেশে ফেরেননি, সকলে বলে, তিনি জলে ডুবে মারা গেছেন। সদাগরের মা, বউ তারা সবাই কেঁদে আকুল।

পাড়ার একজন গিন্নী বল্লে, "দেখ, বউকে সঙ্কট মঙ্গলবারের ব্রত করাও; কিন্তু এ ব্রত একলা হয় না, আর বিধবাকে নিয়েও হয় না। আমার বউটিরও যখন কোন ছেলেমেয়ে হয়নি, তখন ওরা দুজনে করুক।"

তখন দুই বউ মিলে মঙ্গলবারে আটগাছি দূর্বা, আটটি আতপ চাউল একটি রেশমী কাপড়ে বেঁধে অর্ঘ্য তৈরী করে। তারপর অগ্রহায়ণ মাসে শুক্লপক্ষের মঙ্গলবারে সঙ্কট মঙ্গলবারের ব্রত করলে।

তারপর কুটনা-বাটনা ও রান্না করে, দুজনে হাঁটুর ভেতর হাত রেখে কথা বন্ধ করে খেতে বসলো।

পাড়ার সেই গিন্নী বল্লে, "তোমরা খেতে বসে কথা কয়ো না। খাওয়া শেষ হলে দুজনে দুজনকে জিজ্ঞেস করবে, 'সঙ্কট থেকে উঠি?' দুজনেই বলবে, 'উঠ'।"

দুই বউয়ের খাওয়া শেষ হয়ে এল, এমন সময় ঘাটে দামামার শব্দ হল। বাড়ীর ঝি এসে বল্লে, "ওই! দাদাবাবু এসেছেন।"

এই কথা শুনে সদাগর-বউ ভাত ফেলে ছুটে চলে গেল।

এ দিকে ঝি এসে সেই পাতের সমস্ত দই-ভাত খেয়ে উঠে গেল।

সদাগর বাড়ী এসে বউকে চিনতে পারলেন না, ঝিকেই গহনাপত্র টাকাকড়ি সব দিলেন। তারপর বউয়ের কষ্ট দেখে শাশুড়ী আর থাকতে না পেরে সেই

গিন্নীকে গিয়ে কেঁদে-কেটে বল্লে, "যা হয় একটা উপায় কর, নইলে বউ তো আর বাঁচে না।"

তখন সেই গিন্নী বল্লে, "কি করবো বল! বউ শেষকালে ভাত ফেলে উঠে গেল, আর ঝি এসে শেষ-পাতের ভাত খেয়ে সব পুণ্যটুকু পেয়ে গেল। তা যা হোক, পৌষ মাসটা যাক্, এ ব্রত মাঘ মাসে করলেও হয়। মাঘ মাসেই যেন ওরা দুজনে ফের ব্রত করে। আর বলে দিও, যেন নিজেরা এঁটো পাত কুড়িয়ে জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসে।"

তখন দুই বউয়ে আবার মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের মঙ্গলবারে খুব ভক্তি করে মা মঙ্গলচণ্ডীর পুজো করে সঙ্কট মঙ্গলবারের ব্রত করলে। তারপর আগেকার মত অর্ঘ্য সাজিয়ে, হাঁটুর ভেতর হাত রেখে কুটনা-বাটনা রান্না খাওয়া করে, শেষকালে দুজনে পাত ভাসিয়ে দিয়ে এসে এঁটো পরিষ্কার করতে করতে সদাগরের বউ বল্লে—

"হাতের কঙ্কণ বেচে কিনলুম দাসী,
সে হল রাজমহিষী।
আমি হলুম দাসীর দাসী॥"

সদাগর এই কথা শুনতে পেয়ে বউয়ের হাত ধরে ঘরে নিয়ে গেলেন।

তখন বউ সমস্ত কথা বল্ল। মা মঙ্গলচণ্ডীর কৃপায় সদাগর ভুল বুঝতে পেরে বউকে ঘরে নিলেন। কিছুদিন পরে বউয়েরও একটি ছেলে হল।

সদাগর বউকে নিয়ে সুখে ঘরকন্না করতে লাগলেন।

সঙ্কটার কথা

এক দেশে এক রাজার সাত রাণী ছিল। কোন রাণীর ছেলেমেয়ে হয়নি বলে রাজা মনের দুঃখে থাকেন। একদিন সকালে রাজা দেখলেন যে, ঝাড়ুদার বাড়ী ঝাঁট দেয়নি। এই দেখে তিনি ঝাড়ুদারকে ধরে আনবার জন্য কোটালকে পাঠালেন।

কোটাল ঝাড়ুদারের বাড়ী গিয়ে দেখলে যে, ঝাড়ুদার ভাত খাচ্ছে, তাই দেখে কোটাল জিজ্ঞেস করলে, "তুই আজ রাজবাড়ী ঝাঁট না দিয়ে ভাত খাচ্ছিস?"

ঝাড়ুদার বল্লে "কি করব হুজুর। ওই আঁটকুড়ো রাজার মুখ দেখে আমার দিনের বেলায় কোনদিন ভাত জোটেনি, সেইজন্য আজ খেয়ে যাচ্ছি।" এই কথা শুনে কোটাল রেগে গিয়ে রাজাকে সব বল্লে। শুনে রাজার ভারি দুঃখ হল, আর কাউকে মুখ দেখাবেন না বলে ঘরে দোর দিয়ে রইলেন।

এমন সময় এক সন্ন্যাসী এসে রাজাকে ডাকলেন। রাজা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন। আসতেই সন্ন্যাসী বল্লেন, "আর তোকে ভাবতে হবে না, এইবার তোর ছেলে হবে।" এই বলে একটি শেকড় দিয়ে বল্লেন, "এইটে বেটে রাণীদের খেতে বল্, তা হলেই সাত রাণীর সাত ছেলে হবে। আর যে ছেলেটি সব চেয়ে ভাল হবে, সেটিই আমাকে দিতে হবে।" এই বলে সন্ন্যাসী চলে গেলেন।

রাণীরা সেই শিকড় বেটে খেলে. এমন সময় ছোটরাণী এসে বল্লে, "কই আমায় ত দিলে না?" তখন রাণীরা বল্লে, "ওই যা। ভুলে গেছি। তা তুই শিলটা ধুয়ে খা, তা হলেই হবে।"

ভাল মানুষ ছোটরাণী, কাজেই তাদের কথামত তাই খেলে।

তারপর সকলের গর্ভ হল, দশ মাস দশ দিনে সবাই প্রসব করলে, কিন্তু

ছেলেরা কেউ বা কালা, কেউ বা কাণা, কেউ বা খোঁড়া এই রকম হল। আর ছোটরাণী একটি শাঁখ প্রসব করলে। রাজা তাই দেখে ছোটরাণীকে ত্যাগ করলেন।

ছোটরাণী মনের দুঃখে একটি কুঁড়েতে সেই শাঁখ নিয়ে বাস করতে লাগলো। রাত্রে ছোটরাণীর মনে হত, কে যেন তার মাই খাচ্ছে, কিন্তু জেগে উঠে কিছুই দেখতে পেত না।

একদিন ছোটরাণী রাত্রে ঘুমোবার ভান করে শুয়ে ছিল। খানিক পরে দেখলে শাঁখের ভেতর থেকে একটি সুন্দর ছেলে বেরিয়ে এলো। তাই না দেখে ছোটরাণী তাড়াতাড়ি উঠে সেই ছেলেকে বুকে করে নিয়ে শাঁখটা ভেঙ্গে দিলে, দিয়ে বল্লে, "আর আমি তোমায় ছাড়বো না।"

ছেলেটি বল্লে, "মা, তুমি কি করলে? সেই সন্ন্যাসী আমায় এইবার এসে নিয়ে যাবে।" রাণীর ভারি ভাবনা হল। সকাল হতেই রাজার কাছে গিয়ে সব কথা বলে ছেলে কোলে দিলে। দিতেই রাজা রাণীকে বল্লেন, "আমি তোমায় ভুল করে অনেক কষ্ট দিয়েছি, তুমি আমায় ক্ষমা কর।" এই বলে রাণীকে ঘরে নিয়ে গেলেন।

বার বছর পরে সেই সন্ন্যাসী ফিরে এলেন, এসে ছেলে চাইলেন। রাজা ছয় ছেলেকে নিয়ে এসে বল্লেন, 'এই ছয় রাণীর ছয় ছেলে, আর ছোটরাণীর একটি শাঁখ হয়েছে। আপনি এর মধ্যে যাকে পছন্দ হয়, নিন্।"

সন্ন্যাসী বল্লেন, "না, এরা ত কেহই সুন্দর নয়। এই বলে একটি শাঁখ বাজিয়ে ডাক্‌লেন, "কৈ, আমার শঙ্খনাদ কৈ?"

সন্ন্যাসী ডাক্‌তেই ছোটরাণীর ছেলেটি ছুটে এল। তখন সন্ন্যাসী বল্লেন, "আপনি আমাকে ঠকাবার মতলব করেছিলেন; এই ছেলেকে আমার চাই।" এই বলে সন্ন্যাসী ছেলে নিয়ে চলে গেলেন। রাজা-রাণী চীৎকার করে কাঁদতে লাগলেন।

রাণীর কান্নাতে পাড়ার মেয়েরা রাজবাড়ীতে ছুটে এল। তার ভেতর থেকে একজন গিন্নী সব কথা শুনে ছোটরাণীকে বল্লে, "মা, তুমি সঙ্কটার ব্রত কর, তাহলেই ছেলে ঘরে ফিরে আসবে।"

রাণী সেই কথা শুনে শুক্রবারে সমস্ত দিন উপোস করে একমনে সঙ্কটার পূজো করতে লাগলো।

ওদিকে সন্ন্যাসী শঙ্খনাথকে পথে যেতে যেতে বল্লেন, "দেখ, বনের ভেতর দিয়ে একটা পথ আছে, সেখানে ভারি বাঘ ভালুক আছে, কিন্তু খুব শীগ্গির যাওয়া যায়। আর যে একটা ভাল পথ আছে, সেটা দিয়ে গেলে বড্ড দেরী হয়। তুমি কোন্‌টা দিয়ে যাবে?'

শঙ্খনাথ বল্লে, "আমি রাজার ছেলে, আমার ভয় কিছু নেই। আমি বনের ভেতর দিয়ে যাব।"

সন্ন্যাসী সন্তুষ্ট হয়ে তাকে সেই পথ দিয়ে নিয়ে গেলেন। খানিক দূরে একটি কালী-মন্দিরের কাছে একটি কুঁড়ে ঘরে গিয়ে সন্ন্যাসী বল্লেন, "তুমি কাপড়-জামা ছেড়ে স্নান করে এসো, মায়ের পূজো করতে হবে।'

স্নান করে শঙ্খনাথকে কুঁড়ে ঘরে বসতে বল্লেন, আর দক্ষিণ দিকের দরজা খুলতে বারণ করে দিয়ে সন্ন্যাসী কালীপূজো করতে গেলেন।

শঙ্খনাথের মনে সন্দেহ হল। সে সেই দক্ষিণ দিকের দরজা আস্তে আস্তে খুললে, খুলে দেখলে যে, একটা রক্তের পুকুরে অনেক মড়ার মুণ্ডু ভাসছে। সেই মুণ্ডুগুলো তাকে দেখেই হেসে উঠলো।

শঙ্খনাথ জিজ্ঞেস করলে, "তোমরা হাসছো কেন, আর তোমরা কারা?"

মুণ্ডুগুলো বল্লে, "আমরাও রাজপুত্র, সেই সন্ন্যাসী আমাদের কালীর কাছে বলি দিয়েছে, তোমাকেও আজ বলি দেবে।"

শঙ্খনাথ বল্লে, "তবে উপায়?"

মুণ্ডুরা বল্লে, "যদি আমাদের বাঁচাও, তবে বল্‌বো।" শঙ্খনাথ প্রতিজ্ঞা করলে।

তখন তারা বল্লে, "সন্ন্যাসী যখন তোমায় কালীর কাছে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতে বল্‌বে, তখন তুমি বল্‌বে, 'আমি রাজার ছেলে, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানি না; আপনি আমায় দেখিয়ে দিন।' সন্ন্যাসী তখন মাটিতে শুয়ে দেখিয়ে দেবে, আর তুমি তখনই খাঁড়া নিয়ে সন্ন্যাসীকে কেটে ফেলবে, ফেলে তার রক্ত আর মায়ের ফুল আমাদের গায়ে ছড়িয়ে দেবে।"

শঙ্খনাথ সব কথা শুনে দরজা বন্ধ করে বসে চুপ করে মা মঙ্গলচণ্ডীকে ডাকতে লাগলো।

খানিক পরে সন্ন্যাসী এসে শঙ্খনাথকে দেখে ভারি আনন্দিত হলেন। ১০৭টা বলি শেষ হয়েছে, এইটে হলেই তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হয়। শঙ্খনাথকে নিয়ে তিনি কালীর কাছে গেলেন, তারপর বল্লেন, "মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে যাবে—চল।"

শঙ্খনাথ বল্লে, "আমি রাজার ছেলে, কি করে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে হয় তা আমি জানি না, আপনি আমায় দেখিয়ে দিন।"

সন্ন্যাসী যেমন মাটিতে সাষ্টাঙ্গ হয়ে শুয়ে দেখালেন, অমনি শঙ্খনাথ খাঁড়া নিয়ে দুখানা করে মুণ্ডু কেটে ফেল্লে, ফেলেই সেই রক্ত আর মায়ের ফুল নিয়ে সেই মুণ্ডুগুলোর উপরে ছড়িয়ে দিলে।

তারা সবাই বেঁচে উঠে শঙ্খনাথকে ধন্য ধন্য করতে লাগ্‌লো।

সেই দেশের রাজার কাছে এই কথা উঠলো। রাজা খুব আদর যত্ন করে শঙ্খনাথকে বাড়ীতে নিয়ে এলেন। তারপর তাঁর একমাত্র মেয়ের সঙ্গে শঙ্খনাথের বিয়ে দিলেন। তারপর হাতী-ঘোড়া ধন-দৌলত দিয়ে মেয়ে-জামাইকে পাঠালেন। অন্য অন্য রাজপুত্রেরাও সঙ্গে চললো।

এদিকে ছোটরাণী শুক্রবারে সঙ্কটার ব্রত করে প্রণাম করে উঠেছে, এমন সময় ঝি গিয়ে বল্লে, "মা! তোমার ছেলে বিয়ে করে বউ নিয়ে আসছে।"

রাজপুত্রের সঙ্গে অশোকের বীচি ছড়াতে ছড়াতে অশোকা

খবর পেয়ে রাজা-রাণী দৌড়ে গিয়ে ছেলে-বউ বরণ করে ঘরে তুললেন। রাজপুত্রদের খাতির-যত্ন করলেন।

তারপর শঙ্খনাথ তার সমস্ত বিপদের কথা বল্লে, শুনে সকলেই অবাক্।

রাজা রাণী তখন মহা ঘটা করে সঙ্কটার ব্রত করলেন। রাজপুত্রদের সকলকে এই ব্রত করতে বলে দিলেন।

ছোটরাণী বেটা-বউয়ের মাথায় সঙ্কটার অর্ঘ্য ছুঁইয়ে দিলেন। রাজা তাঁর রাজ্যে সকলকেই এই ব্রত করবার হুকুম দিলেন। রাজপুত্রেরা সকলেই যে যার রাজ্যে চলে গেল।

ক্রমে মা সঙ্কটার ব্রত-কথা দেশে প্রচার হল। সকলেই বাঞ্ছিত ফল লাভ করতে লাগলো।

মঙ্গল-সংক্রান্তির কথা

এক দেশে এক গেরস্ত তার ছেলে বউ নিয়ে বাস করতো। একদিন বাড়ীর বউয়েরা শাশুড়ীকে বল্লে, "মা! আজকে সমান মাস, শুক্লপক্ষ, সংক্রান্তি, মঙ্গলবার, তা তুমি মঙ্গল সংক্রান্তি কর।"

গিন্নী বল্লে, "ওরে বাবা! আমি উপোস করতে পারবো না।" এই বলে গিন্নী বেশ ভাল করে রান্নাবান্না করে খেলে, আর বউয়েরা সব মঙ্গল-সংক্রান্তি করলে।

কিছুদিন পরে গিন্নীর ভয়ানক ব্যারাম হল। কেউ সারাতে পারে না। যত বেশী ক্ষীর, ছানা, ননী খেতে দিতে লাগ্‌লো তত বেশী রোগা হতে লাগলো। শেষকালে গায়ের গন্ধে কেউ কাছে যেতে পারে না। তার ঘরে রাত্রিতে নানা রকম শব্দ হতে লাগ্‌লো।

একদিন ছেলেরা আর বউয়েরা সবাই মিলে রাত্রিতে কেন শব্দ হয়, দেখবার জন্যে ওৎ পেতে রইলো।

গিন্নী প্রথম প্রহরে শাঁখ, দ্বিতীয় প্রহরে তাম্রকুণ্ড, তৃতীয় প্রহরে গরু, আর চতুর্থ প্রহরে রক্তের সরা হয়ে ঘরের মেঝেতে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। ছেলেরা তাই দেখে তার পরদিন একজন ভালো রোজা আনিয়ে দেখালে। রোজা বল্লে, "তোমাদের মা বেঁচে নেই। মেয়েমানুষ ঋতুকালে বামুন ছুঁলে রক্তসরা, শাঁখ ছুঁলে শাঁখ, তামা ছুঁলে তাম্রকুণ্ড, আর গরু ছুঁলে গরু হয়। তা তোমাদের মা সেই সবই ছুঁয়েছেন।"

তারপর রোজা বল্লে, "সমান মাসে শুক্লপক্ষের মঙ্গলবারে সংক্রান্তি হলে তাকে মঙ্গল সংক্রান্তি বলে। সেই ব্রত করলে মেয়েদের কোন দোষ থাকে না। তাও তোমাদের মা করেন নি।"

তখন ছেলেরা বল্লে, "তবে আমাদের মায়ের কি কোন উপায় হবে না?"

রোজা বল্লে, "যদি কেউ তোমাদের মায়ের হয়ে মঙ্গল সংক্রান্তির ফল দেয়, আর সেই ফল ধুয়ে যদি খাইয়ে দেওয়া যায়, তাহ'লে তোমাদের মায়ের গতি হবে।"

কিন্তু কোন বউই ফল দিতে রাজি হল না। শেষকালে ছোট বউ বল্লে, "আমার সাতটা সুপুরী আছে, আমি তার একটি দিতে পারি।"

এই বলে তার পরদিন সকালবেলা স্নান করে পুরুত ডেকে একটি লাল সুতো বাঁধা সুপুরী শাশুড়ীর নামে সংকল্প করে দিলে। দিয়ে বলে, 'মা আমার এই মঙ্গল সংক্রান্তির একটি ফল তোমাকে দিলাম, তুমি এর পুণ্য ভোগ কর।' এই বলে সুপুরী ধুয়ে মাকে জল খাইয়ে দিল। সুপুরীটি গিন্নীর হাতে দেওয়া মাত্র গিন্নী মুক্তি লাভ কল্লে।

এই কথা শুনে সকলে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। এখন থেকে সেই ব্রতের কথা প্রচার হল। সকল মেয়েদেরই এই ব্রত করা উচিত।

(পৌষ মাসের সোদো)

সুয়ো-দুয়োর কথা

এক দেশে এক বেণে সদাগরের সাত ছেলে আর একটি মেয়ে ছিল। মেয়েটা বে' হবার পর আর বাপের বাড়ী আসেনি। আর তার বাপ-মাও কখন মেয়ের খোঁজও করেনি।

সাত-আট বছর পরে সদাগর মরে গেল। তার সাত ছেলে সাত ডিঙি ধন নিয়ে বাণিজ্য করতে বেরুল।

যেতে যেতে পথে তাদের পাঁচ মাস কেটে গেল। একদিন তারা এক ডাকাতের বাড়ীতে অতিথি হলো। ডাকাতেরা খুব খাতির যত্ন করে তাদের ভিজে কাঠ, ফুটো হাঁড়ী আর কিছু চাল ডাল দিয়ে চলে গেল।

এমন সময়ে একটি সুন্দরী বউ এসে জিজ্ঞেস কল্লে, "তোমরা কোত্থেকে আসছো?"

তারা সমস্ত পরিচয় দিলে। দিতে বউটি কাঁদতে কাঁদতে বল্লে, "তোমরা আমার ভাই। মাকে বলো আমি এখনো মরিনি। তোমরা এখানে আর থেকো না।" বউটি এই বলে প্রণাম করে চলে গেল।

এমন সময় ডাকাতের মা এসে বল্লে, "তোমরা কেন এখানে এলে? এখুনি আমার পাঁচ ছেলে তোমাদের সব কেড়ে নেবে আর তোমাদের মেরে ফেলবে। তোমরা শীগ্‌গির শীগ্‌গির যা হয় দুটি ফুটিয়ে খেয়ে নাও, নিয়ে চলে যাও।"

সাত ভাই আধ সিদ্ধ চাল খেয়ে বুড়ীকে প্রণাম করে মাঠের মাঝখান দিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে একেবারে নদীর ধারে এসে হাজির হল; তখনি দাঁড়ীদের তুলে, ডিঙি ভাসিয়ে উত্তরদিকে চলে গেল।

এদিকে বুড়ী সেই ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে চেঁচামেচি করে ছেলেদের সব ডাকৃতে লাগলো।

ডাকাতেরা আসতেই বুড়ী বল্লে, "সেই অতিথিগুলো ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে দক্ষিণদিকে গেছে। শীগ্‌গির যাও।"

পাঁচ ডাকাত মিলে দক্ষিণদিকে তাদের ধরবার জন্যে দৌড়ল। পথে যেতে পায়ে গাছপালা বেধে সবাই পড়ে গেল।

এদিকে সদাগরের সাত ছেলে অন্য এক দেশে গিয়ে সাত জনে বিয়ে করে চৌদ্দ ডিঙি ধন নিয়ে দেশে হাজির হলো।

ঘাটে এসে ছেলেরা দেখলো, তাদের মা ঘাটে সুয়ো-দুয়োর ডিঙি ভাসাচ্ছে। মাও ছেলে বউ দেখে তাড়াতাড়ি পাড়ার পাঁচজন মেয়ে ডেকে, বেটা বউ বরণ করে ঘরে তুল্লে, ছেলে-বউ সুয়ো-দুয়োকে প্রণাম করে ঘরে গেল।

একদিন কথায় কথায় ছেলেরা মাকে জিজ্ঞেস কল্লে, "মা! আমাদের কি একটিও বোন নেই?"

মা বল্লে, "হ্যাঁ, আছে বই কি বাবা! তোমাদের বোন পিসির বাড়ীতে থাকতো, তার পিসি একজন ডাকাতের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছে। সেই জন্যে আমরা আর তাকে ঘরে আনতে পারিনি।"

ছেলেরা তখন সেই ডাকাতদের আর তাদের বোনের কথা মাকে বল্লে। শুনে মা খুব কাঁদতে লাগলো।

তখন সাত ভাই জামাই-বাড়ী নেমন্তন্ন করে পাঠালে। জামাই, মেয়ে আর মেয়ের শাশুড়ী এলো। গিন্নী মেয়েকে বুকে করে নিয়ে খুব কাঁদতে লাগলো। তারপর মেয়ে-জামাইকে ভাল করে খাইয়ে দাইয়ে সাত ডিঙি ধন দিয়ে পাঠিয়ে দিলে।

যাবার সময় জামাই আর তার চার ভাই বল্লে, মা! আমরা যা পাপ করেছি, তার ক্ষয় হবে কি করে?"

গিন্নী বল্লে, 'তোমরা মকর সংক্রান্তির দিন, কলার পেটোর ডিঙি করে গাঁদা ফুল দিয়ে সাজিয়ে, জোড়া পান, জোড়া কলা, সুপুরী, পৈতে ও কড়ির ভারা দিয়ে সাজিয়ে, সুয়ো-দুয়ো পূজো করবে, সেদিন উপোস করবে। তার পরদিন পেটোতে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বেলে পুকুরে কিংবা নদীতে ভাসিয়ে দেবে। তা হলেই সমস্ত পাপ ক্ষয় হবে।"

তাই শুনে তারা দেশে চলে গেল, আর তারপর থেকে তারা মকর সংক্রান্তিতে এই ব্রত করতে লাগলো।

তাদের দেখাদেখি এমনি করে গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে ব্রতের কথা প্রচার হল, তখন সবাই ভক্তি করে সোদোর ব্রত করতে লাগ্‌লো।

নাটাই চণ্ডীর কথা

এক দেশে এক সদাগরের বউ একটি ছেলে আর একটি মেয়ে রেখে মারা যায়। সদাগর কিছুদিন পরে আবার একটি বিয়ে করেন। সেই বউয়েরও একটি ছেলে আর একটি মেয়ে হয়। বড় ছেলেমেয়েকে তাদের বাপ আর পাড়াপড়শীরা খুব ভালবাসতেন, কিন্তু সৎমা তাদের মোটেই দেখতে পারতো না।

একদিন নতুন বউ সদাগরকে বল্লে, "কতদিন আর ঘরে বসে খাবে? বাণিজ্য করতে যাও।" তাই শুনে বড ছেলেমেয়েদের জন্যে সদাগরের বড় ভাবনা হলো। নতুন বউয়ের বড ছেলেমেয়েদের উপর কেমন হিংসা তা জানতেন। কি করবেন, ময়রা আর গয়লাকে চুপি চুপি বল্লেন, "দেখ, তোমরা বড ছেলেমেয়েকে খেতে দিও, আমি এসে সব দাম দেব আর এখন কিছু নাও।" এই বলে কিছু টাকা-কাডি দিয়ে মা-মঙ্গলচণ্ডীর নাম স্মরণ করে সদাগর বাণিজ্য করতে চলে গেলেন।

এদিকে গিন্নী অমনি রাখাল ছাড়িয়ে দিয়ে বড় ছেলেমেয়েদের গরু ছাগল চরাবার ভার দিলে। দুবেলা ফেন-ভাত খেতে দিত। তাতেও বড় ছেলেমেয়েরা খুব মোটা আর সুন্দর হতে লাগলো। এই দেখে নতুন বউ ভাবলে, আমার ছেলেমেয়েরা এত ঘি-দুধ খেয়েও রোগা হয়ে যাচ্ছে, আর ও-দুটো ফেন-ভাত খেয়ে অমন মোটা-সোটা হচ্ছে, এর মানে কি?

একদিন নিজের ছেলেমেয়েকে গোয়েন্দা করে পাঠালো। সমস্ত দিন গেল কেউ আর বাড়ী এল না। তখন নতুন বউ হায় হায় করতে লাগলো। সন্ধ্যের সময় চার ভাই বোনে গরু চরিয়ে বাড়ী ফিরলো। সৎমা এসে বড় ছেলে আর মেয়েকে খুব বকতে লাগলো। তখন ছেলেমেয়ে দুটো বল্লে, "না, ওদের বোকো না, ওরা আমাদের কত ভালবাসে। আজ আমাদের কত সব ভাল ভাল জিনিস

খেতে দিয়েছে! সে সব জিনিসের নাম জানি না। দাদা দিদি বলে যে, ওরা রোজ রোজ ওই সব খাবার খায়।"

ঐ কথা শুনে গিন্না রেগে আগুন হয়ে বল্লে, "ও! এই জন্যে অত মোটা হচ্ছে।" তার পরদিন ময়রাকে আর গয়লাকে ডেকে বল্লে, "দেখ! কর্ত্তা বোধ হয় তোমাদের বলে গেছেন, ছেলেমেয়েদের দুধ ও খাবার দেবার জন্যে, তা তোমরা আর দিও না। কেননা কর্ত্তা চিঠি লিখেছেন যে, তাঁর বড় অসুখ। আর তাঁর দুখানি নৌকাও ডুবে গেছে, তিনি আর দাম দিতে পারবেন না।" পাড়াপড়শীদের বল্লে, "তোমরা বাছা আমার ছেলেমেয়েদের কিছু খেতে-টেতে দিও না, ওদের অসুখ করে।"

তারপর থেকে বড় ছেলেমেয়েদের খাবার-দাবার বন্ধ হল। তারা দিন দিন রোগা হয়ে যেতে লাগলো।

একদিন দুটি ভাই বোন গরু চরাতে গেছে, সেখানে তাদের বড্ড খিদে পেয়েছে। কি করবে, কোথাও খাবার-দাবার না পেয়ে গাছতলায় শুয়ে রইলো।

এদিকে সন্ধ্যের সময় তারা উঠে দেখলে যে, গরু বাছুর কোথাও নেই। তখন তারা চারিদিকে কেঁদে কেঁদে খুঁজে বেড়াতে লাগলো। কিন্তু কোথাও পেল না। ভয়ে বাড়ী যেতেও পারে না, কাঁদতে কাঁদতে এক গেরস্তের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলো। বাড়ীর গিন্নী সব শুনে বল্লে, "বাবা! আজ অগ্রহায়ণ মাসের রবিবার, তোমরা আমার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নাটাই ব্রত করবে এসো।" সবাই মিলে ব্রত কল্লে। তারপর গিন্নী বল্লে, "নাটাই দেবীর কাছে বর মেগে নাও।" ছেলেমেয়ে দুটি বল্লে, "হে মা নাটাই চণ্ডী! আমরা যেন গরু খুঁজে পাই।" এই কথা শুনে সকলে হাসতে লাগলো। গিন্নী বল্লে, "বল আমাদের বাবা চৌদ্দডিঙ্গি ধন, হীরের বালা, মুক্তোর মালা, বউ-জামাই নিয়ে ঘরে আসুন, আর আমাদের দুঃখ দূর হোক্।"

বাবা, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, তোমাদের অর্দ্ধেক ধন দেব।

তখন ছেলেমেয়ে দুটি সেই কথা বলে নমস্কার কল্লে। তারপর সেই বাড়ীর গিন্নী তাদের বেশ ভাল করে, খাইয়ে দাইয়ে তাদের দুদিন আটকে রাখলে।

ওদিকে সদাগর চৌদ্দডিঙ্গি ধন, হীরের বালা, মুক্তোর মালা, বউ জামাই নিয়ে ঘরে এলেন। ঘরে আসতেই নতুন বউ কান্না জুড়ে দিলে। সদাগর বড় ছেলে-মেয়েদের কথা জিজ্ঞেস কল্লেন। তখন নতুন বউ কাঁদতে কাঁদতে বল্লে, "তাদের বাঘে খেয়ে ফেলেছে।"

সদাগর সেই কথা শুনে বিশ্বাস কল্লেন না, ছেলেমেয়েদের খোঁজে বেরুলেন। পথে দেখলেন, ছেলেমেয়ে দুটি গরু নিয়ে আসছে। সদাগর তাড়াতাড়ি দুটিকে কোলে নিয়ে কত আদর কল্লেন।

ওদিকে নতুন বউ ভাবলে, কি জানি কি হতে কি হয়। এই না ভেবে ধামা ধামা টাকা কড়ি মাটির ভেতরে পুঁততে লাগলো। সেখানে একটি পাতকুয়া ছিল, বার বার যাওয়া আসা করতে পা পিছলে সেই পাতকুয়াতে পড়ে গেল।

এদিকে সদাগরের বাড়ী লোকে লোকারণ্য। ছোট ছেলেমেয়ে দুটি কাঁদছে, সদাগর বাড়ী এসে সমস্ত ব্যাপার শুনলেন। ছোট ছেলেমেয়ে-দুটিকে সান্ত্বনা দিয়ে বাড়ীতে নিয়ে এলেন। কিছুদিন পরে বড় ছেলেমেয়ের বিয়ে দিলেন। যে গেরস্থর কাছে ছেলেমেয়ে পেয়েছেন, তাদের খুব টাকাকড়ি দিলেন।

তিনি মেয়েকে আর বউকে নাটাই চণ্ডীর ব্রত করতে বলে দিলেন। সেই থেকে নাটাই চণ্ডীর ব্রত কথা দেশে দেশে প্রচার হলো।

———

মেয়েদের ব্রত-কথা

চতুর্থ ভাগ

কুমারী ব্রত-খণ্ড

কুমারীরা সাধারণতঃ যে যে ব্রত করিয়া থাকে, ইহাতে তাহাই দেওয়া হইল।

বৈশাখ মাসে—শিবব্রত, পুণ্যিপুকুর, দশ পুতুল, হরির চরণ, অশ্বত্থ-পাতা, গোকুল ও পৃথিবী-ব্রত।

কার্ত্তিক মাসে—যমপুকুর ব্রত।

অগ্রহায়ণ মাসে—সেঁজুতীর ব্রত।

পৌষ মাসে—তুঁষ-তুষলী ব্রত।

বৈশাখের ব্রত

১। শিব ব্রত

চৈত্র মাসের শেষ দিন, সংক্রান্তি (চড়ক পূজার) দিন হইতে রোজ রোজ শিব গড়িয়া, আলপনা দিয়া বৈশাখ মাস ভোর সংক্রান্তি পর্য্যন্ত পূজা করিবে। পাঁচ বৎসর বয়স হইতে মেয়েরা ইহা করিয়া থাকে। এই ব্রত চারি বৎসর করিতে হয়। উদ্‌যাপন করিবার সময় সোনার বেলপাতা চাই। ব্রাহ্মণকে খাওয়াইয়া ঐ বেলপাতা ও দক্ষিণা দিবে।

পূজার আবশ্যকীয় দ্রব্য :—

খানিকটা গঙ্গামাটি, যে দেশে গঙ্গামাটি নাই, সেখানে পুকুরের কি কোন ভাল জায়গার এঁটেল মাটি হইলেও চলিবে। আকন্দ ফুল, ধুতুরা ফুল, বেলপাতা, দূর্ব্বা আলোচাল, সাদা চন্দন, বেলের খোলা, নৈবেদ্যের আলোচাল, কলা।

পূজার জন্য :—

শিব বসাইবার তামার টাট একখানি। নিজের নিজের বুড়া আঙ্গুলের মাপে সবাই শিব গড়িবে।

পূজার জায়গা বেশ করিয়া ধুইয়া, পিটুলি দিয়া আধ হাত এক চৌকা মণ্ডল করিবে, তার ভিতর এক গোল মণ্ডল, তার ভিতর এক ত্রিকোণ মণ্ডল আঁকিবে।

তামার টাটখানি ঠিক মাঝখানে বসাইয়া তাহাতে একটি বেলপাতা পাতিয়া, গড়া শিবটি বসাইবে। তাহার পর বেলের খোলায় করিয়া তিনবার মন্ত্র পড়িয়া শিবের মাথায় জল দিবে।

জল দিবার মন্ত্র :—

"শিল শিলাটন, শিলে বাটন, শিল অঝ্‌ঝরে ঝরে।
স্বর্গ হতে বলেন মহাদেব, গৌরি! কি ব্রত করে?
নড়ে আশ, নড়ে পাশ, নড়ে সিংহাসন।
হরগৌরী কোলে করে গৌরী আরাধন॥"

এই বলিয়া জল ঢালিয়া স্নান করাইবে, তারপর আকন্দ ফুল, দূর্ব্বা, বেলপাতা, আলোচাল, চন্দন, সব একসঙ্গে লইয়া, নিম্নমন্ত্র বলিয়া অঞ্জলি দিবে।

অঞ্জলির মন্ত্র :

"কালা পুষ্প তুলতে গেলাম সেখানে অনেক লতা পাতা।
শিব চরণে দেখা হল শিবের মাথায় অনেক জটা॥
আকন্দ, বিল্বপত্র, তোলা গঙ্গাজল।
এই পেয়ে তুষ্ট হলেন ভোলা মহেশ্বর॥"

তিনবার এই রকম অঞ্জলি দিবে। তারপর নৈবেদ্যতে ফুল আর বেলপাতা দিয় "নমঃ শিবায় নমঃ" বলিবে। তারপর প্রণাম করিবে।

প্রণাম মন্ত্র :—

নমঃ শিবায়ঃ নমঃ, শিবায় নম।
নমঃ হরায় নম, নমঃ রুদ্রায় নমঃ।

— —

২। পুণ্যি-পুকুর ব্রত

বৈশাখ মাসে রোজ সকালে করিতে হয়। ইহাও চৈত্র মাসের সংক্রান্তি হইতে করিবে। চারি বৎসর করিয়া উদ্‌যাপন করিবে।

বাড়ীর মেটে উঠানে বা পুকুরধারে, কি বাগানে অথবা সানের মেঝের আল দিয়া এক হাত চৌকা পুকুর করিবে, চারিটি ঘাট করিয়া, ঘাটের দু'পাশে কড়ি দিয়া সাজাইয়া দিবে, মাঝখানে একটি তুলসী গাছ পুঁতিবে (কেহ কেহ বেলডাল পাতা সমেতও দিয়া থাকে)। উদ্‌যাপনের সময় ব্রাহ্মণকে খাওয়াইয়া সোনার বেল দান ও ষোড়শদান দক্ষিণা দিতে হয়। কোথাও চারিজন বামুনকে খাওয়ায়।

বৈশাখের ব্রত

পূজার দ্রব্যাদি :—সাদা ফুল, চন্দন, দূর্ব্বা আর এক ঘটি জল।

পূর্ব্ব কি উত্তর মুখ হইয়া বসিবে, এক ঘটি জল নিম্নমন্ত্র বলিতে বলিতে পুকুরে ও গাছে ঢালিবে।

গাছে ঢালিবার মন্ত্র :—

"তুলসী তুলসী নারায়ণ,
তুমি তুলসী বৃন্দাবন।
তোমার মাথে ঢালি জল,
অন্তিমকালে দিও স্থল।"

পুকুরে ঢালিবার মন্ত্র :

"পুণ্যি পুকুর পুষ্প-মালা
কে পূজেরে দুপুর বেলা ?
আমি সতী লীলাবতী,
সাত ভা'য়ের বোন ভাগ্যবতী ॥"

ফুল চন্দন ও দূর্ব্বা দিবার মন্ত্র :—

"এ পূজলে কি হয় ?
নির্ধনীর ধন হয় ॥
সাবিত্রী-সমান হয়।
স্বামী আদরিণী হয় ॥
পুত্র দিয়ে স্বামীর কোলে।
মরণ যেন হয় গঙ্গাজলে ॥"

এই মন্ত্র বলিয়া তিনবার পুকুরে ফুল দিবে। তাহার পর গলায় কাপড় দিয়া প্রণাম করিবে। এই ব্রত চারি বৎসরের পর এক কাহন কড়ি দিয়া উদ্‌যাপন করিবে আর সেই কড়ি ভাই পাইবে।

৩। দশ-পুত্তল

এই ব্রতও কুমারীদের পাঁচ বছর বয়স হইতে করিতে হয়। ইহাও চৈত্র সংক্রান্তি হইতে বৈশাখ মাস ভোর করিবে. ইহাও চারি বৎসর করিয়া উদ্‌যাপন করিবে।

পিটুলি দিয়া দশটি পুতুল আঁকিবে, তাহাতে ফুল কিংবা দক্ষা দিয়া নিম্নমন্ত্র বলিয়া পূজা করিবে।

মন্ত্র :–

১। এবার ম'রে মানুষ হব, রামের মত পতি পাব।

২। এবার ম'রে মানুষ হব, সীতার মত সতী হব

৩ এবার ম'রে মানুষ হব, লক্ষ্মণের মত দেবর পাব।

৪। এবার ম'রে মানুষ হব, দশরথের মত শ্বশুর পাব।

৫ এবার ম'রে মানুষ হব, কৌশল্যার মত শাশুড়ী পাব।

৬। এবার ম'রে মানুষ হব, কুন্তীর মত পুত্রবতী হব

৭। এবার ম'রে মানুষ হব, দ্রৌপদীর মত রাঁধুনী হব

৮। এবার ম'রে মানুষ হব, দুর্গার মত সোহাগী হব॥

৯। এবার ম'রে মানুষ হব, পৃথিবীর মত ভার সব

১০ এবার ম'রে মানুষ হব, ষষ্ঠীর মত জেওজ হব

এই রকম রোজ রোজ বিকাল বেলায় পূজা করিতে হয়

৪। হরির চরণ

বৈশাখ মাসের প্রথম দিন হইতে ইহা করিবে। চারি বৎসর করিয়া তবে উদ্‌যাপন করিবে।

পূজার দ্রব্য :—

একখানি তামার টাট, চন্দন (সাদা), ধান, দূর্ব্বা আর ফুল।

পূজার নিয়ম :—

তামার টাটে বেশ ভাল করিয়া চন্দন মাখাইবে, তারপর আঙ্গুল দিয়া বেশ ছোট ছোট দুইখানি চরণ (পা) আঁকিবে। তাহার পর ফুল, দূর্ব্বা, ধান তার উপর দিয়া, পূজার মন্ত্র বলিবে মাঝের আঙ্গুল ও বুড়ো আঙ্গুল দিয়া ধরিয়া বলিবে।

আবার কেহ কেহ মল্লিকা ফুল, অভাবে তুলসীপাতা, তর্জ্জনী, মধ্যমা আর বুড়ো আঙ্গুল দিয়া ধরিয়া বলে—

মন্ত্র :—

হরির চরণ, হরির পা,
হরি বলেন ওগো মা,
আজ কেন গো শীতল পা,
কোন্ যুবতী পূজে পা
সে যুবতী কি চায় ?
রাজ্যেশ্বর স্বামী চায়,
দরবার-জোড়া ব্যাটা চায়,
সভা-উজ্জ্বল জামাই চায়,
প্রেমানন্দ ভাই চায়,

ঘরণী গৃহিণী বউ চায়
রূপবতী কন্যা চায়।
আল্‌নায় কাপড় দল্‌মল্‌ করে।
ঘরের বাসন ঝক্‌মক করে॥
গোয়ালে গরু, মরায়ে ধান,
বছর বছর পুত্র পান।
না দেখেন স্বামী-পুত্রের মরণ।
না দেখেন বন্ধু-বান্ধবের মরণ।
এক হাঁটু গঙ্গার জলে ম'রে,
পান যেন হরির চরণ।
হবে পুত্র, ম'রবে না।
চক্ষের জল প'ড়বে না।
দিয়ে ছেলে স্বামীর কোলে
মরণ যেন হয়,
এক গলা গঙ্গাজলে।

এই রকম তিনবার বলিয়া পূজা করিবে। তারপর পূজার ফুল, দূর্ব্বা জলে দিবে। উদ্‌যাপনের সময় সোনার, রূপার ও তামার তিন জোড়া চরণ গড়াইয়া পূজা করিবে।

তিনটি বামুনকে খাওয়াইয়া প্রত্যেককে ওগুলি দিবে, আর কাপড়, গামছা দক্ষিণা দিবে।

এক বুড়ীর বেশ ধরে এসে শ্রীমন্তকে কোলে নিয়ে বসলেন।

৫। অশ্বত্থ পাতা

চৈত্র মাসের চড়ক-সংক্রান্তির দিন হইতে আরম্ভ করিয়া বৈশাখ মাস ভোর রোজ রোজ করিবে। পাঁচটি অশ্বত্থ পাতা চাই। ১টি কচি, ১টি কাঁচা, ১টি পাকা, ১টি শুক্‌নো আর ১টি ঝুরঝুরে।

সকালে স্নান করিবার সময় পাতা ক'টি লইয়া জলে নামিবে, পাতা-গুলি মাথায় হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া নিম্নমন্ত্র বলিয়া জলে ডুব দিবে। উঠিবার সময়, হাত তুলিয়া লইবে, পাতা ভাসিয়া যাইবে।

ডুব দিবার মন্ত্র :—

অশ্বত্থ পাতা, পুণ্যলতা
    শ্যাম-পণ্ডিতের ঝি
স্নান কর্ত্তে গেল চ'লে
    শ্যাম-পণ্ডিতের ঝি।
    সে যে চারুচন্দ্র সুন্দরী।
সাত বউ যায় সাত দোলাতে,
সাত বেটা যায় সাত ঘোড়াতে,
গিন্নি যান রত্ন-সিংহাসনে,
কর্ত্তা যান শ্বেত হাতীতে।
রত্ন-সিংহাসনে স্বর্গে থেকে,
হর বলেন গৌরীকে,
    এ ব্রত ক'রলে কি হয়?

ভগবতী বললেন—

পাকা পাতাটি মাথায় দিলে,

পাকা চুলে সিঁদুর পরে।
কাঁচা পাতাটি মাথায় দিলে,
কাঞ্চন-মূর্ত্তি হয়।
কচি পাতাটি মাথায় দিলে,
নবকুমার কোলে হয়।
শুকনো পাতা মাথায় দিলে,
সুখ-ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হয়।
ঝুরঝুরে (ছেঁড়া) পাতাটি মাথায় দিলে,
হীরা-মুক্তার ঝুরি পায়।
উজাইতে পারিলে ইন্দ্রের শচী হয়।
না উজাইতে পারিলে ভগবানের দাসী হয়॥
সুখ হয়, সম্পদ হয়, স্বস্তি হয়।
সাত ভাইয়ের বোন হয়।

এই বলিয়া ডুব দিবে। কোথাও পাঁচবার বলিয়া পাঁচবার ডুব দেয়, প্রত্যেক বার এক একটি পাতা মাথায় দিয়া—

১। পাকা পাতাটি মাথায় দিলে
পাকা চুলে সিঁদুর পরে।
২। কাঁচা পাতাটি মাথায় দিলে
কাঞ্চন-মূর্ত্তি হয়।
৩। কচি পাতাটি মাথায় দিলে
নবকুমার কোলে হয়।

৪। শুকনো পাতা মাথায় দিলে
সুখ-ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি পায়।

৫। ঝুরঝুরে পাতা মাথায় দিলে
হীরা-মুক্তোর ঝুরি পায়।

তারপর এক ঘটি জল লইয়া অশ্বত্থ গাছের গোড়ায় ঢালিয়া নমস্কার করিবে।

উদ্‌যাপনের সময় সোনার পাঁচটি পাতা, রূপার ফল একটি, পাঁচ কলসী জল, পাঁচটি ভুজ্যি চাই। পাঁচটি ব্রাহ্মণকে খাওয়াইবে, উপযুক্ত দক্ষিণা দিবে।

৬। গোকুল ব্রত

চৈত্র মাসের চড়ক সংক্রান্তি হইতে করিতে হয়। ইহা পাঁচ বৎসরের কুমারী হইতে করিবে।

পূজার দ্রব্য :—

দূর্ব্বা ঘাস তিন আঁটি, একখানি পাখা, এক ঘটি জল, ছোট বাটিতে সরিষার তৈল, একটু হলুদ বাঁটা, একটু সিন্দুর গোলা, চন্দন, তিনটি পাকা কলা, আরশি ও চিরুণী।

পূজার নিয়ম :—

গরুর (গাই গরু) শিঙে তেল মাখাইবে। মাথায় একটু জল দিবে। কপালে হলুদ, সিন্দুর ও চন্দনের ফোঁটা দিবে। চারি পায়ে তেল-হলুদ দিয়া জল দিয়া ধুইয়া দিবে, তারপর আঁচল দিয়া পা মুছাইয়া দিবে। চিরুণী দিয়া মাথা আঁচড়াইয়া আরশি দিয়া মুখ দেখাইবে।

এক আঁটি দূর্ব্বা ঘাসে একটি আস্ত কলা দিয়া বলিবে—

মন্ত্র :—

"গো-কল গোকুলে বাস,
গরুর মুখে দিয়ে ঘাস।
আমার যেন হয় স্বর্গে বাস।"

এই রকম তিনবার তিন আঁটি দিবে। তারপর পাখা দিয়া বাতাস করিবে। কোথাও কোথাও আজকাল মেয়েরা বাতাস করিতে করিতে বলে—

"রোগ-শোক দূর হ'ক,
কীট-পতঙ্গ দূর হ'ক,
মশা-মাছি দূর হ'ক॥
তোমাকে ঘুবায়ে পাখা,
আমার হ'ক সোনার শাঁখা॥
তোমাকে বাতাস করি',
সতীন মেরে ঘর করি॥"

তারপর নমস্কার করিবে। চারি বৎসর করিয়া শেষ বৎসরে উদ্‌যাপন করিবে।

উদ্‌যাপন দ্রব্য :—

রূপার খুর চারিটি, সোনার শিঙ্ দুইটি, কাপড় একখানি, একগাছা লাঠি ও ছাতা একটি। কাপড়, লাঠি ও ছাতা রাখালে পাইয়া থাকে। খুর ও শিঙ্ ব্রাহ্মণে পাইয়া থাকে, আবার কোথাও সমস্তই রাখালে পাইয়া থাকে। কোথাও আবার ধুতি, চাদর, খড়ম, পাখা, আরশি, চিরুণী, পাচনী দিয়া থাকে। ব্রাহ্মণের দ্বারা পূজা ও হোম করাইয়া থাকে।

৭। পৃথিবী ব্রত

এই ব্রতও কুমারীরা চৈত্র মাসের চড়ক-সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া বৈশাখ মাস ভোর—সংক্রান্তি পর্য্যন্ত করিবে। পিটুলী দিয়া মাটিতে পৃথিবী আঁকিবে, পদ্মের ঝাড়, পদ্মপাতা করিয়া বসুমতীকে পদ্মের উপর বসাইবে।

ছোট শাঁকের ভিতর, কি ছোট ছোট বাটিতে মধু, দুধ আর ঘি এক সঙ্গে

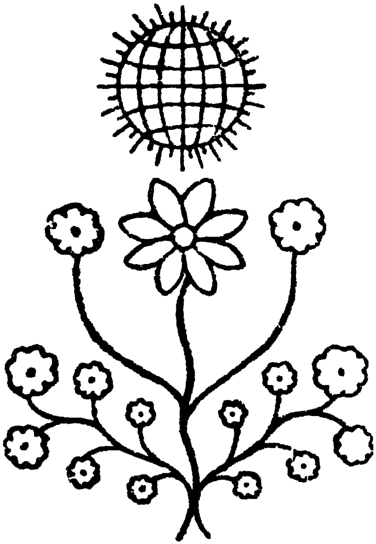

লইয়া ঐ আলপনার সুমুখে পূর্ব্ব কি উত্তর মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ঐ আলপনার উপর ঢালিয়া দিবে, আর মন্ত্র বলিবে।

মন্ত্র :—

এস ধরিত্রী, ব'স পদ্ম-পাতে।
শঙ্খচক্র ধরি হাতে॥
খাওয়াব' ক্ষীর মাখাব' ননী।
আমি যেন হই রাজার রাণী॥

তিনবার এই মন্ত্র বলিয়া পূজা করিবে। কোথাও কোথাও এসব দেয় না, দূর্ব্বা আর ফুল দিয়া পূজা করিয়া থাকে।

উদ্‌যাপনের সময় সোনার পদ্ম-পাতায় শেষ বৎসর পূজা করিয়া ব্রাহ্মণকে ভাল করিয়া খাওয়াইয়া, দক্ষিণা আর ঐ পাতা দিতে হয়।

———

কার্ত্তিক মাসের ব্রত

৮। যমপুকুর-ব্রত

কার্ত্তিক মাসের প্রথম দিন হইতে সংক্রান্তি পর্য্যন্ত পূজা করিবে।—কোথাও আশ্বিনের সংক্রান্তি হইতেও করে।

বাড়ীর উঠানে, অথবা বাগানে বা পুকুরধারে কোথাও একটি এক হাত চৌকা পুকুর কাটিবে। চারিপাশে চারিটি ঘাট করিবে।—পুকুরের মাঝখানে কচুগাছ, হলুদগাছ, কলমী, শুশ্‌নী ও হিংচের গাছ পুঁতিবে, পুকুরে জল ঢালিয়া দিবে।—ছোট ছোট মাটির পুতুল গড়িয়া পুকুরের চারিদিকে বসাইবে। দক্ষিণদিকের ঘাটের উপর যমরাজা, যমরাণী, যমের মাসী গড়িয়া বসাইবে, পূর্ব্বদিকের ঘাটের উপর ধোপা-ধোপানী কাপড় কাচিতেছে ও শেকো-শেকোনী গড়িয়া বসাইয়া দিবে, উত্তরদিকের ঘাটে মেছো আর মেছোনী মাছ ধরিতেছে —গড়িয়া বসাইয়া দিবে; আর পশ্চিমদিকের ঘাটে কাক, বক, চিল, কুমীর, কচ্ছপ ও হাঙর গড়িয়া বসাইয়া দিবে। কোথাও কলাগাছ, মানগাছ ও তুলসীগাছও পুঁতিয়া দিয়া থাকে।

এ ব্রতও চারি বৎসর করিয়া উদ্‌যাপন করিতে হয়, চারিটি ব্রাহ্মণকে খাওয়াইয়া দক্ষিণা দিবে। এক কাহন কড়ি দিয়া উদযাপন করিয়া সেই কড়ি ভাইকে দিবে। কোথাও কোথাও রাখালকে ছাতা, কাপড়, জুতা, পাঁচন-বাড়ী, আর দশ কড়া কড়ি দিয়া থাকে।

পূজার সময় চারি কড়া কড়ি, চারিখানি হলুদ, চারিটি সুপারী পুকুরের চারি কোণে পুঁতিয়া দিবে। একটি প্রদীপ জ্বালিয়া দিবে। কোথাও আবার প্রদীপ দেয় না।

পুকুরের পাড়ে বসিয়া (পূর্ব্ব বা উত্তরমুখে) ফুল দিয়া এক-একটি পুতুল পূজা করিবে।

পূজার মন্ত্র :—

পুকুরে জল দেবার মন্ত্র :--

শুষ্‌নী কলমী ল-ল করে,
রাজার বেটা পক্ষী মারে।
মারণ পক্ষী সুকোর বিল,
সোনার কৌটা রূপার খিল।
খিল খুল্‌তে লাগলে ছড,
আমার বাপ ভাই হোক লক্ষেশ্বর।

গাছে জল দিবার মন্ত্র :—

কালো কচু সাদা কচু ল-ল করে,
সোনার কৌটা, রূপার খিল।
খিল খুল্‌তে লাগ্‌লো ছড,
আমার বাপ ভাই হোক লক্ষেশ্বর।
লক্ষ লক্ষ দিলে বর,
ধনে-পুত্রে বাড়ুক ঘর।

তারপর ফুল দিয়া :--

যমরাজা সাক্ষী থেকো যম-পুকুরটি পূজি।
যমরাণী সাক্ষী থেকো যম-পুকুরটি পূজি।
যমের মাসী সাক্ষী থেকো যম-পুকুরটি পূজি।

এইরূপে কাক, বক, চিল, ধোপা-ধোপানী সমস্ত পুতুলগুলি পূজা করিবে।

কোথাও কোথাও আবার মেয়েরা আজকাল পুকুরে জল দিবার সময় বলিয়া থাকে—

পাঠশালা থেকে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী আসছে।

এই ঘটিটি জল ঢালি বাপ-মার।

" " " " শ্বশুর-শাশুড়ীর।

" " " " পাড়া-পড়শীর।

" " " " স্বামীর আর আমার।

সাত ভায়ের বোন আমি ভাগ্যবতী।

যম পুকুর পূজি আমি, সাক্ষী জগৎপতি॥

ব্রত-কথা

এক গ্রামে এক বুড়ী ছিল, তার বয়সও হয়েছে। বুড়ীর এক মেয়ে আর এক ছেলে। মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে, সে শ্বশুর-বাড়ীতেই থাকে। কার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে জান? যম রাজার সঙ্গে, তার শ্বশুর বাড়ী যমপুরী। যমরাজ বিয়ে ক'রে নিয়ে গেছে, সেই অবধি আর মর্ত্ত্যে পাঠায়নি।

বুড়ীর তখন কষ্ট হ'ল, কাজেই ছেলের বিয়ে দিয়ে সুন্দরী বউ ঘরে আনলে। বউটি বড় শান্ত শিষ্ট, প্রাণপণ ক'রে শাশুড়ীর সেবা করে আর সংসারের সমস্ত কাজকর্ম্ম করে।

কার্ত্তিক মাস পড়তেই উঠোনের মাঝখানে বউ যমপুকুর কেটে পূজো ক'রছে, তার শাশুড়ী তাই না দেখে ব'লে উঠলে, "পোড়ারমুখী—ও কি হচ্ছে? কি ছিরিবিরি ক'রছিস—কি বিড়বিড় ক'রছিস বল্ আমার সামনে, আমার মেয়েকে খাবি বল্ দেখি?"

বউ ব'ল্লে "মা, যমপুকুর পূজো করছি।"

বুড়ী রেগেই আগুন! বউকে ধ'রে লাথি মেরে, ছাই পাঁশ দিয়ে পুকুর বুজিয়ে ব'ল্লে, "খবরদার, ফের যদি দেখি, তবে মজা টের পাবি।"

বউ তখন কাতরভাবে যমকে সাক্ষী রেখে ব'লে "হে যমরাজ! তুমি সাক্ষী রইলে, আমি এক বৎসর যমপুকুর পূজো ক'ল্লেম।"

এমনি ক'রে থাকে—দেখতে দেখতে সে বছর ঘুরে আবার কার্ত্তিক মাস এল, তখন বউ শাশুড়ীর ভয়ে পুকুরের পাড়ে কলাগাছের আড়ালে লুকিয়ে ঐ রকম যমপুকুর কেটে পূজো ক'রতে লাগলো।

একদিন বুড়ী বউকে ডেকে সাড়া না পেয়ে, লাঠি ক'রে আস্তে আস্তে পুকুরধারে গিয়ে দেখে—বউ কলাগাছের ধারে কি কচ্ছে। কিছু না ব'লে

চুপি চুপি পিছনে গিয়ে দেখ্‌লে যে, বউ আবার সেই পূজো কচ্চে। তখন আবার রেগে বল্লে, হ্যাঁলা, সর্ব্বনাশি! বলি, তুই কি বিড়্‌বিড়চ্ছিস—আমার ছেলে খাবি—না আমায় খাবি ?"

বউ ভয়ে ভয়ে ব'ল্লে, 'কিছু নয় মা—যমপুকুর পূজো কচ্ছি।"

বুড়ী রেগে বউকে লাথি মেরে ধূলো-জঞ্জাল দিয়ে পুকুর ভেঙ্গে বুজিয়ে সরে এল।

কাঁদতে কাঁদতে বউ মাথা খুঁড়ে যমরাজকে ডেকে ব'ল্লে, "যমরাজ! আমি এই তিন-বছর যমপুকুর পূজো ক'ল্লেম, তুমি আমার সাক্ষী রইলে।"

দেখ্‌তে দেখ্‌তে আবার আশ্বিন গিয়ে কার্ত্তিক এল,—বউ এবার লুকিয়ে হেঁসেলে উঠনের পাশে যমপুকুর ক'রে পূজো ক'রতে লাগলো। এমনি ক'রে এক মাস দিন পূজো করবার পর শাশুড়ী দেখ্‌তে পেয়ে বউকে এই মারে ত—এই মারে। পরে গালাগাল দিয়ে লাথি মেরে পুকুর ভেঙ্গে বুজিয়ে দিয়ে চ'লে গেল

শাশুড়ীর কাণ্ড দেখে বউ-এর ভারি দুঃখ হ'ল, অনেকক্ষণ সজল-নয়নে ধর্ম্মের নিকট কেঁদে, গলায় কাপড় দিয়ে হাত জোড় ক'রে ব'ল্লে, "হে যমরাজ! আমি তিন বছর যমপুকুর পূজলাম, তুমি আমার সাক্ষী রইলে।"

এমনি ক'রে দেখ্‌তে দেখ্‌তে সে বছর কেটে গেল, আবার কার্ত্তিক মাস এল, তখন বউ নির্জ্জন জায়গা খুঁজে খুঁজে বাড়ীর পেছন দিকে—কলতলার পাশে ছাইগাদার ধারে যমপুকুর ক'রে পূজো ক'রতে লাগ্‌লো।

শাশুড়ী প্রথমতঃ চারিদিক খুঁজে দেখলে যে, কোথাও এবার পুকুর হয়নি। মাস শেষ হ'তে আর এক দিন আছে, সেই দিন বউকে ফুল জল নিয়ে যেতে দেখে, চুপি চুপি তার পেছনে গিয়ে দেখ্‌লে যে বউ ছাইগাদার ধারে পুকুর পূজো ক'রছে।

বুড়ী ত রেগে আগুন! বউকে লাথি মেরে ফেলে খুব যাচ্ছে তাই ক'রে

মা-বাপ তুলে গালাগালি দিয়ে—আগের মত লাথি মেরে পুকুর ভেঙ্গে, ছাই দিয়ে পুকুর বুজিয়ে ঘরে ফিরে এল।

বউ-এর খুব লেগেছিল, সে যন্ত্রণায় কাঁদতে কাঁদতে উঠে ব'সে গলায় কাপড় দিয়ে মনে মনে যমরাজকে ব'ল্লে, 'হে যমরাজ! আমার এই চার বছর যমপুকুর পূজো হ'ল, ব্রত উদ্‌যাপন করলাম, তুমি আমার সাক্ষী থাকো।' তারপর নমস্কার ক'রে, আস্তে আস্তে ছাই ঝেড়ে ঘরে এল।

দু'তিন বছর কেটে গেল। বুড়ীর খুব শক্ত অসুখ, কত রকম ডাক্তার ঝাড়-ফুঁক হ'ল, কিন্তু রোগ আর কিছুতেই আরাম হ'ল না—একদিন দুপুর বেলা বুড়ী মারা গেল।

মার অসুখের খবর পেয়ে বুড়ীর মেয়ে যমরাজকে ব'লে এসেছিল। মা'র শ্রাদ্ধ হ'য়ে গেল, আবার শ্বশুর বাড়ী ফিরে গেল।

যমরাজ একদিন বউকে ডেকে ব'ল্লে, "দেখ, তুমি অনেকদিন মর্ত্তে বাপের বাড়ি ছিলে—তাই এখন দিন কতক দক্ষিণদিকের ফটকে, কি ওদিকটাতেই যেও না আর তিন দিকেই যেমন তুমি আগে বেড়াতে বেড়াতে সেই রকম বেড়িও।"

যমরাজের কথায় তখন বুড়ীর মেয়ে ঘাড় নেড়ে স্বীকার ক'ল্লে।

এমনি ক'রে দু'চার দিন যাবার পর, কেমন তার মনে সন্দেহ হ'ল। যমরাজ কেন তাকে বারণ ক'ল্লে, তাই ভাবতে লাগলো। আগে আগে প্রায়ই সে দক্ষিণদিকে বেড়াতে যেতো, এইসব ভেবে ঠিক ক'ল্লে যে, আজ লুকিয়ে সে নিশ্চয়ই যাবে।

সেদিন বিকেল বেলায় দক্ষিণদিকের ফটক দিয়ে বরাবর চ'লে যাবার পর দেখলে যে, ভয়ানক মস্ত এক কৃমি কুণ্ড, আর তার ভেতর থেকে হাজার হাজার পাপী সব আর্ত্তনাদ ক'রে চেঁচাচ্ছে! হঠাৎ শুনতে পেলে কে যেন তার ভাইয়ের আর তার নাম ক'রে বলছে—"ওরে আমায় বাঁচাও, আমি মরি, আর কখন করব না।"

প্রথমটা সে চম্‌কে উঠেছিল, তারপর বেশ ভাল ক'রে চেয়ে দেখ্‌লে যে, অনেক পাপীব মাঝখানে যেন ঠিক তার মার মতন একজন কাত্‌রে কাত্‌রে ঐ রকম ব'লে ডাকছে; আর ভীমের মত বড় বড় যমদূত ডাঙস মেরে সেই কৃমির কুণ্ডের ভিতর ডুবিয়ে দিচ্ছে। আবার খাবি খেয়ে উঠ্‌ছে আর তাদের নাম ক'রে চেঁচাচ্ছে। আবার ডাঙস মেরে ভীষণ ভীষণ যমদূতেরা ডুবিয়ে দিচ্ছে।

এই না দেখে তার প্রাণটা মার জন্য খুব অস্থির হ'য়ে কেঁদে উঠ্‌লো। তাড়াতাড়ি যমপুরীতে ফিরে এসে কোন রকমে দুঃখকষ্টে রাতটা কাটিয়ে দিলে।

তার পরদিন যমরাজ যখন খেতে বসেছেন, সেই সময় আস্তে আস্তে এসে গলায় কাপড় দিয়ে, চোখভরা জল-সুদ্ধ হাত জোড় ক'রে দাঁড়াল।

বউ-এর চোখে জল দেখে যমরাজ অভয় দিয়ে বল্লেন, "তোমার মনে কিসের কষ্ট হ'ল? তোমার চোখে জল দেখছি কেন?"

তখন আস্তে আস্তে বউ ব'ল্লে, "আমি অপরাধ করেছি, আমায় ক্ষমা করুন, আপনি দক্ষিণদিকে যেতে বারণ করেছিলেন, কিন্তু জানি না আমার কেন ঐ দিকে যাবার জন্য খুব ইচ্ছা হ'ল, তখন আমি কাল ঐ দিকে গিয়েছিলাম, গিয়ে দেখি যে—আপনার লোকগুলো আমার মাকে কৃমির কুণ্ডের ভেতর ফেলে, বড় বড় সব মুগুর মাথায় মারছে, আর মা যন্ত্রণায় কাত্‌রে কাত্‌রে চেঁচাচ্ছে।—আপনি দয়া ক'রে বলুন, মার উদ্ধার কি ক'রলে হয়?"

যমরাজ একটু ভেবে ব'ল্লেন, "তোমার মা বড় পাপী, ওর উদ্ধারের উপায় আমি ত দেখতে পাচ্ছি না। তবে হাঁ—হতে পারে, কিন্তু সে বড় শক্ত।"

কাতরভাবে তখন বউ বল্লে, "মা কি পাপ করেছে? যত শক্তই হোক, আমি মার জন্যে করবো।"

যমরাজ বল্লেন, "দেখ, তোমার বউদি বিয়ের ক'নে হয়ে এসে বছর বছর যমপুকুর পূজো করতো, আর তোমার মা তাকে লাথি মেরে গালাগালি দিয়ে যমপুকুর বুজিয়ে দিত, থুথু ফেলতো, লাথি মারতো—সেই পাপে আজ এই সাজা।"

এই কথা শুনে খুব কেঁদেকেটে যমরাজের পা দুটি সে জড়িয়ে ধরে বল্লে, "আপনাকে উপায় করতেই হবে, নইলে আমি প্রাণ রাখবো না।"

তখন যমরাজ ভেবে চিন্তে বল্লেন, "দেখ, তোমার বউদি এখন পোয়াতি, তাকে দিয়ে যদি কোন রকমে তোমার মার নামে সংকল্প করে একসঙ্গে চারিটি যমপুকুর পূজো করাতে পার, তাহলে তোমার মার নিশ্চয়ই উদ্ধার হবে; কিন্তু বউ কি রাজী হবে? তোমার মা তাকে যে কষ্ট দিয়েছে! সে কি তার জন্য পূজো করবে?"

এই কথা শুনে বউ বল্লে, "তা জানি না, আপনাকে এর উপায় করতেই হবে। আমি সুখে থাকবো, আর আমার মা নরকে হাবুডুবু খাবে, তা হতে পারে না।"

যমরাজ বল্লেন, "দেখ, এক উপায় আছে। তুমি ভাইয়ের বাড়ী যাও, বউ-এর সঙ্গে খুব ভাব কর, তাকে খুব যত্ন কর; তারপর দশ মাসে প্রসবের সময় যখন ব্যথা হবে, সেই সময় যমপুকুর পূজো করতে বলবে. আমি তাকে সে সময় ভর করে থাকবো। যতক্ষণ না সে পূজো করবে, ততক্ষণ তার পেটের ছেলে বার হবে না। বউ যেমন পূজো করবে, সেই সঙ্গে তোমার মার উদ্ধার হবে, আর তারও অমনি চাঁদের মত ঘর আলো করা ছেলে হবে।"

শুভদিন দেখে যমরাজের কথামত ভায়ের কাছে এসে, সংসার নিজে নিয়ে বউকে খুব আদর-যত্ন করতে লাগলো। বউকে কোন কষ্ট দেয় না,

কোন কাজই করতে দেয় না, ভাল ভাল খাবার খাওয়ায়। ননদের যত্নে বউ খুব সুখী হল।

পাঁচ মাস পড়তেই ননদ, বউ-এর কাঁচা সাধ দিলে, আট মাসেতে ভাজা নয় মাসেতে পঞ্চামৃত সাধ খুব ধুমধাম করে দিলে।

দশ মাস দশ দিনে বউ-এর ব্যথা হল, তখন ননদ বউকে আদর করে বল্লে, "ভাই বউ, তুই যদি চারটি যমপুকুর মার নামে পুজো করিস্, তাহলে আমি ভারি খুশী হই।"

ননদের কথা শুনে বউ বল্লে, "ঠাকুরঝি! মা যে কষ্ট আমাকে দিয়েছেন, তা আর তোমায় কি বলবো! শাপ দিয়ে, জঞ্জাল দিয়ে, লাথি মেরে পুকুর বুজিয়ে দিয়েছেন, আমায় পুজো পর্যন্ত করতে দেননি। আমায় আবার তার জন্যে পুজো করতে বলছো?"

বউ-এর কথা শুনে ননদ বল্লে "ভাই! তা হয়ে গেছে, তার আর উপায় নেই, তুই ভাই দয়া করে পুজো কর।"

বউ কিছুতেই রাজী হল না, এদিকে ব্যথাও খুব জোর জোর আসতে লাগলো, কিন্তু ছেলে আর হয় না—বউ-এর ভারি কষ্ট হতে লাগলো।

বউ-এর কষ্ট দেখে ননদ বল্লে "ভাই! আমার কথা শোন্, কেন মিছে কষ্ট পাচ্ছিস? যমের নামে পুকুর প্রতিষ্ঠা কর, তোর ছেলে এখনি হবে।"

বউ কিছুতেই রাজী না, বল্লে, "কিছুতেই নয়, প্রাণ গেলেও করব না।"

দেখতে দেখতে ব্যথা জোর জোর হতে লাগলো, ছেলে আর হয় না। যমরাজ পণ করেছেন পেটের ছেলে পেটেই রইলো, অথচ যন্ত্রণায় বউ কাটা-ছাগলের মত ছটফট করতে লাগলো।

বউ-এর অসহ্য যন্ত্রণা দেখে ননদ অনেক সাধ্য সাধনা করে বল্লে, "ভাই, কেন মিছে কষ্ট পাচ্ছিস? তুই পুজো কর, সমস্ত কষ্ট যাবে, এখনি ছেলে হবে।"

দারুণ যন্ত্রণা সইতে না পেরে, তাড়াতাড়ি উঠোনে চারটে পুকুর কেটে বউ শাশুড়ীর নামে যমপুকুর পূজো করলে। যেমন করা, আর অমনি চাঁদের মত, ঘর-আলো করা এক ছেলে হল, আর তার শাশুড়ীও কৃমিকুণ্ডের ভেতর থেকে উদ্ধার হয়ে স্বর্গে চলে গেল।

পাড়ার সব লোক ছেলে দেখে খুব সুখ্যাতি করলে। ননদ প্রাণপাত করে সেবা করলে, তারপর ষষ্ঠী পূজো হয়ে যেতেই. দাদা ও বউদিদিকে নমস্কার করে যমরাজার কাছে চলে গেল।

কেউ কেউ কথায় বলে, এ পূজো করলে যমের তাড়না সইতে হয় না। শ্বশুর-শাশুড়ী জল পায়, হাসতে হাসতে স্বর্গে যায়।

৯। সেঁজুতি ব্রত

কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তি হইতে সারা অগ্রহায়ণ মাস বৈকালে পূজা করিবে। পিটুলির আলপনা বাড়ীর উঠানে অথবা দালানে, কি ঘরের ছাদের উপর দিবে। প্রথমে সেঁজুতির ছবি আঁকিবে, মাঝখানে ১নং চিহ্নে এক ঘটী জল দিয়া বসাইবে। তারপর ২নং চিহ্নে শিব আঁকিবে আর তার মাথার উপর কৌড় ৪নং আঁকিবে। ১নং চিহ্নের নীচে দোলা ৩নং

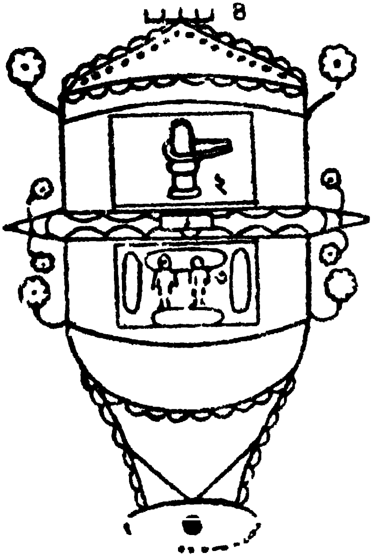

আঁকিয়া চার পাশে বালিশ দিয়া দুটি পুতুল আঁকিবে। তারপর

২। ষোল ঘর। ৩। দোলা। ৪। কৌড়া। ৫। বেগুন-পাতা।

৬। শরগাছ। ৭। বেনা গাছ। ৮। বাঁশের কোঁড়া। ৯। গঙ্গা ও যমুনা। ১০। গুয়ো গাছ। ১১। চন্দ্র ও সূর্য্য। ১২। হাটবাট। ১৩। গোয়াল। ১৪। অশ্বত্থ গাছ। ১৫। বটি। ১৬। থাংরা। ১৭। শিব মন্দির। ১৮। আতা পাতা। ১৯। নাট-মন্দির। ২০। পাকা পান। ২১। তেকোণা প্রদীপ। ২২। হাতে পো কাঁকে পো। ২৩। ঢেঁকি। ২৪। খাট পালঙ্ক। ২৫। ধান্য কাতা। ২৬। আম কাঁঠালের পিঁড়ি। ২৭। ঘি ও চন্দনের বাটি। ২৮। পিটুলির সব রকম গহনা। ২৯। রান্নাঘর। ৩০ ঢেঁকি শকটী। ৩১। আর্শী। ৩২। উদবিড়ালী। ৩৩। বেড়ী। ৩৪। হাতা। ৩৫। পাখী। ৩৬। কুল গাছ। ৩৭। কাজল লতা। ৩৮ নক্ষত্র। ৩৯। সিঁদুর চুপড়ী। ৪০ পানের বাটা। ৪১। শাঁখ ৪২। মন্থন। ৪৩। নাগপুতুল। ৪৪। পাখী। ৪৫। ইন্দ্র। ৪৬। কবাট ৪৭। যজ্ঞডুমুর। ৪৮। ধানের মরাই। ৪৯ তালগাছ। ৫০। পুঁটেফল। ৫১। গো। ৫২। কুঁচকুঁচা৩

পূজার দ্রব্যাদি :-

দুর্ব্বা বেশী আবশ্যক, ঘট বসাইয়া আলো জ্বালাইয়া দিবে, তারপর ছাপর মত আঁকিয়া এক-একটিকে দূর্ব্বা দিয়া মন্ত্র বলিয়া পূজা করিতে হয়। এই রকম চার বছর করিয়া শেষ বছরে উদযাপন করিবে।

উদ্‌যাপনের নিয়ম :-

চার বছরের সময় তিন জোড়া কাপড়, চাদর, তিনটে মধুপর্কের বাটি, তাতে দধি, মধু, চিনি, দুধ ও ঘৃত দিবে, আর চন্দন। তিন জন ব্রাহ্মণকে ভাল করিয়া খাওয়াইয়া, একটি করিয়া বাটি, কাপড়, চাদর দক্ষিণা দিবে।

সেঁজুতি ব্রত

পূজার মন্ত্র :—

১নং যেখানে প্রদীপ জ্বালিয়া বসাইয়া দিবে, তার পর দূর্ব্বা দিবে, মন্ত্র বলিবে :

সাঁঝ পূজন সেঁজুতি।
ষোল ঘরে ষোল ব্রতা।
তার একঘরে আমি ব্রতী।
ব্রতী হয়ে মাগি বর।
ধনে পুত্রে বাড়ুক বাপ-মার ঘর॥

২নং এর নীচে দূর্ব্বা দিয়া বলিবে :

হে হর শঙ্কর দিনকর নাথ।
কখনও না পড়ি মূর্খের হাতে।

৩নং :—

দোলায় আসি দোলায় যাই।
সোনার দর্পণে মুখ চাই॥
বাপের বাড়ীর দোলাখানি
শ্বশুর বাড়ী যায়।
আসতে যেতে দোলাখানি
ঘৃত মধু খায়॥

৪নং দূর্ব্বা দিয়া বলিবে :—

কোড়ার মাথায় ঢালি মউ।
আমি যেন হই রাজার বউ॥

কোঁড়ার মাথায় ঢালি চিনি।
আমি যেন হই রাজার রাণী॥
কোঁড়ার মাথায় ঢালি ঘি।
আমি যেন হই রাজার ঝি॥

৫নং বেগুন গাছ :—

বেগুন পাতা চলা চলা।
মায়ের কোলে সোণার তোলা॥
হেন মা পুত বিওলি।
শুভক্ষণে রাত পোহালি॥

কোথাও বলে :—

গৌর গৌর গৌর চেপটান পাতা।
মার মা বিয়োয যেন সোণা হেন বেটা॥

৬নং শর গাছ :—

শর শর শর, আমার ভাই গাঁয়ের বর।
বর বর ডাক পড়ে গুয়ো গাছে গুয়ো ফলে,
আমার ভাই চিবিয়ে ফেলে,
অন্যের ভাই কুড়িয়ে গেলে॥

৭নং বেনা গাছ :—

বেনা বেনা বেনা।
আমার ভাই গাঁয়ের সোণা॥

সেজুতি ব্রত

সোণা সোণা ডাক পাড়ে ॥
গা গুচি গুয়ো পড়ে ॥
আমার ভাই চিবিয়ে ফেলে।
অন্যের ভাই কুড়িয়ে গেলে।

৮নং বাঁশের কোড়া —

বাঁশের কোড়া, রূপের ঝোড়া।
বাপ রাজা, ভাই প্রজা॥

৯নং গঙ্গা যমুনা :—

গঙ্গা যমুনা গোড় হই,
সাত ভাইয়ের বোন হই,
সাবিত্রীর সমান হই
গঙ্গা যমুনা পূজান।
সোণার থালে ভোজান॥
সোণার থালে ক্ষীরের নাড়ু
শাঁখের আগে সুবর্ণের খাড়ু,

(খাবার কোথা? বলে, আমার যেন হয় শাঁখার আগে সোণার খাড়ু।)

১০নং গুয়ে (সুপারি) :

গুয়ো গাছ সুপারি গাছ,
ঝুটি ধরে মাজা।
বাপ হয়েছেন দিল্লীশ্বর,
ভাই হ'য়েছেন রাজা॥

১১নং চন্দ্র ও সূর্য্য :—

চন্দ্রসূর্য্য পূজ্যন।
সোণার থালে ভোজ্যন ॥
সোণার থালে ক্ষীরের নাড়ু
শাঁখের আগে সুবর্ণের খাড়ু ॥

(কোথাও বলিয়া থাকে, "আমার যেন হয় শাঁখা সোণার খাড়ু।")

১২নং হাট-ঘাট :—

হাট-ঘাট পূজ্যন।
সোণার থালে ভোজ্যন ॥

(তারপর সব ১১নং-এর মত বলিবে)

১৩নং গোয়ালঘর :—

গোয়ালঘর পূজ্যন।
সোণার থালে ভোজ্যন ॥

(১২নং-এর মত বলিবে)

১৪নং অশ্বত্থ গাছ :—

অশ্বত্থ তলায় বাস করি।
সতীন কেটে আল্‌তা পরি ॥
সাত সতীনের সাত কৌটা।
তার মাঝে আমার এক অব্‌ভরের কৌটা ॥
অব্‌ভরের কৌটা নাড়ি চাড়ি।
সাত সতীনকে পুড়িয়ে মারি ॥

১৫নং বঁটি :—

বঁটি বঁটি বঁটি।
সতীনের শ্রাদ্ধের কুটনো কুটি॥

১৬নং খ্যাংরা :—

খ্যাংরা খ্যাংরা খ্যাংরা।
সতীনকে ঝেঁটিয়ে করবো দিশেহারা।

১৭নং শিব মন্দির :

হে হর মাগি বর।
স্বামী হোক রাজেশ্বর।
সতীন হোক দাসী
বছর অন্তর একবার কোরে
বাপের বাড়ী আসি॥

১৮নং আতাপাতা :—

আতাপাত কুল দেবতা।
সিঁথেয় সিঁদুর, পায়ে আলতা।

১৯নং নাট-মন্দির :—

নাট মন্দির বাঙ্গালা বেড়া
দোরে হাতী, বাইরে ঘোড়া
দাস দাসী, গো মহিষী,
গিন্নি আশে পাশে।

রূপ যৌবন সদাই সুখী
স্বামী ভালবাসে ॥

(কোথাও ইহার পর বলে, "সরু ধানে, কালো পুতে, জন্ম যেন যায় মোর এয়োতে।")

২০নং পাকা পান :—

পাকা পান মর্ত্তমান।
আমার স্বামী নারায়ণ ॥
যদি যান পাসুরে।
তবে দিও সুমুরে ॥

(কোথাও বলিয়া থাকে—"আমসত্ত্ব পাকা পান। আমার সোয়ামী নারায়ণ। যখন যাবে রণে, নিরাপদে ফিরে আসেন যেন ঘরে।")

২১নং ত্রিকোণা প্রদীপ :—

ত্রিকোণা প্রদীপ চৌকোণা আলো।
অমুক দেবী ব্রত করে, জগতের আলো ॥

(অমুক দেবীর স্থলে যে পূজা করবে, তার নাম বলতে হয়।)

(কেহ কেহ আবার বলে, "জগতের ভালো।")

২২নং হাতে পো, কাঁকে পো :—

হাতে পো, কাঁকে পো,
পৃথিবীতে আমার যেন না পড়ে লো।

২৩নং ঢেঁকি :—

ঢেঁকি পড়ন্ত গাই বিয়ন্ত উনুন জ্বলন্ত।
কালো ধানে রাঙা পুতে।
জন্ম যায় যেন এয়োস্ত্রীতে ॥

জয়দেব জয়াবতী পুষ্পরথে চড়ে স্বর্গে চলে গেল।

২৪নং খাট পালঙ্ক :—

খাট পালঙ্ক, লেপ দোলঙ্গ, গির্দ্দে আশে পাশে।
রূপ-যৌবন, সদাই সুখী, স্বামী ভালবাসে॥
পাড়া পড়শী, প্রতিবাসী, মৌ বর্ষে মুখে।
জন্ম এয়োতী পুত্রবতী, জন্ম যায় সুখে॥

২৫নং ধাতা কাতা :—

ধাতা কাতা বিধাতা তুমি দাও বর।
আমার যেন স্বামী হয় রাজ-রাজেশ্বর॥

(কোথাও আবার বলে, "আমার জন্য খুঁজে রাখ সভা-সুন্দর বর।")

২৬নং আম কাঁটালের পিঁড়ি :—

আম কাঁটালের পিঁড়িখানি ঘি ঝর ঝর করে।
আমার ভাই অমুক সেই বস্‌তে পারে॥

(কোথাও বলে, "তেল কুচ্‌কুচ্‌ করে, আমার ভাই অমুক সেই বসতে পারে।")

২৭নং ঘি ও চন্দনের বাটি :—

ঘি চন্দন দিয়ে পূজি অভিলাষে।
বেনারসী শাড়ী পরি যেন রাত্রিবাসে॥

(আবার কোথাও বলে, "চন্দনের বাটি ঘি বাটি বিলাস, পাট কাপড়খানি রাত্রিবাস।")

২৮নং পিটুলির সব রকম গহনা :—

বালা, অনন্ত, হার, মাকড়ী, নথ—এই রকম যে সব আঁকিবে, প্রত্যেকের নাম করিয়া দূর্ব্বা দিয়া পূজা করিবে।

আমি দিই পিটুলীর বালা।
আমার হোক সোণার বালা ॥
আমি দিই পিটুলীর নথ।
আমার হোক সোণার নথ ॥

এই রকম সব নাম করিয়া পূজা করিবে।

২৯নং রান্নাঘর :—

রান্নাঘরে পূজ্যন।
সোণার থালে ভোজ্যন ॥
সোণার থালে ক্ষীরের লাড়ু।
শাঁখের আগে সুবর্ণের খাড়ু ॥

৩০নং ঢেঁকি কর্কটি :—

ঢেকি লো কক্কটি
তোর শো হাটে ঘাটে।
আমার শো ছাপর খাটে ॥

(কোথাও বলিয়া থাকে, "ঢেঁকি লো কর্কটি। তোর শোয়া হাটে বাটে, আমার শোয়া ছাপর খাটে!")

৩১নং আর্শী :—

আর্শী আর্শী আর্শী।
আমার স্বামী পড়ুক ফার্সী ॥

৩২নং উদ্‌বেড়ালী :—

উদ্‌বেড়ালী উৎখা
স্বামী রেখে সতীন খা।

(কোথাও বলে, "উদ্‌বেড়ালী ক্ষুদ খায়। স্বামী রেখে সতীন খায়।")

৩৩নং বেড়ি :—

বেড়ি বেড়ি বেড়ি।
সতীন বেটী চেড়ী॥

৩৪নং হাতা :—

হাতা হাতা হাতা।
খা সতীনের মাথা॥

(কোথাও বলে, "বেড়ি বেড়ি বেড়ি। সতীন অবাগী চেড়ী। আর হাতা হাতা হাতা। খাই সতীনের মাথা।")

৩৫নং পাখী :—

পাখী পাখী পাখী
সতীনকে গঙ্গা নিয়ে যায়,
আমি ঘাটে বসে দেখি॥

(কোথাও বলিয়া থাকে, "পাখী পাখী পাখী, নীচেয় ম'লো সতীন, আমি উপরে থেকে দেখি।")

৩৬নং কুলগাছ :—

কুলগাছটি ঝেঁকড়ী।
সতীন বেটী কেঁকড়ী॥

(আবার কোথাও বলে, "কুলগাছটি ঝেঁকুড়া। সতীন আবাগী খেঁকুড়া॥ ঢেঁকিশালে শুলো। আর ঠুস্ করে মলো॥")

৩৭নং কাজল লতা :—

কাজল লতা, কাজল লতা বাসর-ঘর।
দাও মা মেলানি যাই শ্বশুর-ঘর॥

৩৮নং নক্ষত্র :—

যতগুলি নক্ষত্র ততগুলি ভাই।
বাসোয়া পূজো করে ঘরে চলে যাই।

(কোথাও আবার বলে, "যতগুলি নক্ষত্র ততগুলি ভাই। নক্ষত্র পূজো করে ঘরে ফিরে যাই।") "বাসোয়া"—মানে শিবের ষাঁড়।

৩৯নং সিঁদুর চুবড়ি :—

সিঁদুর-চুবড়ি পূজন।
সোনার থালে ভোজন।
সোনার থালে ক্ষীরের লাড়ু।
শাঁখের আগে সুবর্ণের খাড়ু।

৪০নং পানের বাটা :—

পানের বাটা পূজন
সোনার থালে ভোজন।
(পূর্বো ন্যায়)

৪১নং শাঁখ :—

শাঁখ সেওলা গাছ নেওলা।
বাপ রাজা, ভাই বাদশা॥

সেঁজুতি ব্রত

৪২নং ময়না পাখি :—

ময়না ময়না ময়না ।
সতীন যেন হয় না ।।

৪৩নং দশপুতুল :—

এক একটি পুতুলে দূর্বা দিয়া বলিবে :—

২। এবার মরে মানুষ হব, রামের মত পতি পাব।
১। ,, ,, ,, ,, লক্ষ্মণের মত দেবর পাব।
৩। ,, ,, ,, ,, দশরথের মত শ্বশুর পাব।
৪। ,, ,, ,, ,, কৌশল্যার মত শাশুড়ী পাব।
৫। ,, ,, ,, ,, সীতার মত সতী হব।
৬। ,, ,, ,, ,, কুন্তীর মত পুত্রবতী হব।
৭। ,, ,, ,, ,, দ্রৌপদীর মত রাঁধুনী হব।
৮। ,, ,, ,, ,, পৃথিবীর মত ধীর হব।
৯। ,, ,, ,, ,, গঙ্গার মত শীতল হব।
১০। ,, ,, ,, ,, ষষ্ঠীর মত জেঁওজ হব।

৪৪নং পাখী :—

সো পাখী সো পাখী
আমি যেন হই জন্মসুখী।

৪৫নং ইন্দ্র :—

ইন্দ্র, পূজি জুড় হয়ে সাত ভায়ের বোন হয়ে।

নিসোতা নিলপতি।
সাত ভাইয়ের বোন পুত্রবতী ॥
আলো ধানে কালো পুতে।
জন্ম যায় যেন এয়োশীতে ॥

৪৬নং তেরাজ :—

তেরাজ আমার তিন কুলে।
এক তেরাজ বাপ মার ॥
এক তেরাজ শ্বশুর শাশুড়ীর।
অন্য তেরাজ আমার স্বামীর ॥

৪৭নং খট্বা-ডুমুর :—

খট্বা-ডুমুরের মত নাজাখানি।
আমি যেন হই স্বামী-সোহাগিনী ॥

৪৮নং ধানের মরাই :—

আমি দিই পিটুলির গোলা।
আমার যেন হয় সত্যিকারের গোলা ॥

৪৯নং তালগাছ :—

তালগাছেতে বাবুই বাসা।
সতীন মরে দেখতে খাসা ॥

৫০নং থুথু ফেলা :—

থুতকুড়ী থুতকুড়ী।
সতীন বেটী আঁটকুড়ী ॥

৫১নং থৌ :—

থৌ, থৌ, থৌ, থৌয়ে দিলাম মউ।
আমি যেন হই রাজার বউ ॥
থৌ, থৌ, থৌ, থৌয়ে দিলাম ঘি।
আমি যেন হই রাজার ঝি ॥
থৌ, থৌ, থৌ, থৌয়ে দিলাম চিনি।
আমি যেন হই রাজার রাণী ॥

সমস্ত পূজার দূর্বাগুলি কুড়াইতে কুড়াইতে এই মন্ত্র বলিবে :—

অরুণ ঠাকুর বরণে।
ফুল ফুটেছে চরণে ॥
যখন ঠাকুর-আজ্ঞা পাই।
ফুল কুড়িয়ে ঘরে যাই ॥

(কেহ কেহ বলে, "যখন ঠাকুর মনে করেন, সব ফুলগুলি কুড়িয়ে তোলেন .")

তারপর ঐ সমস্ত দূর্বাগুলি ৫২ নং কুঁচ্‌কুঁচুতীর উপর রাখিয়া এই মন্ত্র বলিবে আর দূর্ব্বা দিয়া ঘষিবে : –

৫২নং কুঁচ্‌কুঁচুতী : –

কুঁচ্‌কুঁচুতী কুঁচুই বোন।
কেনরে কুঁচুই এতক্ষণ ?
মোহর এল ছালা ছালা।
তাই তুল্‌তে এত বেলা ॥

কুঁচ্‌কুঁচুতী কুঁচুই বোন।
কেনরে কুঁচুই এতক্ষণ ?
টাকা এল ছালা ছালা।
তাই তুল্‌তে এত বেলা ॥

ধান এল ছালা ছালা।
তাই মাপতে এত বেলা॥

চাল এল ছালা ছালা।
তাই তুলতে এত বেলা॥

এই রকম করিয়া সব জিনিসের নাম করিয়া ঘষিবার পর দুর্বাগুলি একটি কলসীর মধ্যে রাখিয়া দিবে, কেননা এগুলি পৌষমাসে দরকার হইবে।

কোথাও কোথাও মেয়েরা বলে :—

সাঁজ সেঁজুতি করি নতি।
আমার হ'ক ধর্মে মতি॥

এই বলিয়া নমস্কার করে।

পৌষ মাসের তুঁষ-তুষলী ব্রত

ইহা অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তির দিন হইতে করিতে হয়, সারা পৌষ মাস ভোর করিতে হয়।

এই ব্রতে নূতন আলোচালের তুঁষ, এক রঙের কাল গাই-গরুর গোবর, সরষের ফুল, মুলার ফুল আর দূর্ব্বা চাই। মুলার ফুল সব দেশে দেয় না, কোথাও কোথাও দিয়া থাকে।

গোবরের সহিত তুঁষ মিশাইয়া বেশ করিয়া মাখিবে, তাহার পর ছ'বুড়ি ছ'গণ্ডা অর্থাৎ ১৪৪টা নাড়ু পাকাইবে। তাহার পর সেই নাড়ুর মাথায় পাঁচগাছি করিয়া দূর্ব্বা গুঁজিয়া দিবে এবং সমস্তগুলি একটি মাল্‌সায় বা ছোট ডিজ্ঞেলে রাখিবে।

কোন কোন দেশে সেঁজুতির দূর্ব্বা যাহা তুলিয়া রাখে, তাহা হইতে ৫ গাছি দেয়। পূর্ব্ববঙ্গে বলদ-গোরুর গোবরও দেয়।

নাড়ুর নিয়ম ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, কোথাও ৩১টি, কোথাও ৬২টি, আবার কোথাও ১৪৪টি করিয়া থাকে।

প্রথমে আসন পিঁড়ি হইয়া বসিবে। পূব বা উত্তর মুখে যাহারা ৩১টি করিবে তাহারা একটি, যাহারা ৬২টি করিবে তাহারা দুইটি, আর যাহারা ১৪৪টি করিবে তাহারা চারিটি করিয়া নাড়ু প্রত্যহ লইয়া পূজা করিবে। কোন কোন দেশে শনিবারে বা মঙ্গলবারে কেবল ৬টি করিয়া নাড়ু লইয়া পূজা করে।

নাড়ু হাতে লইয়া সরষের ফুল দিয়া হাতে করিয়া ধরিয়া নিম্নমন্ত্র বলিয়া পূজা করিবে। কোথাও বা মুলার ও সরষের ফুল দুই-ই দিয়া পূজা করে।

(১)

তুঁষ-তুষলী কাঁধে ছাতি।
বাপ মার ধন যাচাযাচি॥

স্বামীর ধন, নিজপতি।
বাপের ধন কান্না হাটি।
পুত্রের ধন পরিপাটি ॥

আবার কোথাও বলে :–

তুঁষ-তুষলীর কাঁধে ছাতি।
বাপের ধন যাতাযাতি ;
শ্বশুর শাশুড়ীর ধন, নিজপতি ॥

আবার কোথাও বলে :—

তুঁষ-তুষলীর কাঁধে ছাতি।
বাপ মায়ের ধন লাতিপাতি ॥
ভাইয়ের ধন লাসপাস।
স্বামীর ধন টগবগর।
পুত্রের ধন অতি ঝগড় ॥

(২)

ঘর করবো নগরে।
মরবো গিয়ে সাগরে,
জন্মাব উত্তম কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরে।

কোন কোন দেশে ইহার বদলে বলে :—

ঘর করবো নগরে।
মরবো গিয়ে সাগরে,
জন্মাব উত্তম ব্রাহ্মণ কায়স্থ ঘরে ॥

নেত ধুতি, নেত পাটি নেতেরে কানি বাস
ঘৃত দিয়া করি মোরা সুখে স্বর্গবাস ॥

আবার কোথাও কোথাও বলে :—

অষ্ট ধানের গোবর, নবান্নের তুষ,
দিয়া করব স্বর্গের উপর।

(২)

তুষলী গো রাই।
তুষলী গো মাই॥
তোমায় পূজিয়া আমি কি বর পাই।
অমর-গুরু বাপ ভাই।
ধন-সাগরে মা চাই।
রাজ্যেশ্বর স্বামী চাই॥
সভা আলো জামাই চাই।
সভা-পণ্ডিত ভাই চাই।
দরবার-শোভা বেটা চাই।
রূপ-বেঁটা ঝি চাই॥
সিঁথের সিঁদুর দপ্ দপ্ করে।
হাতের নোয়া ঝক্‌ঝক্ করে।
আলনায় কাপড় দলমল করে।
ঘটি বাটি ঝক্‌ঝমক করে॥
সিঁথের সিঁদুর, মরাইভরা ধান।
সেই যুবতী এই বর চান॥

ইহার পর নাড়ুগুলি একটা আলাদা হাঁড়িতে পূজা করা হ'য় [illegible] তুলিয়া রাখিবে।

কোন কোন দেশে নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিয়া নমস্কার করে :—

গৌরী গো মা।
তোমার কাছে মাগি বর,
স্বামীপুত্র নিয়ে যেন সুখে করি ঘর।

এইভাবে মাস ভোর পূজা করিবে। পৌষ মাসের সংক্রান্তির দিন যে ৪টি নাড়ু বাকী থাকিবে, [illegible] দূর্বা দিয়া পূজা [illegible] সেই হাঁড়িতে রাখিবে।

তারপর সেই দিন [illegible] ৫ [illegible] অর্থাৎ [illegible] [illegible] উনুনে চড়াইয়া দিবে। [illegible] [illegible] মন্ত্রপাঠ করিবে [illegible]

[illegible] কাটিয়া [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] নিম্নলিখিত মন্ত্র [illegible] :—

(১)

তুষলী গো বাই।
তুষলী গো মাই॥

পৌষ মাসের তুঁষ-তুষলী ব্রত

তোমায় পূজিয়ে আমি ছ'বুড়ি ছ'টা খাই।
ছ'বুড়ি ছ'টা ক্ষীরের নাড়ু ॥
শাঁখের আগে সুবর্ণের খাড়ু ॥

আবার কোন কোন দেশে বলে :—

তুঁষ-তুষলী
সুখে ভাসালি
আখা জ্বলন্তি।
পাখা চলন্তি ॥
চন্দন কাঠে রন্ধন ঘরে.
খাবার আগে তুঁষ পোড়ে ॥
খড়কের আগে ভোজন করে
প্রাণ সুখেতে, নতুন বসন্তে।
কাল কাটাব আমি জন্মান্তে!

খাওয়া হইয়া গেলে—সেই আগুনের হাঁড়ি বা মালসা মাথায় করিয়া লইবে, তারপর নিম্নমন্ত্র বলিতে বলিতে পুকুরে ভাসাইতে যাইবে।

(৫)

তুষলী গো রাই।
তুষলী গো মাই ॥
তোমার ব্রত ক'রে কিবা ফল পাই?
তোমার কল্যাণে খাই
ছ'বুড়ি ছ'গণ্ডা ক্ষীরের লাড়ু।
আমার যেন হয় সবার আগে সুবর্ণের খাড়ু ॥

ইহার পর ঘাটে নামিয়া নিম্নমন্ত্রে মাথা হইতে হাঁড়ি নামাইয়া জলে ভাসাইয়া দিবে।

(৬)

তুষলী গেল ভেসে।
আমার বাপ ভাই এল হেসে॥
তুষলী গেল ভেসে।
আমার শ্বশুর শাশুড়ী স্বামী পুত্র এল হেসে॥
তুষলী গেল ভেসে।
ধন দৌলত টাকা কড়ি এল হেসে॥

কোন কোন দেশে বলে :—

তুঁষ-তুষলী গেল ভেসে।
বাপ মার ধন এল হেসে।
তুঁষ-তুষলী গেল ভেসে।
আমার স্বামীর ধন এল হেসে।

এইরূপ বছর বছর পূজা করিবার পর, চার বছরের পর ব্রত উড়াইতে হয়।

ব্রাহ্মণকে পায়েস, ক্ষীরের লাড়ু, লুচি ও তরকারী দিয়া ভাল করিয়া খাওয়াইবে, [illegible] পাড়, চাদর ও একটি টাকা দক্ষিণা দিবে।

আর কোন কোন দেশে ব্রাহ্মণকে দিয়া নারায়ণ শিলা আনাইয়া পূজা ও হোম করিতে হয়, নারায়ণের পূজা ষোড়শোপচারে করাই উচিত, অভাবে পঞ্চোপচারে; এ বৎসর পূর্ব্বমত ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়া দক্ষিণা দিবে।

মেয়েদের ব্রত-কথা

পঞ্চম ভাগ

সধবা ব্রত-কথা

ইহাতে বিবাহের পর হইতে যে যে ব্রত সাধারণতঃ আমাদের দেশে করিয়া থাকে তাহাই দেওয়া হইল।

১। এয়ো-সংক্রান্তির ব্রত
২। ফল-গছানো
৩। গুপ্ত-ধন
৪। মধু-সংক্রান্তি
৫। নিত্য-সিঁদুর
৬। নিৎ-সিঁদুর
৭। সন্ধ্যা-মণি
৮। নখ ছুটের
৯। কলা ছড়া
১০। সোল কলা
১১। আদা হলুদ
১২। রূপ হলুদ
১৩। অক্ষয়-ঘট
১৪। অক্ষয়-সিঁদুর
১৫। অক্ষয়-কুমারী
১৬। অক্ষয়-ফল
১৭। আদর-সিংহাসন
১৮। সৌভাগ্য-চতুর্থী

মেয়েদের ব্রত-কথা

সধবা-কাণ্ড

কুমারীর ব্রতের পর বিবাহের বছর চৈত্র মাসের চৈত্র-সংক্রান্তির দিন হইতে এই ব্রত করিতে হইবে, সে বছর না পারিলে, পরের বছর হইতেও করিতে পারিবে।

"এয়ো সংক্রান্তির ব্রত"

এই চৈত্র সংক্রান্তি হইতে প্রতি সংক্রান্তিতে এক বছর ধরিয়া চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে উদ্যাপন করিতে হয়।

প্রথম বছর, অর্থাৎ যে বছর ব্রত লইবে সে বছরের চৈত্র-সংক্রান্তিতে একটি সধবাকে আনিয়া তাহার পা নিজের হাতে জল দিয়া ধুইয়া, গামছা দিয়া মুছিয়া আলতা পরাইয়া দিবে। পরে তেল লইয়া তাহার চুল বেশ করিয়া আঁচড়াইয়া সিন্দুর দিয়া দিবে। দুই হাতে দুইগাছি শাঁখা ও লোহা পরাইয়া দিবে, সধবাকে খাবার দিবে, সঙ্গে একটি আমসত্ত্ব ও পয়সা দিয়া প্রণাম করিবে।

এই হইল প্রথম সংক্রান্তি। তাহার দ্বিতীয় সংক্রান্তিতে ঐ রকম দুইজন সধবা, তৃতীয় সংক্রান্তিতে তিনজন, চতুর্থ সংক্রান্তিতে চারিজন, এইভাবে এক বছরে বারটি সংক্রান্তিতে বারজন, তার পরের বছর আসিলে যেই চৈত্র মাসের সংক্রান্তি হইবে, অমনি তেরজন সধবা হইবে। উদ্যাপনের নিয়ম:—

যেদিন উদ্যাপন হইবে সেদিন তেরজন সধবাকে একসঙ্গে বসাইয়া আগের মত এক এক করিয়া পা ধোয়াইবে, আলতা পরাইবে, মাথা আঁচড়াইয়া এক একখানি লাল শাড়ী পরাইবে, তাহার পর সকলকে লোহা কলসী দিবে।

শাঁখের ভেতর থেকে শঙ্খনাথ মাই খাচ্ছে।

এয়ো-সংক্রান্তির ব্রত

একসঙ্গে তেরজনের পাতা করিয়া মাছ-ভাত ও পায়স করিয়া খাওয়াইবে, তারপর প্রত্যেককে একটি করিয়া সিঁদুর চুপ্‌ড়ি, আলতা, মাথাঘষা ও দক্ষিণা দিবে। কিন্তু যাহাকে দিয়া প্রথম ব্রত লইয়াছ, তাহাকে একখানি গামছা, সোণার লোহা, সিঁদুর-কৌটা ও ষোল আনা দক্ষিণা অন্য বারজনের চেয়ে বেশী দিতে হয়।

ক্ষমতায় না কুলাইলে, অন্য বারজনকে কেবল খাওয়াইবে, বস্ত্র ও সিঁদুর-চুপ্‌ড়ি দিবে, কেবল দক্ষিণা দুই বা চারি-আনা দিবে, কিন্তু যাহাকে দিয়া লইয়াছ, তাহাকে সমস্তই দিতে হইবে।

ফল-গছানো

এই ব্রতও চৈত্র মাসের চড়ক-সংক্রান্তির দিন হইতে করিতে হয়। ইহা এক বৎসর করিলে হয় না, ইহা চারি বৎসর করিয়া উদ্যাপন করিবে।

প্রথম বছরে চৈত্র মাসের চড়ক-সংক্রান্তিতে একজন ব্রাহ্মণকে একটি সুপারী, একটি পৈতা, পয়সা ও মিষ্টান্ন দিয়া প্রণাম করিবে। বৈশাখ মাস ভোর রোজ একটি করিয়া ব্রাহ্মণকে এই ভাবে বৈশাখ মাসের সংক্রান্তি পর্য্যন্ত দিবে।

দ্বিতীয় বছরে সুপারীর বদলে কলা (পাকা রম্ভা), পৈতা, পয়সা ঐরূপ চৈত্র মাসের সংক্রান্তি হইতে রোজ একজন করিয়া বৈশাখ মাসের সংক্রান্তি পর্য্যন্ত দিবে।

তৃতীয় বছরে কলার বদলে আম, পৈতা, পয়সা ও মিষ্টান্ন দিবে।

চতুর্থ বছরে আমের বদলে ডাব, পৈতা, পয়সা ও মিষ্টান্ন দিবে।

তারপর সেই বছরের শেষে চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে চারিজন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইবে। খাওয়ানোর পর ক্ষমতা হইলে চারিজনকে কাপড় ও চাদর দিবে, নইলে যেজন ব্রাহ্মণকে দিয়া প্রথম বছরে প্রথম ব্রত লইয়াছিলে, সেই ব্রাহ্মণকে কাপড় চাদর, গামছা, জুতা, ছাতা ও পাখা দিবে। রূপার ডাব ও আম, সোনার সুপারী ও কলা চারিজন ব্রাহ্মণকে দিবে ও প্রত্যেককে ক্ষমতামত দক্ষিণা দিবে, কেবল যাহাকে দিয়া প্রথম ব্রত লইয়াছিলে তাহাকে একটি টাকা দিবে।

যাহাকে দিয়া প্রথম বছরে ব্রত লইয়াছিলে, সেই লোক যদি মরিয়া যায়, তাহা হইলে, তাঁহার ছেলে, কি তাহার বংশের কোন নিকট আত্মীয় যে থাকিবে, তাহাকে খাওয়াইয়া ঐ সমস্ত দিবে।

ব্রত করিবার সময় যদি অশৌচ হয়, তাহা হইলে, সেই কয় দিবসের নষ্ট ফল, পৈতা, পয়সা ও মিষ্টান্ন একসঙ্গে একদিনে ব্রাহ্মণকে দিতে পারা যায়।

কোন কোন দেশে চারিজন ব্রাহ্মণকে গামছা, খড়ম ও ছাতা দিয়া থাকে।

গুপ্তধন-ব্রত

এই ব্রত চৈত্র মাসের চড়ক-সংক্রান্তির দিন ব্রাহ্মণকে দিয়া লইতে হয় ও চারি বৎসর করিতে হয়।

চড়ক-সংক্রান্তির দিনে একজন ব্রাহ্মণকে আনিয়া, সন্দেশের মধ্যে বা অন্য কোন মিষ্টির মধ্যে দুয়ানি পুরিয়া দিয়া, পৈতাসহ দিবে। এই রকম রোজ রোজ একটি একটি নতুন ব্রাহ্মণকে বৈশাখ মাস ভোর দিয়া যাইবে।

দ্বিতীয় বছরে চড়ক-সংক্রান্তিতে দুয়ানির পরিবর্তে একটি সিকি বা চার আনা মিষ্টির মধ্যে পুরিয়া, বৈশাখ মাস ভোর, সংক্রান্তি পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণকে দিবে।

তৃতীয় বছরে, সিকির বদলে আট আনা বা আধুলি দিয়া আগের মত সারা বৈশাখ মাস ভোর ব্রাহ্মণকে দিবে।

চতুর্থ বছরে আধুলির বদলে একটি করিয়া টাকা ঐরূপ সন্দেশের মধ্যে দিয়া বৈশাখ মাস ভোর ব্রাহ্মণকে দিবে; বৈশাখের সংক্রান্তিতে চারিজন ব্রাহ্মণকে আনিয়া ভাল করিয়া খাওয়াইবে, প্রত্যেককে ধুতি, চাদর, পৈতা, হরীতকী ও ভোজন-দক্ষিণা দিবে, যদি না পার, তবে তিনজনকে ভোজন-দক্ষিণা দিবে; আর প্রথমে যাহাকে দিয়া ব্রত লইয়াছিলে, তাহাকে ধুতি, চাদর, গামছা, পৈতা, হরীতকী, ছাতি, খড়ম, পাখা ও একটি টাকা দিবে

মধু-সংক্রান্তি-ব্রত

এই ব্রত চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে লইবে এবং প্রতি সংক্রান্তিতে অর্থাৎ ১৪টি সংক্রান্তিতে এক বৎসর ভোগ করিবে।

চৈত্রের সংক্রান্তিতে একজন ব্রাহ্মণ, বৈশাখের সংক্রান্তিতে দুইজন, এইরূপ প্রতি সংক্রান্তিতে একটি করিয়া বাড়িবে।

একটি কাঁসা বা পিতলের অথবা পাথরের বাটি, আধ পোয়া মধু, একটি পৈতা, সামান্য মিষ্টান্ন, দক্ষিণা পয়সা বা এক আনি একজন ব্রাহ্মণকে দিয়া চৈত্র-সংক্রান্তিতে ব্রত লইতে হয়।

চৈত্র মাস হইতে আরম্ভ করিয়া পরের চৈত্র ১৩ মাস হইবে, তাহার পর বৈশাখের বিষ্ণুপদী সংক্রান্তিতে ১৪টি সংক্রান্তি হইবে। সেই দিন ১৩টি বড় বড় কাঁসার বাটি, না পারিলে পিতলের, তাও না পারিলে পাথরের বাটি, এক পোয়া হিসাবে মধু দিবে, আর একটি রূপার বাটি, তাহাতেও মধু দিবে। তারপর ১৪ জন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইবে তারপর ১৩ জনকে ১৩টি বাটিভরা মধু, পৈতা, হরীতকী, মিষ্টান্ন ও ভোজন-দক্ষিণা দিবে। আর ব্রত যাহাকে দিয়া প্রথম লইয়াছিলে, তাহাকে রূপার বাটিভরা মধু, পৈতা, হরীতকী, কাপড়-চাদর, জুতা, ছাতা ও একটি টাকা দিয়া ব্রত উজ্জাইবে।

নিত্য-সিঁদুর-ব্রত

চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে এয়োর পা ধোয়াইয়া দিবে, চুল আঁচড়াইয়া সিঁদুর পরাইবে, নখ চাঁচিয়া আলতা পরাইয়া দিবে। তারপর আস্ত পান দুটি, সুপারী দুটি ও কিছু মিষ্টান্ন আর পয়সা হাতে দিয়া নমস্কার করিবে। এই রকম চৈত্র হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ বৈশাখের সংক্রান্তিতে শেষ করিবে।

এই ব্রত এক বৎসর করিবে, চৈত্রের সংক্রান্তিতে একজন, বৈশাখে দুইজন, জ্যৈষ্ঠে তিনজন, এইরূপ চৈত্র আসিলে ১৩ জন হইবে। তারপর বৈশাখ মাসের সংক্রান্তিতে ১৪ জন সধবাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিবে, সবার পা ধোয়াইয়া দিবে, আলতা পরাইয়া দিবে, চুল আঁচড়াইয়া সিঁথেয় সিঁদুর পরাইয়া দিবে, তারপর সকলকে লালপেড়ে শাড়ী পরাইবে, লোহা-রুলী, সিঁদুর-চুপড়ি দিয়া পিঁড়িতে বসাইবে, তারপর ভাল করিয়া খাওয়াইবে। যাহাকে দিয়া প্রথম ব্রত লইয়াছিলে, তাহাকে সোণার লোহা ও রূপার সিঁদুর-কৌটা দিবে।

সকলকে যদি কাপড় দিতে না পার, তাহা হইলে যাহাকে দিয়া ব্রত লইয়াছিলে তাহাকেই দিবে, অন্যদের ভোজন-দক্ষিণা, আলতা, পান-সুপারী সিঁদুর-চুপড়ি, মাথাঘষা এই সব দিবে।

নিৎ-সিঁদুর-ব্রত

এই ব্রতও পূর্ব্বমত, তবে তিন বৎসর করিয়া চারি বৎসর বৈশাখ মাসের সংক্রান্তিতে উদ্‌যাপন করিতে হয়।

চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে এয়োদের কপালে সকাল বেলায় সিন্দুর দিবে, বৈকালে নানারকমের খাবার ও মিষ্টান্ন দিবে। এই রকম বৈশাখ মাসটা রোজ রোজ করিবে।

এইরূপে আবার চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে আরম্ভ করিবে। ঐ রকম বৈশাখ মাস ভর করিবে। তৃতীয় বৎসরও করা; চতুর্থ বৎসর আসিলে বৈশাখ ভোর করিয়া সংক্রান্তির দিন চারিজন এয়োকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়ে পা ধোয়াইবে, আলতা পরাইবে, পেট ভরিয়া নানারকম খাওয়াইবে, তারপর সকলকে লালপেড়ে শাড়ি, একগাছি নোহা ও কড়, রুলী, অনন্ত, সিঁদুর-চুপড়ি, আর্শি, চিরুণী, শাঁখা ও সিঁদুরের কৌটা দিবে। যদি না পার তবে কেবল দক্ষিণা ও সিঁদুর চুপড়ি, মাথাঘষা, আলতা ও মিষ্টান্ন দিবে, কিন্তু যাঁহাকে দিয়া প্রথম বৎসর ব্রত লইয়াছিলে, তাহাকে একখানি লালপেড়ে শাড়ী, সোণার লোহা, রূপার সিঁদুর-কৌটা, আলতা, মাথাঘষা, সিঁদুর চুপড়ি ও লোহা শাঁখা, আর্শি চিরুণী ও একটা টাকা দক্ষিণা দিবে।

সন্ধ্যামণির-ব্রত

এই ব্রত চৈত্র মাসের সংক্রান্তি হইতে বৈশাখ মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত করিতে হয়, প্রত্যহ সন্ধ্যা বেলায় করিবে।

চারি বৎসর এইরূপে ব্রত করিয়া আর করিবে না—ভাইয়ের বিবাহ হইলে—বর কনে যখন আনিবে সেই সময় ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া শেষ করিতে হয়।

সোনার তারা সাতটি ও রূপার তারা সাতটি গড়াইয়া বর-কনের হাতে দিবে। সেই দিন সন্ধ্যার আগে এক ঝারি বা এক ঘটী বা এক গাড়ু জল লইয়া ছাদের উপর দাঁড়াইয়া থাকিবে,—যেই একটি তারা উঠিবে—অমনি জল দিয়া গণ্ডী দিবে—যতক্ষণ না সাতটি তারা উঠে। সাতটি তারা উঠিবার পর জল রাখিয়া সেই গণ্ডীর ভিতর সিঁদুর দিয়া দুটি পুতুল আঁকিবে, তারপর দূর্বা দিয়া এই মন্ত্র বলিয়া পূজা করিবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সাতটি তারা না উঠে, ততক্ষণ কথা কহিবে না।

সন্ধ্যামণি কনক তারা
সন্ধ্যামণি জলের ঝারা
সন্ধ্যামণি কার বে?
সাত ভায়ের বোন যে॥
আলো ধানের বালপুতে।
জন্ম যায় যেন এয়োতে।

প্রথম চারি বৎসর ঐরূপ ছাদে উঠিয়া একটি তারা দেখিলে জলের গণ্ডী দিয়া সাতটি তারা উঠিলেই সিঁদুরে পুতুল আঁকিয়া দূর্বা দিয়া, ঐ মন্ত্রে পূজা করিবে।

নখ্ছুটের ব্রত

এই ব্রত চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের চতুর্থীতে লইতে হয়। এই ব্রত কুমারীরা ও সধবারা করিবে। কোথাও চারি বৎসর ব্রত করিয়া শেষ করে, আবার কোন কোন দেশে প্রথম বৎসরেই চারি বৎসরের এক সঙ্গে করিয়া শেষ করিয়া থাকে।

১। প্রথম—নাপ্তিনীর আবশ্যক, নাপ্তিনী না হইলে এই ব্রত হয় না।

২। মাঘের সংক্রান্তি হইতে ফাল্গুন মাস ভোর নখ কাটিবে না।

৩। চৈত্র মাস পড়িতে আর তৈল মাখিবে না, যতদিন ব্রত করা হয়।

৪। একখানি গামছা, পাঁচখানি হলুদ, পাঁচকড়া কড়ি, পাঁচটি পান, পাঁচটি সুপারী, পাঁচখানি বাতাসা আর মধু, পটল, দুধে-আল্তা, কাল রঙে ছোপান পাট ইত্যাদি।

চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের চতুর্থীতে একজন এয়োকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাড়ী আনিবে, নাপ্তিনীকে দিয়া তাহার নখ কাটিয়া, পায় ঝামা ঘষিয়া আলতা পরাইবে। নিজে ভাল সুগন্ধি তেল দিয়া চুল আঁচড়াইয়া সিঁদুর পরাইয়া দিবে, তারপর নূতন গামছা, ৫খানি হলুদ, কড়ি ৫কড়া, পান ৫টি, সুপারী ৫টি বাতাসা ৫খানি রাখিবে, তারপর সেই এয়োর পিঠের ময়লা তুলিয়া পুতুলের মত করিয়া রাখিবে, নিজের অর্থাৎ যে ব্রত করিবে, তাহার নখ কাটিয়া দিবে এবং চুলের ডগা হইতে একটু কাটিয়া দিয়া গামছায় বাঁধিবে, তারপর লালপেড়ে শাড়ী এয়োকে পরাইয়া পিঁড়িতে বসাইবে। মধু দিয়া তাহার পিঠে একটি পুতুল আঁকিবে।

একটি পটল লইয়া সেই পুতুলের চোখে ধরিয়া বলিবে :—

আমার যেন পটলের মতন পটলচেরা চোখ হয়।

তারপর এয়োর দু'পা দুধে-আলতায় ডুবাইয়া বলিবে :—

আমার যেন দুধে-আলতার মত বরণ হয়।

তারপর বেশ একটি ভাল পান লইয়া এয়োর মুখে চাপা দিয়া বলিবে :—

আমার যেন পানের মত মুখখানি হয়।

বেশ ভাল বাছিয়া পাকা কলা লইয়া এয়োর আঙুল মাপিয়া বলিবে :—

আমার যেন কলার মত আঙ্গুলগুলি হয়।

যে পাট ছোপান আছে, সেই পাট এয়োর মাথায় চুলের উপর ধরিয়া বলিবে :—

আমার যেন পাটের মত লম্বা আর ঘন কাল বেশমের মত কোঁকড়ান চুলের রাশি হয়।

তারপর সেইগুলি সব গামছার আর এক খেঁটে বাঁধিবে। এই রকমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসর করিবে।

এয়োকে খাইতে দিবার বিধি :—

প্রথম বারে খটকড়াই মুড়কী
দ্বিতীয় বারে খই দই,
তৃতীয় বারে চিঁড়ে মুড়কী,
চতুর্থ বারে লুচি, মাছ, তরকারী।

ইহার সঙ্গে পেটভরা মিষ্টান্ন ও নানারকম ফল দিবে। যখন খাইতে বসিবে তখন প্রদীপ জ্বালিয়া দিবে। খাওয়া হইয়া গেলে লোহা, কড়, সিঁদুর-চুপড়ি, গামছা, আলতা, মাথাঘষা, আর্শি, চিরুণী, পাখা ও একটি টাকা দিবে। আহার হইয়া গেলে সেই প্রদীপ মাথায় করিয়া জলে ডুবাইতে হয়। ঘৃতের প্রদীপ দেওয়াই প্রশস্ত, অভাবে তৈলের।

চতুর্থ বর্ষে চারিজন এয়োকে বাটীতে আনিয়া মুখোমুখি করিয়া বসাইয়া নাপ্তিনীকে দিয়া কামাইয়া তেল মাখাইয়া স্নান করাইবে; তারপর আলতা পরাইয়া চারিজনকে ভাল লালপেড়ে শাড়ী পরাইয়া পিঁড়ি পাতিয়া চার কুড়ে, অর্থাৎ দক্ষিণ, পূর্ব্ব, উত্তর ও পশ্চিমমুখে বসাইয়া আগেকার মত চারিখানি গামছায় ঐ সমস্ত আলাদা রাখিয়া এক এক জনের পিঠের ময়লা তুলিয়া পুতুল গড়িয়া জলে দিয়া চোখ মাপিয়া সব ঠিক মত করিবে; তারপর চারিজনকে ভাল করিয়া খাওয়াইবে। তারপর আবার প্রত্যেককে একখানি করিয়া শাড়ী, গামছা, নোয়া, কড়, শাঁখা, সিঁদুর-চুপড়ি, আরশি, চিরুণী, পান, সুপারি, আলতা, মাথাঘষা ও ষোল আনা দক্ষিণা দিবে। তারপর সেই জ্বলন্ত প্রদীপ মাথায় লইয়া পুকুরে বা নদীতে ডুব দিবে।

কলাছড়া-ব্রত

চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিনে করিবে। সংক্রান্তির দিন এক ব্রাহ্মণকে (ভাল করিয়া) পাকা কলা এক ছড়া, পান, সুপারী, পৈতা, মিষ্টান্ন ও দক্ষিণা দিবে। সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যহ বৈশাখ মাস ভোর এক-এক জন ব্রাহ্মণকে, তার পরের বছরে আবার চৈত্র-সংক্রান্তিতে দুইজন করিয়া ব্রাহ্মণকে, ঐ রকম বৈশাখ মাস ভোর দিয়া তারপর তৃতীয় বৎসরে তিনজনকে, আর শেষ বৎসরে চারিজনকে দিয়া বৈশাখ মাসের সংক্রান্তিতে ব্রত উদ্যাপন করিয়া শেষ করিবে।

৪টি পৈতা, ৪টি হরীতকী, ৪টি পান, ৪টি সুপারী, ৩ ছড়া ভাল পাকা কলা, ১ ছড়া সোণার কলা, ৪ খানি কাপড় (ধুতি), ১ খানি গামছা, ১ খানি চাদর, ১টি ছাতা, ১ জোড়া খড়ম, ১ খানি পাখা, মিষ্টান্ন ও দক্ষিণা।

চারিজন ব্রাহ্মণকে বৈশাখ মাসের সংক্রান্তিতে বাড়ীতে আনাইয়া খুব ভাল করিয়া খাওয়াইবে। তারপর তিনজনকে একখানি করিয়া কাপড়, পৈতা হরীতকী, এক ছড়া কলা, মিষ্টান্ন, পান, সুপারী ও দক্ষিণা দিবে; আর যাহাকে দিয়া সর্ব্ব প্রথমে ব্রত লইয়াছিলে, তাহাকে কাপড়, চাদর, গামছা, খড়ম, এক ছড়া সোণার কলা, পাখা ও একটি টাকা দক্ষিণা দিবে। যদি সে মারা যায়, তবে তাহার বংশের ছেলে, ভাই বা যে কোন নিকট আত্মীয় থাকিবে, তাহাকেই দিবে।

ষোলকলা ব্রত

এই ব্রত এক বৎসর করিবে। চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে এক ছড়া (অখণ্ড) ১৬টি কলাশুদ্ধ লইয়া, একজন ব্রাহ্মণকে দিবে, তার সঙ্গে পৈতা, হরীতকী, মিষ্টান্ন ও দক্ষিণা দিবে।

বৈশাখ-সংক্রান্তিতে দুইজনকে, জ্যৈষ্ঠের সংক্রান্তিতে তিনজনকে, এই করিয়া চৈত্রের পর আবার বৈশাখের সংক্রান্তিতে ১৩ জনকে দিবে।

বৈশাখ-সংক্রান্তিতে ১৩ জন ব্রাহ্মণকে বেশ করিয়া খাওয়াইবে, তারপর ১২ ছড়া কলা, (প্রত্যেক ছড়ায় ১৬টি থাকা চাই) বারজনকে দিয়া সেই পৈতা, হরীতকী, পান ও দক্ষিণা দিবে। আর যাহাকে দিয়া প্রথমে ব্রত লইয়াছিলে, তাহাকে ১ ছড়া সোণার, অভাবে রূপার ১৬টি কলা গড়াইয়া দিবে ও সেই সঙ্গে কাপড়, চাদর, গামছা, পৈতা, হরীতকী, পান, সুপারী, মিষ্টান্ন ও একটি টাকা দিবে।

আদা-হলুদ-ব্রত

চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে করিবে। সংক্রান্তির দিন হইতে সারা বৈশাখ মাস ভোর একটি করিয়া এয়োকে ধান এক মুঠা, ধানে এক মুঠা, আদা ৫খানি, হলুদ ৫খানি, সন্দেশ বা রসগোল্লা ৫টি ও পয়সা ৫টি দিবে। এই রকম বৈশাখের সংক্রান্তি পর্যন্ত দিবে, পরের বৎসরও ঠিক এইরূপ দিবে, তৃতীয় বৎসরেও এইরূপ, চতুর্থ বৎসরে বৈশাখ মাসের বিষুপদী সংক্রান্তিতে চারিজন এয়োকে আনিয়া উত্তমরূপে আহার করাইবে ও প্রত্যেককে কাপড় (লাল শাড়ী), কড়, লোহা, সিঁদুর-চুপড়ি, মাথাঘষা, আলতা ও দক্ষিণা দিবে। কিন্তু যাহাকে দিয়া প্রথমে ব্রত লইয়াছিলে, তাহাকে লাল শাড়ী ও অন্যান্য সমস্ত অন্য তিন জনের ন্যায় দিবে। কেবল রূপার সিঁদুর-কৌটা, সোণার লোহা, পাথা, চিরুণী, আর্শি, একটি টাকা ও একখানি গামছা দিয়া ব্রত উদ্‌যাপন করিবে।

রূপ-হলুদ-ব্রত

(এই ব্রত করিলে খুব রূপ হয়)

এই ব্রতও আদা-হলুদের ন্যায় চারি বৎসর করিতে হয়।

চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে সকালে একজন এয়োর কপালে বাটা হলুদ ছোঁয়াইবে, বৈকালে তার কেশবিন্যাস করিয়া সিঁদুর পরাইবে, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা দিবে। এইরূপ সারা বৈশাখ মাস ভোর করিবে।

তারপরের বছর চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে দুইজন করিয়া, তৃতীয় বৎসরে তিনজন, আর শেষ বৎসরে চারিজনকে ঐরূপ চৈত্র-সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া বৈশাখ মাসের সংক্রান্তি পর্য্যন্ত করিয়া ব্রত উদ্যাপন করিবে।

শেষ-বছরের বৈশাখের সংক্রান্তির দিন চারিজন এয়োকে সকালে বাড়ীতে আনিয়া তাহাদিগকে তেল মাখাইয়া, চুল বাঁধিয়া দিবে, সিঁথিতে ও কপালে সিঁদুর দিয়া একখানি করিয়া নূতন শাড়ী পরাইয়া, পান করিয়া আহার করাইবে। পাকা কলা, দই, ক্ষীর, চিঁড়া, মুড়কি অথবা, সাধ্যমত হলুদ ছোপান গামছা, মিষ্টান্ন ও দক্ষিণা দিবে। কিন্তু কেবল যাহাকে দিয়া প্রথমে ব্রত লইয়াছিল, তাহাকে একখানা বড় হলুদ ছাপাইয়া দিবে; [illegible] সিঁদুর কৌটা, মালা, চিরুণী, পায়ে একটি টাকা দিবে।

অক্ষয়ঘট-ব্রত

এই ব্রত চারি বৎসর করিতে হয়। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন বড় কলসী অথবা তামার ঘট জলপূর্ণ করিবে, তাহাতে পঞ্চপল্লব অভাবে আমের ডাল ও ফুলের মালা, চন্দনের ও সিঁদুরের কৌটা দিবে। ঘটের মুখে সরায় করিয়া নানারকম ফল, মিষ্টান্ন, পৈতা, পয়সা, পাখা দিয়া একজন ব্রাহ্মণকে দিবে।

তার পরের বৎসর দুইজনকে দিবে, তৃতীয় বৎসর তিনজনকে, আর শেষ বৎসরে চারিজনকে দিয়া ব্রত শেষ করিবে।

শেষ বৎসরে চারিজনকে উপযুক্তরূপ আহ্বান করাইয়া বড় বড় চারিটি পিতলের কলসীতে জলপূর্ণ করিয়া আগের মত আমের ডাল, ফুলের মালা, চন্দনের ও সিঁদুরের কৌটা দিবে; কলসীর মুখে পিতলের সরায় নানারকমের ফল ও মিষ্টান্ন, পৈতা, পয়সা, পাখা ও একখানি করিয়া ধুতি দিয়া ব্রাহ্মণকে দিবে, আর সেই সঙ্গে একটি করিয়া টাকা দক্ষিণা দিবে।

যদি অবস্থা অতি হীন হয়, তাহা হইলে তিনজনকে মাটির কলসী ও সরা দিবে, কেবল যাহাকে দিয়া প্রথম বৎসরে ব্রত লইয়াছিলে, তাহাকে পূর্ব্বরূপ পিতলের সমস্তই দিতে হইবে।

অক্ষয়-কুমারী-ব্রত

(এই ব্রত করিলে ভগবতী সন্তুষ্টা হন।)

ইহা চারি বৎসর করিতে হয়। অক্ষয়-তৃতীয়ার দিন এক কুমারীকে আনিয়া পিঁড়িতে বসাইবে, তাহার পা ধোয়াইয়া আলতা পরাইয়া দিবে, একখানি রঙিন কিংবা লাল পাছা-পেড়ে কাপড় পরাইয়া চুল আঁচড়াইয়া দিয়েবেন, সিঁদুরের ও চন্দনের তিনটি ফোঁটা কপালে দিবে, তারপর বেশ যত্ন করিয়া তার মনের মত আহার করাইবে।

এই রকম দ্বিতীয় বর্ষে অক্ষয়-তৃতীয়াতে দুইজন, তৃতীয় বর্ষে তিনজন আর চতুর্থ বর্ষে চারিজনকে করিবে।

ঐ রকম অক্ষয়-তৃতীয়ার দিনে চারিজন কুমারীকে আনিয়া, পা ধোয়াইবে, আলতা পরাইয়া, চুল আঁচড়াইয়া কপালে চন্দন ও সিঁদুরের ফোঁটা দিয়া নূতন রঙিন কাপড় পরাইবে। শাঁখা, আলতা, মাথাঘষা, পাখা, আর্শি, চিরুণী দিবে, তারপর উত্তমরূপে আহার করাইয়া দক্ষিণা দিবে। যে কুমারীকে প্রথম বৎসরে করিয়াছিলে, তাহাকে কেবল একটি টাকা ও একখানি গামছা বেশী দিবে।

বউ ঘরের জানলা দিয়ে দেখলে শাশুড়ী শাঁখ হয়ে ঘুরছে।

অক্ষয়-সিঁদুর-ব্রত

ইহাও চারি বৎসর করিতে হয় ও অক্ষয়-তৃতীয়ায় লইতে হয়।

ইহাতেও প্রতিবৎসরে একজন করিয়া বাড়িবে, তবে ব্রাহ্মণের পরিবর্ত্তে একজন করিয়া সধবাকে করিতে হয়।

একজন এয়োকে সকালে অক্ষয়-তৃতীয়ার দিন সিঁদুর পরাইয়া কড়, লোহা এক বাণ্ডিল সিঁদুর, আলতা, পান, সুপারী, মিষ্টান্ন ও পয়সা দিবে।

এইরূপ দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষে করিবে, কেবল একজন করিয়া বাড়িবে।

চতুর্থ বর্ষে অক্ষয়-তৃতীয়ার দিন চারিজনকে বাড়ীতে আনাইয়া, পা ধোয়াইয়া দিবে, আলতা পরাইবে, কেশবিন্যাস করিয়া সিঁদুর পরাইবে, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা দিবে, নূতন শাড়ী পরাইবে, হাতে লোহা পরাইয়া তাহাতে সিঁদুর দিবে, তারপর উত্তমরূপে আহার করাইবে। আহারের পর প্রত্যেককে সিঁদুর-চুপড়ী, আলতা, মাথাঘষা, কলী ও কড় দিবে; কিন্তু যাহাকে দিয়া প্রথম বৎসরে ব্রত লইয়াছিলে, তাহাকে রূপার সিঁদুর-কৌটা, সোণার লোহা, আর্শি, চিরুণী, পাখা ও একটি টাকা দিবে। অন্য তিনজনকে দু' আনা, চার আনা যেমন সাধ্য সেইরূপ ভোজনদক্ষিণা দিবে।

অক্ষয়-ফল-ব্রত

এই ব্রত চারি বৎসর করিতে হয়।

অক্ষয়-তৃতীয়ার দিন প্রথম বৎসরে একজন ব্রাহ্মণকে ডাব (শীষ সমেত), আম, কলা, ডালিম ও বেল, ডালিম না পাইলে হরীতকী, এই পাঁচ ফল এবং পৈতা, মিষ্টান্ন ও দক্ষিণা দিবে; দ্বিতীয় বর্ষে ঐরূপ দুজনকে, তৃতীয় বর্ষে ঐরূপ তিনজনকে, আর শেষ চতুর্থ বর্ষে চারিজনকে দিবে।

অক্ষয়-তৃতীয়ার দিন চারিজন ব্রাহ্মণকে কাপড়, চাদর, পৈতা, ছাতা, খড়ম দিবে ও উত্তমরূপে আহার করাইয়া দক্ষিণা দিবে। যাঁহাকে দিয়া প্রথম যে ব্রত লইয়াছিলে, সেই ব্রাহ্মণকে ইহা, সোনার, রূপার ঐ পাঁচটি ফল গড়াইয়া দিবে ও একটি টাকা দক্ষিণা দিবে।

আদর-সিংহাসন-ব্রত

(এই ব্রত করিলে সকলের আদরিণী হয়)

এই ব্রত চারি বৎসর করিতে হয়। চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে একজন ব্রাহ্মণ ও একজন সধবাকে আনিবে। ব্রাহ্মণকে উত্তমরূপে ভোজন করাইয়া ধুতি, চাদর, খড়ম, ফুলের মালা চন্দন ও দক্ষিণা দিবে।

সধবাকে ভাল তেল দিয়া কেশ বিন্যাস করিয়া খোঁপা বাঁধিয়া দিবে, সিঁথেয় সিঁদুর দিয়া কপালে সিঁদুর ও চন্দনের ফোঁটা করিবে, গলায় ফুলের মালা দিবে, পায়ে আলতা পরাইয়া ভাল শাড়ী পরাইবে, তারপর উত্তমরূপে আহার করাইয়া ভোজন দক্ষিণা, লোহা, শাঁখা, সিঁদুর চুপড়ী, আর্শি, চিরুণী, আলতা, মাথাঘষা ও মিষ্টান্ন দিবে।

এইরূপ প্রাতে মধ্যাহ্নে সকলকে সকলে দিবে, আবার বৈকালে নারিকেল ও মিষ্টান্ন থালায় সাজাইয়া পাঠাইয়া দিবে।

কোন কোন দেশে দ্বিতীয় বর্ষে দুইজন ব্রাহ্মণ ও দুইজন সধবাকে করিয়া এক এক বৎসরে একজন বাড়াইয়া চারি বৎসর করিয়া থাকে।

চতুর্থ বর্ষে চারিজন সধবা ও চারিজন ব্রাহ্মণকে আনিয়া পূর্বরূপ গন্ধ, মাল্য, বস্ত্র, চাদর, ছাতা, পৈতা, গামছা, জুতা, খড়ম, মিষ্টান্ন ও এক টাকা করিয়া দক্ষিণা দিবে ও উত্তমরূপে ভোজন করাইবে, আবার বৈকালে নানারকম ফল মিষ্টান্ন, দুগ্ধ, ক্ষীর, দধি ও একটি করিয়া টাকা দক্ষিণা দিবে।

সধবাদের পূর্বরূপে খোঁপা বাঁধিয়া মাথা আঁচড়াইবে, সিঁদুর চন্দনের ফোঁটা দিবে, প্রত্যেককে ভাল চওড়া পেড়ে শাড়ী, গামছা, সিঁদুর-কৌটা, লোহা, কড়ে, কলসী, শাঁখা, মাথাঘষা, আলতা, আর্শি, চিরুণী, গন্ধদ্রব্য দিবে, দিনের বেলায় পরিতোষরূপে নানারকমের ব্যঞ্জন দিয়া আহার করাইবে, একটি করিয়া টাকা দক্ষিণা দিবে। আবার বৈকালে পেটভরা মত চারি জনকে নানারকম ফল, মিষ্টান্ন, দুগ্ধ, দধি, ক্ষীর ও একটি করিয়া টাকা পাঠাইয়া ব্রত শেষ করিবে।

সৌভাগ্য-চতুর্থী-ব্রত

এই ব্রত আশ্বিন মাসের দুর্গাপূজার যে চতুর্থী, সেই চতুর্থীতে করিতে হয় ও চারি বৎসর পর উদ্‌যাপন করিতে হয়।

ব্রত-কথা

এক রাজা ছিলেন, তাহার সো আর দো দুই রাণী ছিলেন। রাজা দো-রাণীকে মোটেই ভালবাসতেন না, এমন কি তার মুখ পর্য্যন্ত দেখতেন না।

রাজার এই রকম ব্যবহারে দো-রাণী মনের দুঃখে রাজবাড়ী ছেড়ে বাগানের গোয়াল-ঘরে গিয়ে রইলেন।

দো-রাণী পুরী থেকে চলে যাবার পরে সো-রাণী দিন কতক মনের সুখে রইল। বড়রাণীকে কেমন করে রাজ্যছাড়া করবে, সখীদের সঙ্গে সো-রাণী অনেক পরামর্শ করে একটা মতলব ঠিক করলে যে রাজাকে বলে বড়রাণীকে বনবাসে দেবে।

বড়রাণীকে রাজ্যের সবাই খুব ভক্তি-মান্য করত। রাজপুরীর দাস দাসীরা ছোটরাণীকে মোটেই দেখতে পারতো না।

যে দিন সো-রাণী ঐ রকম পরামর্শ কচ্ছিল, সেই সময় অন্য দাসীরা শুনতে পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বড়রাণীর কাছে গিয়ে সব বলে।

বড়রাণী সেই গোয়ালে ছেঁড়া মাদুরে, ছেঁড়া কাঁথা পেতে শুতেন, আর যা পেতেন, তাই একবেলা সিদ্ধ করে খেতেন, আর নিজের কপালে হাত দিয়ে নিজের দুঃখের কথা ভাবতেন, আর রাতদিন ভগবানকে ডাকতেন।

দাসীদের মুখে ঐ রকম কথা শুনে তাঁর প্রাণে বড় কষ্ট হল। সেদিন

আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের চতুর্থী, দিনের বেলায় তিনি কিছু বাঁধলেন না, ছেঁড়া মাদুরে উপুড় হয়ে শুয়ে কাঁদতে লাগলেন।

এই ভাবে সমস্ত দিন কেটে গেল সন্ধ্যা হল, তবু বড়রাণী উঠলেন না। ক্রমে রাত্রি হল। সমস্ত দিন উপবাসে শরীর দুর্বল হয়েছিল, তার উপর খুব কেঁদে ক্লান্ত হয়ে বড়রাণী ঘুমিয়ে পড়লেন। শেষ রাতে স্বপ্ন দেখলেন, যেন একটি পরমা সুন্দরী মেয়ে এসে তাঁর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে মধুমাখা কথায় বলছে, 'কেন দুঃখ করছিস্? আর কাঁদিসনি—তোর সব কষ্ট যাবে, আজ চতুর্থী ছিল ব্রত, ভোরবেলা তুই চতুর্থীর পারণ করবি, তাহলে সব দুঃখ যাবে।"

বড়রাণী স্বপ্নে বললেন "কি আর দুঃখ? তোমার মধুমাখা কথা শুনে আমার প্রাণ জুড়িয়ে গেল। পারণ করব কি করে? আমি ত নিয়ম জানি না।"

সেই মেয়েটি বলল, "দেখ, এই পাহাড়ের পেছনে ছাইগাদার উপর অনেক মানের গাছ হয়েছে, তার দুখানা পাতা কেটে আনবি। সেই পাতা দুখানা মুছে, একখানা পাতার উপর পিটুলির গোলা দিয়ে যত রকমের গয়না আছে আঁকবি, তারপর সেই পাতায় আলোচালের নৈবেদ্য সাজিয়ে দিবি, আর অন্য মানপাতায় ঘি দিয়ে সব রকম গয়না এঁকে তাতে চিনির নৈবেদ্য সাজিয়ে দিবি, তারপর ভক্তিভরে মা দুর্গাকে ডাকবি, মনে মনে তাঁর পূজা করবি। তারপর আলোচালের ভাত রেঁধে ঘিয়ে গয়না আঁকা মানপাতে রেখে মনে মনে দুর্গাকে নিবেদন করে সেই প্রসাদ খাবি, তারপর সেই পাতা এঁটো শুদ্ধ জলে ভাসিয়ে আঁচিয়ে উঠে আসবি। এই ব্রত কর, তাহলে তোর সব দুঃখ যাবে; যে এ ব্রত করে, তার চিরসৌভাগ্য হয়।"

ঘুম ভাঙতেই বড়রাণী 'দুর্গা দুর্গা' বলে উঠলেন, তারপর যেমন যেমন

স্বপ্নে শুনেছিলেন, সেই রকম পাতা এনে আলপনা দিয়ে ভোগ দিলেন, পাতা ভাসিয়ে আঁচিয়ে এলেন, এমনি করে তিন বছর কেটে গেল।

এদিকে রাজার রাজ্যে মারী-ভয় হল, ঘোড়াশালে ঘোড়া মরতে লাগলো, হাতীশালে হাতী মরতে লাগ্‌লো, চোরের উৎপাত হল।

বড়রাণীর কিন্তু যে কষ্ট যে দুঃখ তাই রইলো, তবু তিনি খুব ভক্তিভরে মা দুর্গাকে ডাকতেন আর ব্রত করতেন।

রাজপুরীতে ছোটরাণীর প্রতাপ খুব বেড়ে গেল, তার অত্যাচারে সবাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলো, দাস-দাসীরা অনেকে চাকরী ছেড়ে চলে গেল। দেখতে দেখতে রাজ্যের প্রজারা সব ক্ষেপে উঠলো।

এই রকম অবস্থা দেখে একদিন রাজা মন্ত্রীকে নিয়ে প্রজাদের অবস্থা দেখবার জন্য যেদিকে যান, সেই দিকেই শোনেন যে, বড়রাণীর সুখ্যাতি সবাই করছে, আর তাঁর জন্য হায় হায় করছে। কোথাও শুনলেন কেউ বলছে, "বড়রাণী রাজ্যের লক্ষ্মী ছিলেন, তিনি যদি না যেতেন, তবে কি এমন হত? আর এ রাজ্যে থাকবো না, যে রাজার রাজত্বে সে রাজ্যে থাকলেও পাপ হয়।" কোথাও শুনলেন যে, ছোটরাণীকে সবাই গালাগালি দিচ্ছে, অলক্ষ্মী বলছে। এই সব শুনে রাজার প্রাণে বড় কষ্ট হল। মন্ত্রী রাজাকে বুঝিয়ে বল্লে, "ধর্মাবতার, বড়রাণী মা রাজ্যের লক্ষ্মী ছিলেন, তাতে একটুও সন্দেহ নাই, তাঁর দয়া তাঁর গুণ, তাঁর মহিমা বলবার নয়, তিনি যাবার পরদিন থেকেই যত সব অশান্তি ও অনিষ্ট হচ্ছে।

রাজা ভাবতে ভাবতে রাজপুরীতে এলেন।

আবার আশ্বিন মাস এল, বড়রাণী ভক্তিভরে মা দুর্গার পূজা করে সেই রকম মানপাতায় গহনা ঢেকে, ভোগ দিলেন; তারপর গলায় আঁচল দিয়ে হাত জোড় করে কাঁদতে কাঁদতে দুর্গাকে স্তব কল্লেন। ভোগ দেবার পর সেই প্রসাদ খেয়ে পুকুরে মানপাতা ভাসিয়ে আঁচিয়ে

উঠে আসতে আসতে দেখলেন, কে যেন লতাকুঞ্জের পাশ থেকে তাঁর দিকে আসছে।

বড়রাণী সেদিকে আর না চেয়ে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে আসতেই দেখলেন, সুমুখে রাজামশাই দু'হাত দিয়ে পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছেন।

বড়রাণীর সঙ্গে চার চোখে মিলন হতেই বড়রাণী গলায় কাপড় দিয়ে টিপ্ করে পায়ের কাছে নমস্কার করলেন। রাজা আদর করে হাত ধরে তুলে চোখের জল মুছিয়ে রাজপুরীতে নিয়ে গেলেন।

বড়রাণী এসেছেন শুনে, আবার সবাই কাজ-কর্মে ফিরে এল, দাস দাসীরা সব খুসী হল, রাজ্যে সুবৃষ্টি হল, মারী ভয় গেল, রাজ্যে বড়রাণীর জয়-জয়কার হতে লাগলো। রাজ্য আবার শান্তিময় হল, সমস্ত অভাব, সমস্ত অশান্তি, সমস্ত আপদ দূর হল।

রাজা একদিন সভায় বসে ছোটরাণীকে সভায় ডাকিয়ে বল্লেন, "দেখ, তুমি দিন কতক আগে বড়রাণীকে রাজ্য ছাড়া করে বনবাসে পাঠাবার জন্য আমায় অনেক অনুরোধ করেছিলে, কিন্তু তখন আমি পারিনি; কিন্তু এখন আমি ঠিক করেছি যে সেখানে তোমাকেই আজ যেতে হবে, তুমি তোমার কাপড়-চোপড় সব ঠিক করে নাও।"

ছোটরাণী ভয়ে কেঁদে কেঁদে, মন্ত্রীদের নিকট ক্ষমা চাইলে, রাজার পায়ে লুটিয়ে পড়লো, কিন্তু তাতে কিছুই হল না—তিনি বল্লেন, "অলক্ষ্মী দূর না করলে, আমার রাজ্যে, আমার প্রাণে শান্তি হবে না।"

সেই দিনেই সৈন্যদের সঙ্গে ছোটরাণীকে বনবাস দিলেন।

বড়রাণী আবার আশ্বিন মাস আসতেই খুব ঘটা করে শুক্লা চতুর্থীতে, দুর্গাপূজা করলেন, আর সৌভাগ্য-চতুর্থীর ব্রতের মাহাত্ম্য রাজ্যময় প্রচার করে দিলেন। দেখতে দেখতে ব্রত কথা এ-রাজ্য সে-রাজ্য এমনি করে অনেক রাজ্যে প্রচার হয়ে গেল, সবাই ভক্তিভরে এই ব্রত করতে লাগলো।

মেয়েদের ব্রত-কথা

ষষ্ঠ ভাগ

বিবিধ খণ্ড

১। রালদুর্গা-ব্রত

২। মৌনী অমাবস্যার ব্রত

৩। জিতাষ্টমীর ব্রত

৪। বারমেসে অমাবস্যা-ব্রত

৫। মনসার ব্রত

৬। ইতুর ব্রত

৭। শিবরাত্রির ব্রত-কথা

৮। বিপত্তারিণী-ব্রত-কথা

রালদুর্গার ব্রত-কথা

একদিন চিত্রকূট পাহাড়ে বসে লক্ষ্মী-নারায়ণ পাশা খেলছিলেন, এমন সময় এক বুড়ো বামুন ঘাস তুলতে তুলতে সেখানে এসে হাজির হলো।

নারায়ণ তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, "ওহে, তুমি পাশা খেলতে জান?" বামুন বল্লে, "হ্যা প্রভু, খেলতে জানি।" তখন নারায়ণ বল্লেন, "আমায় যদি হারাও, তবে তোমায় কুটে আতুর করে দেবো।"

লক্ষ্মী বল্লেন, "আমায় যদি হারাও, তবে তোমাকে ভস্ম করে ফেলবো।" বামুন তখন বল্লে, "না, আমি ভস্ম হতে পারবো না, তার চেয়ে বরং কুটে হব।"

তারপর বামুন লক্ষ্মীকে খেলা ছেড়ে দিতে লাগলো, খানিক পরে নারায়ণ হেরে গেলেন। তখন নারায়ণ বামুনকে শাপ দিলেন, "যাও, কুটে আতুর হয়ে পাহাড়ের নীচে রাজপথে পড়ে থাক।"

বামুন তখন বল্লে, "দয়াময়! আমি এ ঘোর যাতনা থেকে উদ্ধার পাব কি করে?" নারায়ণ বল্লেন, "এদেশের রাজার মেয়ে দুর্গার ব্রতদাসী, তার নাম ইচ্ছামতী। সে যদি তোমাকে বিয়ে করে, তা হলে সব দুঃখ দূর হবে।"

সেই থেকে বামুন রাজপথ জোড়া করে, দিন রাত পড়ে থাকে। যত লোক সেখান দিয়ে যায় আসে, সবাই তাকে ডিঙিয়ে যায়। একদিন রাজকন্যা ইচ্ছামতী সেই পথ দিয়ে শিবপূজা করতে যাচ্ছে, বামুনকে দেখে তাকে সরে যেতে বল্লে। বামুন বল্লে, "আমাকে ত সবাই ডিঙিয়ে যায় তুমিও যাও না কেন?"

রাজকুমারী বল্লে, সবাই যায় বলে, আমি সে জন্যে বামুনকে ডিঙিয়ে যেতে পারি না। বামুন বল্লে, "আমি আর নড়তে পারবো না।"

রাজকন্যা পীড়াপীড়ি করাতে বামুন বল্লে, আমার কাছে একটা সত্যি কর।" রাজকুমারী বল্লে, "কি?"

বামুন বল্লে, "বল, তুমি আমাকে বিয়ে করবে?" রাজকুমারী তিন সত্যি করে বল্লে "হ্যাঁ, তোমাকে আমি বিয়ে করব।" তখন বামুন অতি কষ্টে একটু রাস্তা করে দিলে, রাজকন্যা শিবপূজো করতে গেল।

ইচ্ছামতী সেই দিনেই রাজাকে বল্লে, "স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করুন।" রাজা স্বয়ম্বর সভা করে দেশ-বিদেশ থেকে রাজা-রাজড়াদের নিমন্ত্রণ করে আনলেন।

কুটে বামুনও সেই স্বয়ম্বর সভার কথা শুনে, গড়াতে গড়াতে রাজসভার একপাশে এসে রইলো। রাজসভায় কত দেশের রাজা, রাজপুত এসেছে – রাজকন্যাকে বেশ করে সাজিয়ে গুজিয়ে রাজসভায় নিয়ে এসে হাজির কল্লে। তখন যে যার রূপ, গুণ, ধন যৌবন নিয়ে গর্ব্ব করতে লাগলো।

রাজকুমারী কারো দিকে না চেয়ে, যেখানে কুটে বামুন শুয়ে আছে, সেইখানে গিয়ে তার গলায় মালা দিলে: দিতেই সমস্ত রাজা রাজপুত্রেরা রাজকুমারীকে গালাগালি দিতে দিতে চলে গেল। রাজাও ভয়ানক রেগে গিয়ে মেয়েকে আর জামাইকে বনবাস দিলেন।

ইচ্ছামতী বনে গিয়ে অতি কষ্টে দিন কাটাতে লাগলো। একদিন আপনার মনে বসে বসে দুঃখ করছে, "আজ বার বৎসর এই কুটে স্বামীর সেবা করছি, তবুও এ কুট ভাল করতে পারলুম না। হায়, ভগবানের কি বিচার নেই!"

এমন সময় বামুন বল্লে, "ইচ্ছামতী, দেখত আমার গায়ে কি পড়লো!" ইচ্ছামতী গিয়ে দেখে, একটা গাছের পাতায় বাসদুর্গার ব্রতমাহাত্ম্য লেখা আছে, তাই দেখে রাজকুমারী ভারী খুসী হল।

তখন অগ্রহায়ণ মাসের অমাবস্যা আসতেই ইচ্ছামতী সাতের ধান, সাতের দূর্ব্বা দিয়ে, কলা গাছের মাজ পাতার অর্ঘ্য করে, সিঁদুর চন্দন, ওড়ফুল, জোড়া কলা, রক্তচন্দন, জবার মালা দিয়ে তাঁবার টাটে রেখে প্রতিদিন তাতে জল দেয় ফুল দেয়; এমনি করে এক পক্ষ গেল,

পূর্ণিমার দিন ষোড়শোপচারে রালদুর্গার পুজো ক'রে সতের মুঠো চালের গুলিসুলি খেলে।

অমনি করে আবার পৌষ-মাসের পূর্ণিমায় ঘট পেতে, রালদুর্গার পুজো করলে। তাঁবার ঘটে সূর্যোর পুজো করে সতের মুঠো চালের পায়স করে খেলে—মাঘ মাসে পুজো করে সতের মুঠো চালের দই-ভাত খেলে।

ফাল্গুন মাসে পুজো করে সতের মুঠো চালের পুলিপিঠে করে খেলে! ওড়ফুল, জোড়া কলা, রক্তচন্দন, জবার মালা, তাঁবার টাটে সূর্যাকে অর্ঘ্য দিয়ে পাত্র নিয়ে জলে ভাসালো।

সূর্যদেব আবির্ভূত হয়ে বল্লেন, "কি বর চাও?" ইচ্ছামতী বল্লে, "আমার কুটে স্বামীর কন্দর্পের মত চেহারা হোক।" সূর্যদেব "তথাস্তু" বলে চলে গেলেন।

দেখতে দেখতে কুটে বামুনের কন্দর্পের মত চেহারা হয়ে গেল।

তার পরের বছর ইচ্ছামতী আবার অগ্রহায়ণ মাস থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত রালদুর্গার ব্রত করলে। সূর্যদেব এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি বর চাও মা?" রাজকুমারী বল্লে, আমায় রাজার মত ধন-দৌলত, হাতি-ঘোড়া, বাড়ী বাগান দিন।" "তথাস্তু" বলে সূর্যদেব চলে গেলেন। দেখতে দেখতে রাজকুমারীর খুব বড় রাজার মত বাড়ী বাগান সব হল।

রাজকুমারীর কোন ছেলে না হওয়াতে তার পরের বছর আবার চার মাস রালদুর্গার পুজো করে সূর্যদেবের কাছে একটি পুত্র বর নিলে। দশ মাস দশ দিন পরে ইচ্ছামতীর একটি চাঁদের মত ছেলে হল।

ওদিকে রাজকুমারীর বাপ মেয়ে-জামাইকে বনে পাঠিয়ে দিয়ে আর কোন খোঁজ খবর নেননি, হঠাৎ একদিন মেয়ের খোঁজে লোক পাঠালেন। কোটাল ফিরে এসে বল্লে, "না সে বনে তারা কেউ নেই, সেখানে একজন খুব বড় রাজা বাস করেন।"

রাজা মেয়ের খোঁজে নিজে বেরুলেন, সেই বনে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "এ বন কার ?" সেখানকার লোকেরা বল্লে, "বুড়ো বামুনের।"

তারপর রাজা বড় বড় বাড়ী, মন্দির, পুকুর, নহবতখানা সব দেখিয়ে জিজ্ঞেস কল্লেন "এ সব কার ?" সবাই বল্লে "বুড়ো বামুনের।" তারপর রাজবাড়ীতে আসতেই রাজকন্যা বাপকে দেখতে পেয়ে বাড়ীর ভেতর নিয়ে গিয়ে বাপকে সমস্ত কথা বল্লে। বাপ শুনে খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেল, তারপর মেয়ে জামাই নিয়ে বাড়ী এল। রাজা আসতেই মা মেয়েকে আদর করে জামাইকে খুব যত্ন-আত্তি করলে।

তারপর মেয়ের মুখে বালদুর্গার মাহাত্ম্য শুনে, নিজে একটি ছেলের জন্য সেই ব্রত করলে দশ মাস দশ দিনে রাজকুমারীর একটি ভাই হল। ছেলেটি বড় হল, তার বিয়ে থা দিল, ইচ্ছামতীও ছেলের বিয়ে থা দিলে।

শেষকালে সবাই বল্লে, আর আমাদের পৃথিবীতে থাকবার দরকার নেই, এইবার স্বর্গে যাই চল।' এই বলে রাজা, রাণী, ইচ্ছামতী বুড়ো বামুন সবাই মিলে বালদুর্গার ব্রত ছেলে-পুলেদের শিখিয়ে দিয়ে, নিজেরা উঠানে আলপনা দিয়ে খুব ভক্তিভরে পূজো করে সূর্য্যের অর্ঘ্য দিলেন। তারপর লক্ষ্মী-নারায়ণের নাম করে পাত্র নিয়ে জলে ভাসালেন। লক্ষ্মী নারায়ণ এসে বল্লেন "কি চাই তোমাদের ?" সকলেই বল্লে, "আমাদের পৃথিবীর সুখভোগ হয়ে গেছে—আমাদের স্বর্গে নিয়ে চলুন।" তখন চারদিকে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগলো, স্বর্গ থেকে রথ এলো, সবাই তাতে চড়ে স্বর্গে গেলেন।

মৌনী-অমাবস্যার ব্রত-কথা

এক দেশে এক বিধবা বামুনী আর এক গয়লানী দুজনে সই পাতিয়েছিল। বিধবা বামুনীর একটি মেয়ে ছিল। স্বামী-পুত্র, ধন-ঐশ্বর্য্য কিছুই ছিল না।

গয়লানীর স্বামী পুত্র ধন-ঐশ্বর্য্য সব ছিল।

একদিন বিধবা বামনীর বাড়ীতে একজন অতিথি এসে ভিক্ষা চাইলে, তখন বামনীর মেয়েটি তাড়াতাড়ি এসে ভিক্ষা দিলে অতিথি যাবার সময় বার কতক আপনার মনে বলে, "হায়, এমন মেয়ের কপালে বৈধব্যযন্ত্রণ।" এই কথা বলে চলে গেল।

মেয়েও বাড়ীতে গিয়ে তার মাকে বল্লে 'মা, অতিথি আমাকে কি বলে গেল—আমি তা বুঝতে পারলুম না।' মা বল্লে 'জিজ্ঞেস করলিনে কেন' মেয়ে বল্লে, 'জিজ্ঞেস করবার আগেই হেঁকে চলে গেল।" মা বল্লে 'এবারে এলে আমাকে জানিয়ে ভিক্ষে দিবি।' মেয়েটি 'আচ্ছা' বলে চলে গেল

দিনকতক পরে আবার সেই অতিথি ভিক্ষে নেবার জন্যে সেই বাড়ীতে এলো। অতিথি আসতেই মেয়েটি মাকে গিয়ে বল্লে, 'মা, সেই অতিথি আবার এসেছে।' মা তাড়াতাড়ি ভাল করে সিধে সাজিয়ে মেয়ের হাতে দিয়ে পাঠিয়ে দিলে, আর নিজে সদর দরজার আড়ালে চুপ করে দাড়িয়ে রইলো। মেয়ে যখন ভিক্ষে দিচ্ছে, তখন অতিথি বল্লে, "হায় ভগবান! তুমি এমন সুন্দর মেয়ের কপালে কেন বৈধব্য লিখলে?"

বামুনী এই কথা শুনতে পেয়ে কাঁদতে-কাঁদতে অতিথির পায়ে এসে পড়লো। তখন অতিথি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলে, "কেন মা, তুমি কাঁদছ?'

বামনী বল্লে, "ঠাকুর! তুমি যে কথা বল্লে, সে কথা কি সত্যি হবে?"

অতিথি বল্লে, "হ্যাঁ মা সত্যি, বাসরঘরে এর স্বামী হঠাৎ মারা যাবে।"

বামনী তখন আরও কাঁদতে কাঁদতে বল্লে, "ঠাকুর! এর উপায় তোমায় করতেই হবে।" তখন অতিথি খানিকক্ষণ ভেবে বল্লে, "এর একমাত্র উপায়—যদি কেউ দয়া করে মৌনী-অমাবস্যার ব্রত-ফল দান করে, তাহলে জামাই আবার বাঁচবে—কিন্তু যে ঐ ব্রতের ফল দেবে, তার ভয়ানক অমঙ্গল হবে।"

এই কথা শুনে বামনী জিজ্ঞেস কল্লে, "তবে কি প্রভু, তার ভাল হবার কোন উপায় নেই?"

অতিথি বল্লে, "এই বনের ভেতর একজন বুড়ো গয়লানী আছে, তার মাথায় এক ভাঁড় দই ঢেলে দিয়ে, সেই সমস্ত দইটা যে আবার জিব দিয়ে চেটে সেই ভাঁড়েতে তুলবে, তার অমঙ্গল কেটে গিয়ে আবার মঙ্গল হবে।" এই কথা বলে অতিথি সেখান থেকে চলে গেল।

বামনী বসে বসে ভাবতে লাগলো—কার মৌনী অমাবস্যার সাতটি ব্রত-ফল আছে, আর কেই-বা নিজের অমঙ্গল করে আমার মেয়েকে দেবে?—এই সব ভাবতে ভাবতে বামনীর মনে পড়লো, গয়লানীর সাতটি ফল আছে—তাকে সন্তুষ্ট করতে পারলে, তবে সে ফল দিতে পারে। এই ভেবে রোজ ভোর বেলায় গিয়ে তার বাড়ী, ঘর-দোর সব ঝাঁট দিয়ে আসে।

গয়লানী রোজ সকালে উঠে দেখে, কে তার বাড়ী, ঘর-দোর সব পরিষ্কার করে দিয়ে যায়—কিছু ঠিক করতে পারলে না। তারপর একদিন খুব ভোরে উঠে লুকিয়ে রইলো। খানিক পরে দেখল—তার সই সেই বামনী এসে সব পরিষ্কার করছে। তারপর যখন সে চলে যাচ্ছে—তখন তাকে গিয়ে ধরে বল্লে, "একি সই, তুমি কেন এরকম করে আমার

বাড়ী ঘর পরিষ্কার কর? আমি হচ্ছি গয়লার মেয়ে, আর তুমি হচ্ছ বামুনের মেয়ে, তুমি এ রকম কল্লে আমার স্বামী-পুত্রের অকল্যাণ হবে।"

বাম্‌নী তখন কাঁদতে কাঁদতে সেই অতিথির সমস্ত কথা বল্লে। কেবল যে ফল দেবে তার অমঙ্গল হবে, আর তার কি করে ভাল হবে সে কথাটুকু বল্লে না।

গয়লানী সেই কথা শুনে তার সইকে বল্লে, "সেকি কথা সই! তোমার মেয়ে আর আমার মেয়ে কি ভিন্ন যে, তুমি আমার বাড়ী-ঘর পরিষ্কার করে আমাকে সন্তুষ্ট করতে যাচ্ছিলে?"

বাম্‌নী তখন বল্লে, "তোমাকে আমায় এ বিপদ্ থেকে উদ্ধার করতেই হবে—আমার মেয়ের বিয়ের রাত্রে বাসর-ঘরেই হঠাৎ আমার জামাই মরে যাবে, তুমি সেই সময় তোমার মৌনী-অমাবস্যার সাতটি ফল দিলেই, আমার জামাই বেঁচে উঠবে।" গয়লানী তাতে রাজী হল। বাম্‌নী মনের আনন্দে ঘরে ফিরে গেল।

ক্রমে মেয়ে বড় হল, চারিদিক থেকে খুঁজে পেতে বাম্‌নী একটি মনের মতন পাত্র ঠিক করে, মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিলে। বিয়ের রাত্রেই জামাই হঠাৎ মরে গেল; তখন গয়লানী তাড়াতাড়ি তার ফল এনে দিলে, দিতেই জামাই বেঁচে উঠলো—তারপর নির্ব্বিঘ্নে বিয়ে-থা সব চুকে গেল, যে যার বাড়ী গিয়ে শুয়ে পড়লো।

গয়লানী তার পরদিন সকালে উঠে দেখে, তার স্বামী-পুত্র মরে গেছে, টাকাকড়ি সব কোথায় উড়ে গেছে। তাই দেখে গয়লানী কাঁদতে কাঁদতে সইকে গিয়ে বল্লে, "সই, আমার সব গেছে।"

বাম্‌নী বল্লে, "সই তুমি কেঁদ না, আবার সবাই বেঁচে উঠবে। তুমি কেঁদ না, সবাই বেঁচে উঠবে এখনি, তুমি আমার সঙ্গে এক ভাঁড় দই নিয়ে এই বনের ভেতর চলো।"

গয়লানী তাড়াতাড়ি এক ভাঁড় দই নিয়ে বনের ভেতর গেল। বামনী সেখানে গিয়ে দেখলে, গাছতলায় একটা ভীষণ কুটে বসে আছে। বামনী গয়লানীকে তার মাথায় সব দইটা ঢেলে দিয়ে জীবে করে চেটে আবার ভাঁড়ে তুলতে বল্লে।

গয়লানী মনে কিছুমাত্র ঘৃণা না করে তাই কল্লে। অমনি কুটের শরীর ভাল হয়ে গেল; তখন সেই কুটে বামুন বল্লেন, আমি তোমাদের বার-ব্রতে বিশ্বাস আছে কিনা পরীক্ষা করবার জন্যে এ রকম ছলনা করলুম।" তারপর গয়লানীকে বল্লেন, "তোমার মৌনী-অমাবস্যার ব্রতের ফলে তোমার স্বামী-পুত্র সব বেঁচে উঠেছে, যেমন ধন-দৌলত ছিল সবই ঠিক আছে, আমিই সেই ব্রতের ফলদাতা নারায়ণ।"

তখন বামনী আর গয়লানী দুজনে বামুনের পায়ে লুটিয়ে পড়লো। বামুন তখন চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে তাদের দুজনকে দেখা দিয়ে বল্লেন, ধর্ম্মে মতি রেখো, আর ভক্তি করে বার-ব্রত করো, তাহলে আর কখনও কোন কষ্ট থাকবে না।" এই কথা বলেই তিনি অন্তর্দ্ধান করলেন।

দুই সই বাড়ী ফিরে এলো—গয়লানী দেখলে তার যেমন সংসার তেমনি আছে। বাড়ীতে যাবামাত্র ছেলে-মেয়েরা সবাই বল্লে, "মা, কোথায় গেছিলে?"

বাড়ীর সব লোক জিজ্ঞেস করলে—"কোথায় গেছিলে?" গয়লানী তখন সমস্ত কথা সবাইকে বল্লে। সবাই খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেল।

গয়লানী আর বামনী দুজনে কিছুকাল সুখে কাটিয়ে যে যার ছেলে-মেয়েদের ব্রতের কথা শিখিয়ে দিয়ে স্বর্গে চলে গেল। তাদের ছেলে-মেয়েরা ব্রত প্রচার করতে লাগলো।

বুড়ীকে প্রণাম ক'রে মাঠের মাঝখান দিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে

জিতাষ্টমীর ব্রত-কথা

এক দেশে শালিবাহন নামে একজন ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। রাজা রাণীর ছেলে-মেয়ে নেই বলে সব সময়ে দুঃখ করতেন। কত মাদুলী, কত কবচ, কত হোম, কত যাগ করলেন, কিছুতেই কিছু হল না। সেই জন্যে রাজা-রাণী অগাধ টাকা-কড়িতেও সুখ পেতেন না।

একদিন রাত্রে রাণী স্বপ্ন দেখলেন যে, হাঁসের পিঠে চড়ে কে একজন দেবতার মত বলছে, "দেখ, তুমি জিতাষ্টমীর ব্রত কর, তাহলেই তোমার ছেলে হবে।"

রাণী তার পরদিন ঘুম ভাঙতেই রাজাকে স্বপ্নের কথা সব বল্লেন। রাজা আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা অষ্টমীর দিন উঠোনে একটি ছোট পুকুর কাটিয়ে পুকুরের মাঝখানে কলাগাছ আর বেলগাছ পুঁতে, মটর ও ফলের নৈবেদ্য করলেন। রাজা-রাণী সমস্ত দিন উপোসী থেকে জিতাষ্টমীর পূজো করে একটি পুত্র আর একটি কন্যা বর চেয়ে নিলেন।

পুত্রটির নাম জীমূতবাহন আর কন্যাটির নাম সুশীলা রাখলেন। তারপর ছেলেমেয়ে বড় হলে বিয়ে দিলেন।...ছেলের বউয়ের যত ছেলেপুলে হয়, সব মরে যায়।

শাশুড়ী উঠোনে পুকুর কেটে জিতাষ্টমীর ব্রত করতো, তাই দেখে বউ ঠাট্টা করতো। সেই পাপেই বউয়ের ছেলেপুলে মরে যেতো।

এক বছর আশ্বিন মাসে শাশুড়ী উঠোনে পুকুর কেটে জিতাষ্টমীর পূজো করবার উদ্যোগ করছে, বউ বল্লে, "মা, এখনও কি তোমার ছেলেখেলা গেল না?"

শাশুড়ী বল্লে, "এস বউমা, তুমিও জিতাষ্টমীর পূজো করবে এসো;

তাহলে আর তোমার ছেলেপুলে মরবে না।" বউ হেসে বল্লে, "না মা, ও ছেলেখেলা করতে পারবো না।"

শাশুড়ী তখন সেই স্বপ্নের কথা বল্লে, তাই শুনে বউয়ের একটু ভয় হলো, তখন ভক্তি ক'রে শাশুড়ীর সঙ্গে জিতাষ্টমীর পূজো করলো।

তারপর বউয়ের আর ছেলে-মেয়ে মরলো না। জীমূতবাহন খুব ধুমধাম করে জিতাষ্টমীর ব্রত প্রচার করলে।

সেই থেকে জিতাষ্টমীর ব্রত দেশে দেশে প্রচার হলো।

বারমেসে অমাবস্যার ব্রত-কথা

এক দেশে এক গরীব বামুনের এক ছেলে ছিল। ছেলের ষোল বছর বয়স হলে বামুন দেখে-শুনে একটি ভাল মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দিলে।

তারপর ছেলেটি একদিন কাউকে কিছু না বলে কোথায় চলে গেল। তার বাপ, মা, বউ কেঁদে অস্থির হলো। সেই শোকে বামুন মারা গেল। বিধবা বামনী বউটিকে নিয়ে অতি কষ্টে কাল কাটাতে লাগলো।

একদিন একজন অতিথি এসে বল্লে, "মা, আমাকে একমুঠো ভাত খেতে দে।" বামনী ত তাড়াতাড়ি করে রান্নার উদ্যোগ করতে গেল। বউকে তেল দিয়ে আসতে বল্লে, বউ তেল দিয়ে এল। অতিথি তেল মেখে স্নান করে এসে বল্লে, "মা, তোমার ছেলের কাপড়খানা দাও, আমি পরব, আর তার খড়মটা দাও।" বামনী কাঁদতে কাঁদতে এনে দিয়ে বল্লে, "বাবা! আমি এগুলি রোজ ধুয়ে রেখে রাখি—তা তুমিই পর।"

ভাত খাবার সময় অতিথি বল্লে, "মা, তোমার ছেলের থালায় আমার ভাত দাও, ছেলের গেলাসে জল দাও, তা না হলে আমি খাব না।" বউ তখন ভারী রেগে গেল, তারপর বল্লে, "অতিথির আবার এত আবদার কেন? এতে দাও, ওতে দাও, না খাবে ত চলে যাক।"

বামনী বল্লে, "রাগ করো না বউমা! ও থাল-গেলাসে আর কে খাবে? অতিথিকে দাও, তাহলে সার্থক হবে।" বউ তখন কি করবে! থাল-গেলাস বার করে দিলে। অতিথি ভাত খেয়ে বল্লে, "মা, তোমার ছেলের ঘরে আমি শোব।" বামনী তাড়াতাড়ি ছেলের ঘর খুলে দিলে। অতিথি বিছানায় শুয়ে বল্লে, "মা, তোমার বউকে পাঠিয়ে দাও, আমার পা টিপে দেবে।" বামনী গিয়ে বউকে এই কথা বলতেই বউ ভয়ানক রেগে গিয়ে বল্লে, "না, আমি যাব না।"

বাম্‌নী তখন অনেক করে বুঝিয়ে বল্লে, "অতিথি রাগ কল্লে বড় অনিষ্ট হবে মা, যাও, পা টিপে দিয়ে এসো।"

বউ তখন আস্তে আস্তে ঘরে গেল, ঘরে যেতেই দোর বন্ধ হয়ে গেল। বাম্‌নী দোর ঠেলাঠেলি করতে লাগলো,—"বউ, দোর খোল" বলতে, বউ অনেক চেষ্টা করলে, কিছুতেই দোর খুলতে পারলে না। তখন অতিথি বল্লে, "তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? আমাকে চিন্তে পারছো না? আমি যে তোমার স্বামী।" বাম্‌নীর ছেলের নাম ছিল সূর্য্য। বউ তখন স্বামীর পদসেবা করতে লাগলো।

খানিক পরে বউকে সান্ত্বনা দিয়ে অতিথি চলে গেল। বউ তখন শাশুড়ীকে গিয়ে সব খুলে বল্লে, আরও বল্লে, "তিনি মাঝে মাঝে আসবেন, বলে গেছেন।"

বাম্‌নী তখন বামুনের উদ্দেশে খুব কাঁদতে লাগলো। পাড়ার লোকেরা এসে সব কথা জানতে পেরে গা টেপাটেপি করতে লাগলো।

মাঝে মাঝে সূর্য্য আসে, এসে খানিকক্ষণ থেকেই আবার চলে যায়। একদিন বাম্‌নী আস্তে আস্তে ছেলের পিছন নিলে। সূর্য্য খানিক দূরে গিয়ে ফিরে দেখলে, তার মা আসছে। তখন মাকে বল্লে, "কেন তুমি আসছো মা, ঘরে চলে যাও।" মা কেঁদে বলে, "না বাবা, তুই কোথায় থাকিস্ আমি তা দেখবো। আমি খেতে পাই না, পরতে পাই না, তুই পরের মেয়ে বিয়ে করেছিস, তাকে দেখিস্ না।"

সূর্য্য তখন এক কোঁচড় বড় বড় মুক্তো মার কাপড়ে ঢেলে দিয়ে বল্লে, "যাও মা, ঘরে যাও, এতে তোমার অনেক দিন চলবে।"

বাম্‌নী তখন কাঁদতে কাঁদতে মুক্তোগুলো নিয়ে বাড়ী চলে গেল, তার পরদিন উনুনে আগুন দিয়ে বউ মুক্তোগুলো সিদ্ধ করতে লাগলো। খানিক পরে দেখলো, মুক্তোগুলো সিদ্ধ হয়নি, তখন শাশুড়ীকে ডেকে বলে, "মা, এ কি

কড়াই মা, সিদ্ধ হল না, কি করি ?” মা বল্লে, “কড়াইগুলোকে নিয়ে খোলায় ভাজ, তা হলেই খাওয়া যাবে।”

বউ তখন তাই করলে, কিন্তু তাতেও খাওয়া গেল না। তখন হামান-দিস্তেতে কুটে খেতে গেল, তাতেও খাওয়া গেল না। শেষকালে আঁস্তাকুড়েতে ঢেলে ফেলে দিলে।

কিছুদিন পরে সূর্য্য আবার এলো, এসে দেখে মায়ের যেমন দুর্দ্দশা সেই দুর্দ্দশাই আছে। তখন মাকে জিজ্ঞাসা করলে, “সেগুলো কি করলে মা ?”

মা বল্লে, “বাবা, ও সেদ্ধ করে, ভেজে, হামানদিস্তেতে কুটে কিছুতেই খেতে পারলুম না, তাই সেগুলো আঁস্তাকুড়েতে ফেলে দিয়েছি।”

সূর্য্য তখন মা আর বউকে নিয়ে সেখানে গিয়ে দেখলে, অনেকগুলো গাছে সেই সব মুক্তা ফলে আছে।

তখন সূর্য্য মাকে বল্লে, “এগুলো খাবার নয়, বাজারে বিক্রি করে অনেক টাকা পাবে, তাইতে অনেক দিন চলবে।”

সূর্য্য এই কথা বলে চলে গেল। বামনী তখন সেই মুক্তো বেচে ঘর, বাড়ী, মন্দির, পুকুর সব সূর্য্যকুমারের নামে তৈরী করতে লাগলো।

তারপর আর একদিন সূর্য্য এলে বামনী দোরে চাবি দিয়ে দিলে, সূর্য্য তখন অনেক কাকুতি-মিনতি করতে লাগলো।

বামনী তিন-চার দিন দোর খুল্লে না, সেই তিন-চার দিন আকাশে সূর্য্যও উঠলো না। বামনী তখন বল্লে, “একি হল ? আকাশে রোদ নেই কেন ?” সূর্য্য বল্লে, “মা, আমাকে ছেড়ে দাও, তাহলেই আকাশে সূর্য্য উঠবে।”

বামনী বল্লে, “না বাবা, রোদ উঠে কাজ নেই।”

খানিক পরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর এসে বল্লেন, “মা, তোমার ছেলেকে ছেড়ে দাও।”

বাম্‌নী বল্লে, "তা ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু তোমাদের সঙ্গে আর যেতে দেবো না।"

তখন সূর্য্য বল্লে, "মা, আমাকে ছেড়ে দাও। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর আমায় নিতে এসেছেন। আমি তোমার ছেলে নই, শাপে তোমার ঘরে জন্মেছিলুম।"

বাম্‌নী তখন বল্লে, "আমরা এখানে কার কাছে থাকবো?"

সূর্য্য তখন মা-বউকে নিয়ে বাড়ীর সব ধন-দৌলত গরীব বামুনকে দিয়ে তারপর অমাবস্যার দিন রথে চড়ে সবাই স্বর্গে গেলেন।

সেই থেকে লোকে অমাবস্যার দিন সূর্য্য পূজা করে উপবাস করতে লাগলো। ক্রমে ক্রমে পৃথিবীতে বাবমেয়ে অমাবস্যার ব্রত প্রচার হল।

মনসার ব্রত-কথা

এক দেশে এক বেনে সদাগর ছিল। তার সাত বউ। সব বউয়ের বাপের বাড়ী থেকে তত্ত্ব আসে, খালি ছোট্ট বউয়ের বাপের বাড়ী থেকে কিছু আসে না, সেই জন্যে গিন্নী তাকে একেবারে দেখতে পারে না। ছোট বউ মনের দুঃখে কারো সঙ্গে কথা কয় না।

একদিন খুব বৃষ্টি হচ্ছে, আর বাড়ীর সব বউয়েরা এক জায়গায় বসে গল্প সল্প করছে। কেউ বলছে—এই বাদলায় খিচুড়ী খেতে বেশ। কেউ বলছে—চাল কড়াই ভাজা খেতে বেশ। কিন্তু ছোট বউ একটিও কথা বলছে না দেখে সব জায়েরা বল্লে, "ছোট্ট বউ! তোর কি খেতে ইচ্ছে করে?" ছোট বউ পোয়াতি ছিল, অনেক ভেবে চিন্তে বল্লে, "আমার মাছের অম্বল দিয়ে পান্তাভাত খেতে ইচ্ছে করে।"

ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এল। সব বউয়েরা তাদের বনের ধারে পুকুরে গা ধুতে গেল। সেই বনেতে অষ্টনাগ বাস করতো। হঠাৎ একদিন বনে আগুন লেগে যাওয়াতে তারা সেই পুকুরে মাছ হয়ে লুকিয়ে রইল।

ছোট বউ গা ধুতে ধুতে দেখতে পেল এক ঝাঁক মাছ ভাসছে; তাই দেখে ছোট বউ গামছা ছাঁকা দিয়ে মাছগুলো ধরলো। তাতেই জায়েরা বল্লে, "ছোট বৌয়ের সাধই মিটলো।"

ছোট বউ মাছগুলো বাড়ীতে জীইয়ে রাখলে। তার পরদিন সকাল বেলা কুটতে গিয়ে দেখলে যে, মাছগুলো সব সাপ হয়ে গেছে। ছোট বউ দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। তারপর সে সাপগুলোকে দুধ আর কলা দিয়ে পুষতে লাগলো। ক্রমে সাপগুলো বেশ বড় হয়ে উঠলো।

একদিন তারা মনে করলে ছোট বউয়ের কিছু উপকার করতে হবে।

এই ভেবে তারা স্বর্গে মা মনসার কাছে চলে গেল। এদিকে মা মনসা ছেলেদের দেখতে না পেয়ে কান্নাকাটি করছিলেন। ছেলেরা গিয়ে মা মনসাকে সব কথা বল্লে। শেষকালে তারা মাকে বল্লে, "মা, ছোট বউকে এখানে নিয়ে এস, তাকে সবাই কষ্ট দেয়।"

মা মনসা বল্লেন, "না বাবা, তোমরা যা রাগী, মত্তোর লোক কিছু দোষ করলেই তোমরা কামড়াবে।" ছেলেরা বল্লে, "না মা, কামড়াব না, তুমি মাসী সেজে ছোট বউকে নিয়ে এসো।"

তখন মা মনসা শাখা, সিন্দুর-চুপড়ী, নোয়া, নথ নিয়ে মাসী সেজে সদাগরের বাড়ীতে এলেন। শাশুড়ী তখন ছেলেদের কাছে বসে বউদের নিন্দে কচ্ছিল। গিন্নী জিজ্ঞাসা কল্লে, "তুমি কে গা?" মনসা বল্লেন, "আমি ছোট বৌয়ের মাসী গো, ছোট বউকে নিতে এসেছি।" গিন্নী বল্লে, "কই গো, এতকাল ছোট বৌয়ের কোন মাসী-টাসী তো ছিল না। তা যাক্ বাছা, এসেছ নিয়ে যাও।"

তখন মা মনসা ছোট বউকে নিয়ে বেরিয়ে এসে পথে চলনেন, চলতে বল্লেন, "দেখ মা, তুমি চোখ বুজে থেকো, যখন খুল্তে বলবো, তখন খুলো।" ছোট বউ তাই করে রইলো। তারপর মনসা বল্লেন, "চোখ খোলো।" ছোট বউ চেয়ে দেখলে—মস্ত বড় বাড়ী, আর সেইখানেই সেই অষ্টনাগ রয়েছে—দেখে সে ভারি আশ্চর্য্য হয়ে গেল।

মা মনসা বল্লেন, "দেখ মা, তুমি রোজ আমার পুজোর আয়োজন করবে, আর তোমার এই অষ্ট ভায়ের দুধ গরম করে রাখবে, আর কখনও দক্ষিণ দিকে চাইবে না।"

এই রকম করে কিছুদিন যায়। একদিন ছোট বউ ভাবলে, দেখি না দক্ষিণ দিকে কি আছে। এই ভেবে দক্ষিণ দিকে চেয়ে দেখল যে, মা মনসা নাচ্ছেন! ছোট বউ তাই অবাক্ হয়ে দেখতে লাগলো। দেখতে

গিয়ে ভায়েদের দুধের কথা ভুলে গেল। যখন নাচ ভাঙলো, তখন তাড়াতাড়ি ছোট বউ ভায়েদের দুধ গরম করে দিলে। সাপেরা এসে দুধ খেতেই তাদের মুখ পুড়ে গেল। সাপেরা ভয়ানক রেগে গিয়ে তাকে কামড়াবে বলে বাড়ীর চারিদিকে ওৎ পেতে বসে রইলো।

মা মনসা জানতে পেরে বল্লেন, "দেখ্‌লি তো বাবা, ওই জন্মেই ওকে আনতে চাইনি।" ছেলেরা বল্লে, "না মা, ওকে কামড়াব, ও কেন আমাদের মুখ পুড়িয়ে দিয়েছে?" মা মনসা বল্লেন, "তবে আমি ওকে ওর শ্বশুরবাড়ী রেখে আসি, সেখানে গিয়ে কামড়াও!" এই বলে ছোট বৌয়ের এক গায়ে গয়না দিয়ে তার শ্বশুরবাড়ী নিয়ে গেলেন।

সেখানে গিয়ে ছোট বউকে বল্লেন, "দেখ, তোমার ভায়েরা তোমার উপর রেগে গেছে, তোমাকে কামড়াবে; তা তুমি শ্বশুর-শাশুড়ী সকলকার কাছে তোমার ভায়েদের খুব সুখ্যাতি করো, তাহলে আর কিছু করবে না।" এই কথা বলে তিনি চলে গেলেন।

এদিকে ছোট বউ বাড়ী আসতে ছোট বউয়ের এক গায়ে গহনা দেখে খুব আশ্চর্য্য হয়ে সকলে বল্লে, "এ আবার কি ঢং? এক গায়ে সোনা আর এক গায়ে কিছু নেই?"

ছোট বউ বল্লে, "বেঁচে থাক আমার আড়োন, পাড়োন, ঢোঁড়া, বোড়া, পুঁয়ে, আরুল, পারুল, কেউটে সব ভায়েরা। আমার আবার গয়নার ভাবনা! এবার এক গায়ে পরে এসেছি, আসছে বারে দু-গায়ে পরে আসবো।" এদিকে সেই অষ্টনাগ বাড়ীর আনাচে-কানাচে ঘুরছিলো। ছোট বৌকে তাদের সুখ্যাতি করতে শুনে স্বর্গে মায়ের কাছে ফিরে গিয়ে বল্লে, "না মা, বোনকে আর কামড়ান হলো না; সে আমাদের ভারী সুখ্যাতি করছে। মা, তাকে তুমি আবার নিয়ে এসো, এনে আর এক গায়ে গয়না পরিয়ে দাও, নইলে আমাদের মান থাকে না।"

মা মনসা তখন গয়না-গাঁটি নিয়ে মর্ত্ত্যে এসে ছোট বউকে গয়না কাপড় পরিয়ে দিলেন। তারপর ছোট বউকে বল্লেন, "আমি তোর মাসী নই, আমি মনসা ; আমি ফণী মনসা গাছে থাকি, তুই আমার পূজো পৃথিবীতে প্রচার করবি। দশহরা, নাগপঞ্চমীর দিনে ঐ গাছ এনে পূজো করবি, আর ভাদ্রমাসে অরন্ধনের দিন শুদ্ধাচারে পূজো করে আমাকে পান্তা ভাত সাধ দিবি। তাহলে আর কখনও সাপের ভয় থাকবে না।" এই বলে তিনি অন্তর্দ্ধান হলেন।

ছোট বউ তখন সকলকে সমস্ত কথা বল্লে। সবাই শুনে ছোট বউয়ের খুব সুখ্যাতি করতে লাগলো। তারপর সবাই তাকে ভালবাসতে লাগলো।

সেই থেকে তারা মনসার পূজো খুব ভক্তি করে করতে লাগলো।

ক্রমে পাড়াপড়শীরা সেই কথা জানতে পেরে তারাও করতে লাগলো, এমনি করে সমস্ত দেশে প্রচার হল।

ইতুর ব্রত-কথা

এক দেশে এক গরীব বামুন আর বাম্‌নী বাস করতো, তাদের উম্‌নো আর ঝুম্‌নো নামে দুটি মেয়ে ছিল।

একদিন বামুনের পিঠে খাবার ইচ্ছে হল, বাম্‌নীকে বল্লে। বাম্‌নী বল্লে, "কোথায় চাল, গুড়, নারকেল যে পিঠে হবে?"

বামুন তখন ভিক্ষে করতে বেরুলো। ভিক্ষে করে পিঠের সব যোগাড় করে নিয়ে এলো, বাম্‌নী তখন রাত্রে পিঠে করতে বসলো।

ওদিকে বামুন একটা দড়ি নিয়ে গিয়ে কানাচে বসলো। এক একবার ছ্যাঁক্ করে শব্দ হয়, আর বামুন এক একটা করে গেরো দেয়। এমনি করে বসে বামুন পিঠে গুনতে লাগলো।

এদিকে খানিক রাত্রে পিঠের শব্দে উম্‌নো উঠে মাকে জিজ্ঞাসা করলে, "কি ভাজছিস্ মা, আমায় একখানা দে না!" মা বল্লে "ওরে, ও খেতে নেই মা, ও খেলে তোর বাবা তোকে বনবাস দেবে!"

মেয়ে শুনলে না, আব্দার করতে লাগ্‌লো। বাম্‌নী কি করবে? একটা পিঠে দিলে, দিয়ে বল্লে, "খেয়ে গিয়ে শুয়ে পড়্।"

তারপর খানিক রাত্রে ঝুম্‌নো উঠে বল্লে, "মা, কি ভাজছিস্? দে না মা।" মা বল্লে, "ও খেতে নেই মা, ও খেলে তোদের বাবা তোদের বনবাস দেবে।" ঝুম্‌নো বল্লে, "দে না মা একখানা খাই।" মা তখন কি করে? একখানা দিয়ে বল্লে "যাও, হাত-মুখ মুছে বিছানায় শুয়ে পড়।"

তারপর বামুন সকাল হতেই জপ-তপ না করেই, মুখ-হাত-পা না ধুয়েই একখানা আগুট কলাপাতা কেটে এনে বল্লে, "বাম্‌নী, পিঠে দে।"

বাম্‌নী তাড়াতাড়ি সমস্ত পিঠে এনে দিলে। বামুন একটি করে পিঠে খায় আর একটি করে দড়ির গেরো খোলে। এমনি করে খেতে খেতে দুটো পিঠে কম পড়লো। তাই না দেখে, বামুন অম্‌নি রেগে বাম্‌নীকে বল্লে,

"দু'খানা পিঠে বুঝি দুটো মেয়েকে খাইয়েছিস্? দাঁড়া, ওদের আজ বনবাস দিয়ে আসবো।"

পরদিন সকাল বেলা বামুন উম্‌নো ও ঝুম্‌নোকে ডেকে বল্লে, "চল মা, তোদের পিসির বাড়ী নিয়ে যাই।" মেয়েরা বল্লে, "সে কি বাবা, পিসি আমাদের কোথায় আছে?" বামুন বল্লে, "আছে রে, চল্ না।"

ভয়ে বাম্‌নী চুপ করে বসে কাঁদতে লাগ্‌লো, কিছু বলতে পারলে না।

বামুন মেয়ে দুটোকে নিয়ে বনের ভেতর দিয়ে যেতে লাগ্‌লো। মেয়েরা বল্লে, "আর কতদূর আছে বাবা? আর যে হাঁটতে পারছি না বাবা!"

বামুন বল্লে, "এই যে এসে পড়লুম মা। তোরা একটুখানি আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে জিরিয়ে নে, তারপর যাস্।" মেয়ে দুটি বাপের কোলে শুতেই দুজনে ঘুমিয়ে পড়লো। বামুন অমনি তাদের মাথা দুটো, দুটো ইটের উপর রেখে, চারিদিক আলতা গুলে শাঁখের ঘুঁটি ছড়িয়ে চলে গেলো।

খানিক পরে বাঘ-ভালুকের চীৎকারে মেয়ে দুটোর ঘুম ভেঙ্গে গেল, তারা উঠে বাপকে দেখতে পেলে না। উম্‌নো বল্লে, "বাবাকে বাঘে খেয়ে গেছে দেখছিস্ না?" ঝুম্‌নো ছোট হলেও বুদ্ধি খুব বেশী ছিল। সে বল্লে, "দূর, বাবাকে বাঘে খায়নি, সেই কাল রাত্রে আমরা পিঠে খেয়েছিলুম বলে বাবা আমাদের বনবাস দিয়ে গেলেন। আর বাবা ওসব আলতা গুলে ছড়িয়ে গেছেন, ওসব হাড় রক্ত নয়। বাবাকে যদি বাঘে খেতো, তা হলে কি আর বাঘে আমাদের রেখে যেতো, না ইটের উপর মাথা দিয়ে শুইয়ে যেতো?"

তখন দুই বোনে কি করবে কিছু ভেবে ঠিক করতে পারলে না। ওদিকে বাঘ-সিঙ্গী চীৎকার করছে, তাই শুনে তাদের ভারি ভয় হল; তারা একটা বটগাছের কাছে গিয়ে বল্লে, "হে বটবৃক্ষ! মা আমাদের দশ মাস দশ দিন গর্ভে স্থান দিয়েছেন, তুমি আজ রাত্তিরের মত স্থান দাও।"

তখন চড়্ চড়্ করে বটগাছ দুফাঁক হয়ে গেল; উম্‌নো-ঝুম্‌নো তার ভেতর

লুকিয়ে রইলো! সমস্ত রাত্রি বাঘ-সিঙ্গী সেই বটগাছের গুঁড়ি আঁচড়ে-কামড়ে কিছুই করতে পারলে না।

তারপর সকাল হলেই দুই বোনে গাছ থেকে বেরিয়ে এসে গাছকে নমস্কার করে বরাবর যেতে লাগ্‌লো।

খানিক দূরে গিয়ে তারা দেখলে, দেবকন্যারা ইতু পূজা করছেন। উম্‌নো-ঝুম্‌নো সেখানে যাবামাত্র তাদের ঘট উল্‌টে পড়লো। দেবকন্যারা বল্লে, "কে রে পাপিষ্ঠ এখানে এসেছিস?" তখন উম্‌নো-ঝুম্‌নো কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে দেবকন্যাদের সাম্‌নে গিয়ে নিজেদের দুঃখের কথা সব বল্লে। বলতেই তারা বল্লে, "যা, ওই পুকুরে স্নান করে আয়, তারপর আমাদের সঙ্গে ইতু পূজো করবি।" তারা দুই বোনে পুকুরে স্নান করতে গেল। পুকুরে যাবামাত্র সমস্ত জল শুকিয়ে গেল। ধোপা ধোপানি গালাগালি দিতে লাগ্‌লো, মাছগুলো ডাঙ্গায় পড়ে মরতে লাগ্‌লো। উম্‌নো-ঝুম্‌নো কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলো। এসে দেবকন্যাদের সব বল্লে। তখন দেবকন্যারা একটি দূর্ব্বার আংটি দিয়ে বল্লে, "যা, এই আংটিটা পুকুরে দিগে যা, তাহলেই জল হবে।"

তখন তারা দুই বোনে পুকুরে সেই আংটি নিয়ে স্নান করতে গেল। আংটি পুকুরে দিতেই এক পুকুর জল হয়ে উঠ্‌লো।

তারপর সকলে মিলে ভাগাভাগি করে জিনিস-পত্র দিয়ে তাদের দুবোনকে ইতুর পূজো করালে। শেষকালে ইতুর কাছে বর চাইতে বল্লে। তখন তারা বল্লে, "কি বর চাইব?"

দেবকন্যারা বল্লে, "বল, আমাদের বাপের দুঃখ দূর হোক্, ঘর-বাড়ী হোক্, হাতীশালে হাতী হোক্, ঘোড়াশালে ঘোড়া হোক্, অনেক ধন-দৌলত হোক্, রাজার মত বর হোক্।" উম্‌নো ঝুম্‌না সেই কথা বলে নমস্কার করলে। তারপর ইতুর পেসাদ নিয়ে, ঘট নিয়ে, বাড়ীর দিকে চল্‌লো।

পথে যেতে তারা পুকুরে কল্‌মি শাক দেখে তুল্‌তে গেল। যেম্নি

শাকের ক্ষেতে নেমেছে, অমনি একটা সোণার ঘাড়মুড়ো উম্‌নোর পায়ে লেগে গেল। ঝুম্‌নো দেখে সেটা তাড়াতাড়ি কাপড়ের ভেতর লুকিয়ে নিয়ে গেল। মেয়েরা বাড়ীতে গেলেই তাদের মা অমনি ছুটে এসে তাদের কোলে নিয়ে চুমু খেলে। তাদের বাপ এসে মেয়ে দুটোকে দেখতে পেয়ে বল্লে, "আবার এরা এসেছে, গেছলো, তাই আমাদের সময় ভাল হয়েছিল।" উম্‌নো-ঝুম্‌নো বল্লে, "অত অহঙ্কার করো না বাবা, আমরা ইতু পূজো করেছিলুম বলে তাই তোমার সুখ হয়েছে।"

বামুন তাদের কাছে সোণার মাথাটা দেখে বল্লে, "এটা কিরে, এখানে এনেছিস্ কেন? হাতে দড়ি দিবি?" এই বলে মাথাটা বনে ফেলে দিলে, কিন্তু তখনও আবার মাথাটা ঘরে এসে পড়লো—বামুন দেখেই অবাক্ হয়ে গেল!

তারপর থেকে বামুনী ইতু পূজো আরম্ভ করলে, আর একটি চাঁদের মতন ছেলে হল।

কিছুদিন পরে সেই দেশের রাজা পাত্রকে সঙ্গে করে শিকারে বেরুলেন। পথে সকলকার তেষ্টা পাওয়ায় সেই গরীব বামুনের বাড়ীতে এসে জল চাইলেন। জল চাইতেই ঝুম্‌নো ছোট একটি ইতুর ভাঁড়ে করে জল আনলে। রাজা ত তাই দেখে রেগে গিয়ে বামুনকে বল্লেন, "একি! আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছেন? এতগুলো লোকের তেষ্টা পেয়েছে, আর আপনি একটা ছোট ভাঁড়ে করে জল পাঠিয়েছেন?"

ঝুম্‌নো তখন বল্লে, "ওই জলই আপনারা খেয়ে উঠতে পারবেন না।" তখন রাজা সেই ভাঁড়ের জলটুকু খেয়ে ফেল্লেন, তারপর দেখলেন, আবার ভাঁড় ভর্ত্তি হয়ে গেছে। তখন পাত্র, মিত্র, সৈন্য-সামন্ত, হাতী, ঘোড়া, সব্বাই খেলে, তবুও শেষ করতে পারলে না।

বামুন ওই ব্যাপার দেখে আশ্চর্য্যি হয়ে গেছে। রাজাও আশ্চর্য্যি হয়ে

বামুনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার এই মেয়েটির কি বিয়ে হয়েছে ?" বামুন বল্লে, "না মহারাজ, আমার দুটি মেয়ে, কারুরই বিয়ে হয়নি, এ মেয়েটি ছোট।" রাজা তখন বল্লেন, "ঐ মেয়ে দুটিকে আমাদের সঙ্গে বিয়ে দিন।" বামুন ত আহ্লাদে আটখানা হয়ে গেল। রাজা আর পাত্র আমার জামাই হবে, একি কম ভাগ্যের কথা ! রাজাও আর শিকারে গেলেন না, রাজবাড়ীতে খবর পাঠালেন যে, আমরা বিয়ে করে বউ নিয়ে যাচ্ছি।

এদিকে বামুন বিয়ের সব যোগাড় করতে লাগলো। তারপর সেই দিন রাত্রিতে খুব ঘটা করে উমনোর সঙ্গে রাজার, আর ঝুমনোর সঙ্গে পাত্রের বিয়ে দিলে। দুই বোনেই খুব সুন্দরী ছিলো, রাজা ও পাত্র দুজনেই খুব সন্তুষ্ট হলেন।

পরদিন উমনো-ঝুমনো শ্বশুরবাড়ী যাবে। বাপ বল্লে, 'হাঁ মা, তোদের কার কি চাই বল ?" উমনো বল্লে, "আমার জন্যে মাগুর মাছ আনাও, ছাঁচি পান আনাও, মাগুর মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়ে, পান চিবুতে চিবুতে হাতী চড়ে যাব।"

ঝুমনো বল্লে, "বাবা। আজ অগ্রহায়ণ মাসের রবিবারে বলা, পাটালি, ফল-মূল, যা পাবে নিয়ে এসো, ইতুপুজো করে নিরামিষ খেয়ে ঘট নিয়ে হাতীতে উঠবো।" বাপ তাই যোগাড় করে দিলে. মেয়েরাও যে যার খাওয়া-দাওয়া করে পাল্কীতে চড়লো।

তারপর দুদিক দিয়ে রথ চললো—উমনো যে পথ দিয়ে যায়, সেই পথে লোক মরতে লাগলো, ঘরে আগুন লাগতে লাগলো, চুরি ডাকাতি হতে লাগলো, আর ঝুমনো যে দিক দিয়ে যায়, সেই দিকেই বিয়ে, পৈতে ভাত হতে লাগলো।

তারপর রাজার মা বউ বরণ করে তুলবে বলে সোণার পিঁড়ি, সোণার বরণডালা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। বউ এসে পিঁড়িতে দাঁড়াতেই সোণার

পিঁড়ি লোহা হয়ে গেল, বরণডালা কপালে ঠেকাতেই লোহার হয়ে গেল। শাশুড়ী অমনি বউয়ের গালে ঠোনা মেরে বউ তুললে।

ওদিকে পাত্রের মা বউ বরণ করবার জন্যে পিঁড়ে, বরণডালা নিয়ে এলো। বউ এসে দাঁড়াতেই সব সোণার হয়ে গেল, অমনি শাশুড়ী বউকে চুমু খেয়ে ঘরে তুললে।

তারপর রাজার আজ হাতীশালে হাতী মরতে লাগলো, কাল ঘোড়াশালে ঘোড়া মরতে লাগলো। রাজ্যের লোক মরতে লাগলো, দুর্ভিক্ষ হতে লাগলো। এইরকম সব অমঙ্গল দেখে রাজ্যের সবাই বলতে লাগলো, "কি ডাইনি বউ এসেছে বাবা, রাজ্যসুদ্ধ সব যাবে।"

এদিকে পাত্রের দিন-দিন খুব উন্নতি হতে লাগলো। রাজা এইসব দেখে পাত্রকে ডেকে সব জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, তুমিও বনবালা বিয়ে করেছ, আর আমিও বনবালা বিয়ে করেছি। তবে তোমার দিন-দিন উন্নতি, আর আমার এইরকম অমঙ্গল হচ্ছে কেন?" পাত্র বল্লে, "কই আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।" তখন রাজা রেগে পাত্রকে বল্লেন, "আমি অমন বউ চাই না, কালকেই ওর রক্ত আমাকে দেখাবে।"

উমনোকে কাটবার হুকুম হয়ে গেল। কোটাল উমনোকে ঝুমনোর বাড়ীর দোরে ছেড়ে দিয়ে একটা কুকুর কেটে রাজাকে রক্ত দেখালো। উমনো তখন ঝুমনোর কাছে বাড়ীর ভেতর গেল, ঝুমনো আদর করে দিদিকে বসালে, বসিয়ে আসবার কারণ জিজ্ঞেস করলে। উমনো সমস্ত কথা বলে। ঝুমনো শুনে বল্লে, "দিদি, ইতুর কোপে তোমার এমন দশা হয়েছে।" তারপর উমনোকে নিজের কাছে লুকিয়ে রাখলে। ঝুমনোর স্বামীও তা জান্তে পারলে না।

এখানে উমনোর বাপ ছেলের বিয়ে দেবার জন্যে বাজনা বাদ্যি করে বর নিয়ে যাচ্ছে—এমন সময় ছেলে বল্লে, "বাবা, আমি জাঁতি ফেলে এসেছি।"

মেয়েদের ব্রত-কথা— ইতুর কথা।

বাপ অমনি তাড়াতাড়ি বাড়ী গিয়ে দেখলে বাম্‌নী দোর দিয়ে বসে ইতুর কথা শুনছে। বামুন রেগে গিয়ে দোর ভেঙ্গে ঘরের ভেতর ঢুকে লাথি মেরে ঘট ফেলে দিয়ে জাঁতি নিয়ে চলে গেল। বাম্‌নী চুপ করে বসে রইলো।

বামুন তাড়াতাড়ি এসে দেখলে, লোকজন বাজনা-বাদ্যি কিছুই নেই, খালি ছেলেটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। বামুন তখন পাগলের মত হয়ে গিয়ে ছেলেকে বাড়ী নিয়ে এলো, এসে দেখলে সে রাজবাড়ীও নেই, সে ধন-দৌলতও নেই, তার বদলে আগেকার কুঁড়েঘর রয়েছে। বামুনকে দেখতে পেয়ে বাম্‌নী কেঁদে বল্লে, "কেমন, এখন হয়েছে ত? ইতুর দেওয়া ধন-দৌলত সব তিনি কেড়ে নিয়েছেন।" বামুন বল্লে, "যা হবার তা হয়েছে, তুমি আবার ইতুর পূজো আরম্ভ কর।" বামনী বল্লে, "আবার এক বছর বসে থাকি, তারপর অগ্রহায়ণ মাস এলে করবো। তা থাক্, তুমি একবার ঝুমনোর বাড়ী যাও, যদি কিছু পাও।"

বামুন তখন বাম্‌নীর কথামত একখানা ছেঁড়া-কাপড় পরে ঝুম্‌নোর বাড়ী গেলো। সেখানে গিয়ে দেখলে, দাসীরা সোণার ঘড়ায় করে জল তুলছে। তাই দেখে বামুন জিজ্ঞেস করলে, "হ্যাঁ মা, তোরা কার জল তুলছিস্?" তারা বল্লে, "ঝুমনো রাণীর জল তুলছি।" তখন বামুন বল্লে, "দেখ বাছা, তোমরা একবার ঝুমনোকে বলো যে, তোমার বাবা এসেছে।" তারা 'আচ্ছা' বলে চলে গেল।

আবার যখন তারা এলো, বামুন জিজ্ঞেস করলে, "হাঁ বাছা, বলে ছিলে?" তারা বল্লে, "ওই যা! ভুলে গেছি, এবারে বলবো।"

তারপর দাসীরা ফিরে এলে বামুন জিজ্ঞেস করলে, "কি গো, বলেছিলে?" তারা বল্লে, "না গো, ভুলে গেছি!" বামুন তখন একটা দূর্বার আংটি করে কলসীর জলের ভেতর দিয়ে বল্লে, "দেখ বাছা এর ভেতর একটা দূর্বার আংটি ফেলে দিলুম।"

দাসীরা জল নিয়ে গিয়ে ঝুমনোর মাথায় জল ঢালতে-ঢালতে সেই আংটিটা তার গায়ে পড়লো, পড়তেই ঝুমনো জিজ্ঞেস করলে, "এটা কি রে? কে দিলে?" তখন দাসীরা বল্লে, "ওগো, তোমার বাপ এসেছে।"

ঝুমনো তখন বাপকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে এলো। তারপর বাপকে বেশ ভাল করে নাইয়ে-খাইয়ে অনেক টাকাকড়ি, জিনিসপত্র দিয়ে বিদেয় করলে। পথের মধ্যে ডাকাতে সব ডাকাতি করে নিলে। ঝুমনো তাই শুনে বাপের ভাগ্য ভেবে হাসলে।

ওদিকে বামনী বামুনকে খালি হাতে বাড়ি ফিরতে দেখে বল্লে, "কি হল, কিছু দিলে না, পোড়াকপালীরা?" বামুন বল্লে, "গালাগালি দিস্‌নি; ঝুমনো অনেক দিয়েছিলো, পথের মাঝখানে চুরি করে নিলে।"

তারপর বামনীকে বল্লে, "যা, এইবার তুই একবার যা, যদি কিছু নিয়ে আসতে পারিস।" বামনী তখন মেয়ের কাছে গেল।

সেখানে গিয়ে দাসীদের দিয়ে বলে পাঠালে যে, ঝুমনোকে বলো, তার মা এসেছে। ঝুমনো খবর পেয়ে মাকে নিয়ে এলো। মাকে এখন বেশ করে নাইয়ে, ভাল করে খাইয়ে বল্লে, "তুমি এখন এখানে থাক, একেবারে ইতুপুজো করে বাড়ী যাবে।"

তারপর অগ্রহায়ণ মাস এলো, মাকে আর দিদিকে বল্লে, "এই রবিবারে ইতুর পুজো করতে হবে, কিছু খেয়ো না যেন!" রবিবার দিন ঝুমনো স্নান করে এসে মাকে আর দিদিকে পুজো করবার জন্যে ডাকলে। তারা দুজনেই বল্লে, "ওই যা, তোর ছেলেমেয়েদের পাতে অনেক মাছ ভাত পড়েছিলো, নষ্ট হবে দেখে তাই আমরা খেয়ে ফেলেছি।" ঝুমনো মাথায় হাত দিয়ে বল্লে, "লোকে একেই বলে অদৃষ্ট, একেই বলে দশা।"

এমনি করে চারটে রবিবার একটা-না-একটা ভুল করে কেটে গেল, শেষকালে সংক্রান্তির আগের দিন ঝুমনো মা-বোনকে আঁচলে বেঁধে রাখলো।

তারপর স্নান করিয়ে ইতুপূজো করিয়ে মা-বোনকে বর চাইতে বল্লে। বাম্‌নী বল্লে, "আমার যেমন সুখ, ধন-দৌলত ছিল, আবার সেই রকম হোক্!" এই বলে, নমস্কার করলে।

উমনো বল্লে, "আমার যেমন সংসার ছিল তেমনি হোক্ অম্বরণ রাজার স্মরণ হোক্।"

ওদিকে অমনি রাজার আর বামুনের সৌভাগ্য ফিরে গেল, আবার যেমন ছিরি তেমনি হল।

বামুন তখন রেগে গিয়ে ঝুম্‌নোর বাড়ী এলো, এসে বাম্‌নীকে বল্লে, "ওরে, তোর জামাইয়ের ভাত খেতে লজ্জা করে না? আমার ধন-দৌলত কে খায়, তার ঠিক নেই। চল্ বাড়ী শীগ্‌গির।"

ঝুম্‌নো তখন বল্লে, "বাবা! ওই অহঙ্কারেই ত সব গিয়েছিল; মা আবার ইতুপূজো করলে, তাই সব ফিরে পেলে।" তারপর ঝুম্‌নো বাপমাকে নানারকম জিনিস-পত্র দিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দিলে।

এদিকে রাজার আবার সুসময় পড়েছে, উমনোর কথা মনে পড়েছে। রাজা অমনি পাত্রকে ডেকে বল্লেন, "আমার রাণীকে এনে দেবে ত দাও, নইলে সকলকার মাথা নেবো।"

পাত্র ত ভেবেই অস্থির! রাত্রে বাড়ীতে এসে ঝুম্‌নোকে বল্লে, "রাজা-মশায়ের হুকুম, রাণীকে বনবাস থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে, আবার রাত হলেই মেরে ফেলতে হবে।"

ঝুম্‌নো বল্লে, "তার জন্যে আর ভাবনা কি? তুমি রাজাকে গিয়ে বল, আমার বাড়ীর দোর থেকে রাজার বাড়ীর দোর পর্য্যন্ত কলাগাছ পুতে, কড়ির জাঙ্গাল দিয়ে তাঁবু ফেলে দিতে; তবে রাণীকে পাবে।"

পাত্র ত শুনে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। কেননা, সে তখন পর্য্যন্ত জান্‌তো

না যে, উমনো বেঁচে ঝুমনোর কাছেই আছে। পাত্র রাজাকে গিয়ে খবর দিলে—রাজা ত শুনে খুব সন্তুষ্ট হলেন, আর ঝুমনোর কথামত সব করলেন।

তারপর ঝুমনো বেশ ভাল করে উমনোকে সাজিয়ে-গুজিয়ে পাঠিয়ে দিলে উমনো সকলকে প্রণাম ও আশীর্বাদ করে যাত্রা করলে।

পথে যেতে যেতে দূর্ব্বা গাছের শেকড় লেগে উমনোর পা কেটে গেল রাজা তা দেখে রেগে বল্লেন, "আঠারো হাড়ির মাথা, আর তাদের বুড়ী মায়ের চোখ দুটো নিয়ে আয়!" অনুচরেরা তাই করলে। রাজা রাণীর হাত ধরে ঘরে নিয়ে গেলেন।

দিনকতক পরে মহারাজের বাপের শ্রাদ্ধ. রাজ্যশুদ্ধ লোকের নিমন্ত্রণ হয়েছে, দীন দুঃখী কেউ উপোসী নেই. এমন সময় উমনোর মনে পড়লো—আজকে ইতুপূজো, কেউ উপোসী নেই, কাকে নিয়ে কথা শুনবে' রাজা বল্লেন, 'সেই হাড়িনী এখনও কিছু খায়নি. তাকে নিয়ে কথা শোন।"

উমনো তখন অন্ধ হাড়িনীকে আনিয়ে নিলে। হাড়িনী এসেই কাঁদতে কাঁদতে বল্লে সর্ব্বনাশি! একবার এসে রাজার সর্ব্বস্ব খেয়েছে এবার এসেই আমার দুটি চোখ আর আমার আঠারো ছেলের মাথা খেয়েছে তাতেও কি তোমার খিদে মেটেনি? এবার বুঝি আমায় খাবে?"

উমনো কাঁদতে কাঁদতে বল্লে. "না মা, আর তোমার কিছু করবো না এস আমরা ইতুর ব্রত করি—তাহলেই তোমার সব হবে।"

এই বলে উমনো তাকে নিজের হাতে স্নান করিয়ে নূতন কাপড় পরিয়ে. ইতুর কথা শোনাতে বস্লো। কথা শেষ হলে উমনো হাড়িনীকে বল্লে. "ঘর চেয়ে নে মা, যেন তোর আবার সব হয়।" হাড়িনীও তাই চাইলে।

দেখতে দেখতে হাড়িনীর দুই চোখ হল। রাণী তখন এক গামলা ভাত-তরকারী দিয়ে বল্লে. "যা মা, এইগুলো নিয়ে বাড়ী যা,—তোর ছেলেদের

খেতে দিলো না। হাড়িনী চীৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বল্লে, তাদের যে রাজা-মশায় মেরে ফেলেছেন

উমনো বল্লে, না না তোর বাড়ী গিয়ে দেখগে, ওরা সবাই বেঁচে আছে কেউ মরেনি। হাড়িনী তখন তাড়াতাড়ি বাড়ী যেতেই, ছেলেরা এসে খাবার চাইলে। হাড়িনী তা দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেল।

তার পরদিন হাড়িনী সকাল সকাল উঠে রাজবাড়ী ঝাঁট দিচ্ছে, এমন সময় রাজা এসে জিজ্ঞাসা করলেন [illegible]। চল কি করে [illegible] এত সুন্দরী হলি কি করে

হাড়িনী বল্লে রাণীমা [illegible] আমার আঁটকৌড়ে ছেলের আর আমার দুটি চোখ দিয়েছেন। রাজা তা শুনে খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন।

তারপর রাজা রাণীকে জিজ্ঞাসা করলেন "তুমি যদি এমন [illegible] জান, তাহলে এর মানে [illegible] স্বর্গে যাই [illegible] বলে রাজা ছেলে-মেয়েদের বাঁচ দিলেন—রাণী সকলকে ব্রতের কথা শিখিয়ে দিলেন। তারপর উমনো ঝুমনো বামুন বামনী রাজা, পাত্র হাড়িনী সবাই মিলে ইতুর পূজো করলেন তখন ইতুলক্ষ্মী দেখা দিয়ে বল্লেন তোমরা কি চাও?" সবাই বল্লে, 'আর আমরা মর্ত্যে [illegible] এইবার স্বর্গে যাব—আমাদের [illegible] তখন পুষ্পরথ এসে সকলকে স্বর্গে নিয়ে গেল।

ক্রমে সমস্ত দেশে ইতুর ব্রত প্রচার হল

"অষ্ট চাল অষ্ট দূর্ব্বো কলস পাত্রে থুয়ে
শোনরে ইতুর কথা এক মন প্রাণ হয়ে
ইতু দেন বর,
ধনে ধান্যে দৌত্রে পৌত্রে বাড়ুক তার ঘর

উপরোক্ত মন্ত্রটি বলিয়া পাঠ করিতে হয়।

শিবরাত্রির ব্রত-কথা

দেবাদিদেব মহাদেবের বাসস্থান কৈলাসগিরির ন্যায় এতাদৃশ রম্য স্থান ত্রিভুবনে নাই। তথায় সিদ্ধ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা প্রভৃতি নিয়মিত দেবাদিদেবের সেবা করিয়া অশেষবিধ পুণ্য সঞ্চয় করিতেছেন। বৃক্ষসকল তাঁহারই তুষ্টির নিমিত্ত অবিরত ফল-ফুল প্রদান করিতেছে। নদ-নদীসমূহ নিরন্তর কুলুকুলু রবে মহাদেবের গুণগান করিতে করিতে প্রবাহিত হইতেছে। বসন্তঋতু অনন্তকাল হইতে তাঁহার প্রিয় সহচর পিক-সঙ্গে বিরাজ করিতেছে। পুষ্করিণী ও সরোবরে রাজহংস ও রাজহংসীসকল নিরত ক্রীড়া করিতেছে। তথাকার বন্য হিংস্র জন্তু পর্য্যন্ত কদাপি কোন প্রাণীকে হিংসা করে না। তথায় ব্রাহ্মণসকল সতত বেদ পাঠ করিতেছে। এতাদৃশ নয়নানন্দদায়ক মনোমুগ্ধকর স্থানে দেবাদিদেব মহাদেব পার্ব্বতী সমভিব্যাহারে ব্যাঘ্রচর্ম্মে সমাসীন হইয়া কথোপকথনে নিরত।

পার্ব্বতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, "প্রভু, মানুষ কি কাজ, কি ব্রত কল্লে আপনি সন্তুষ্ট হবেন? কেননা, আপনি সন্তুষ্ট হলেই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চার রকম ফলই মানুষ লাভ করতে পারে।"

মহাদেব জিজ্ঞাসা কল্লেন, "কেন পার্ব্বতী, তুমি সে কথা জেনে কি করবে?"

পার্ব্বতী বল্লেন, "দেখুন, পৃথিবীতে মানুষে এত বেশী পাপকাজ করেছে যে, তাতে খুব শীঘ্র পৃথিবী থেকে ধর্ম্ম-কর্ম্ম-ব্রত বলে জিনিস উঠে যাবে। সেইজন্য প্রভু, আপনি আমাকে এমন এক সহজ ব্রত বলে দিন, যাতে সকলেই সেই ব্রত করতে পারে আর পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে।"

মহাদেব একটু হেসে বল্লেন, "বুঝেছি পার্ব্বতী! মায়ের প্রাণ কিনা, সেই জন্যে সন্তানের কষ্ট সহ্য করতে পারছো না। আচ্ছা শোন; মানুষ যদি শিবরাত্রি-ব্রত করে, তাহলেই আমি সন্তুষ্ট হই।"

পার্ব্বতী বল্লেন, "সে কি রকম, ভাল করে বুঝিয়ে বলুন।"

শিবরাত্রির ব্রত-কথা

মহাদেব বল্লেন, "ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথিতে যে ভয়ানক অন্ধকার রাত্রি হয়, তাকেই শিবরাত্রি বলে। শিবরাত্রিতে যে লোক উপোস করে, আমি তার উপর খুব সন্তুষ্ট হই এবং এত সন্তুষ্ট অন্য কোন দিনের ধূপ-ধুনো-ফুল দিয়ে পুজো করালেও হই না।

শিবরাত্রির আগের দিন ভাল করে চান-পুজো করে হবিষ্যি বা নিরামিষ খেয়ে থাকবে। রাত্রিতে শুদ্ধ হয়ে আলাদা খড়ের বিছানা করে আমার নাম স্মরণ করে শোবে।

তার পরদিন খুব সকাল সকাল বিছানা থেকে উঠে রোজকার দরকারী কাজ সেরে চান-আহ্নিক করে বেলপাতা তুলতে হবে; কেননা, বেলপাতাতে আমি যেমন সন্তুষ্ট হই, অমন আর কিছুতেই হই না। এমন কি, মণি-মুক্তো বা সোনার ফুল দিয়ে পুজো করলেও নয়।

শিবরাত্রিতে চার প্রহরে চারটি গঙ্গামাটির শিব গড়ে পুজো করতে হয়। প্রথম প্রহরে দুধ দিয়ে চান করিয়ে পুজো করতে হয়, দ্বিতীয় প্রহরে দই দিয়ে চান করিয়ে, তৃতীয় প্রহরে ঘি দিয়ে চান করিয়ে এবং চতুর্থ প্রহরে মধু দিয়ে চান করিয়ে পুজো করতে হয়। ঐ দিন গান-বাজনা করে রাত্রি জাগতে হয়।

তার পরদিন যার যে রকম অবস্থা সেই রকম যোগাড় করে বামুনকে পুজো করে খাওয়াতে হয়, পরে দক্ষিণা দিতে হয়, তারপর নিজে পারণা করবে।

এই ব্রত করলে যে ফল পাওয়া যায়, যাগ, যজ্ঞ, তপস্যা ও আরো ভাল কাজ করেও সে রকম ফল পাওয়া যায় না। গণেশ এই ব্রত করে সমস্ত পৃথিবীতে গাণপত্য পেয়েছিলেন।"

মহাদেব বল্লেন, "হে পার্ব্বতি, এইবার তুমি শিবরাত্রির মাহাত্ম্য শোন—

অনেক দিন আগে, বারাণসীতে একজন ব্যাধ বাস করতো। সে খুব বেঁটে ছিল। তার রং ভয়ানক কালো, চোখ দুটো কটা রঙের, চুলগুলো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া ছিল। তার তেমনি স্বভাবও ছিল, দিনরাত প্রাণি-হিংসা করতো।

সেই ব্যাধ একদিন বনে শিকার করতে বেরুলো, সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে অনেক পশু মারলে, মেরে সেই সমস্ত মরা জন্তুগুলো কাঁধে করে নিয়ে বাড়ীর দিকে আসতে লাগলো। আসতে আসতে পথে সে একটা গাছতলায় বসে জিরুতে লাগলো। সমস্ত দিন তার খুব কষ্ট হয়েছিল, সেই জন্যে গাছতলায় শুয়ে পড়লো। যেমন শোয়া আর অমনি ঘুম।

যখন ঘুম ভাঙ্গলো তখন দেখলে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কি করবে। বাড়ী যেতে পারছে না, কেননা একে ভয়ানক অন্ধকার, তাতে আবার অচেনা পথ, সেই জন্য যে গাছতলায় সে শুয়েছিল, সেই গাছের ওপর উঠতে গিয়ে দেখলে সেটা একটা বেলগাছ, গায়ে কাঁটা ফুটতে লাগলো। কাছে আর কোন উঁচু গাছ ছিল না, সেইজন্য বাধ্য হয়ে অতি কষ্টে ঐ গাছের ওপর উঠে একটা মোটা ডালে শিকারগুলোকে বাঁধলে, বেঁধে নিজে একটা মোটা ডালের কোণে বসলো। তারপর নিজের কাপড় দিয়ে গাছের ডালের সঙ্গে নিজেকে বেশ ভালো করে বেঁধে, সমস্ত রাত্রি জেগে বসে রইলো। সমস্ত দিন কিছু খায়নি কিনা, খিদেয় অবসন্ন হয়ে পড়লো।

ঐ বেলগাছের তলায় আমার একটি লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল, ব্যাধ গাছে নড়ায় একটা বেলপাতা শিশিরের জলের সঙ্গে মিশে আমার মাথায় পড়লো।

সেদিন শিবরাত্রি ছিল, ব্যাধও সমস্ত দিন উপোস করে রাত্রি জেগে, তার গায়ে ঠেকে একটা বেলপাতা আমার মাথায় পড়াতে আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছিলুম। আর এতেই তার শিব চতুর্দ্দশী-ব্রত করা হল।

তারপর রাত্রি শেষ হলে, ব্যাধ সেই মরা জন্তুগুলো ঘাড়ে করে নিয়ে বাড়ীতে হাজির হ'লো। এদিকে বাড়ীতে মা-বৌ ভেবে অস্থির। ব্যাধ চান করে খেতে বসেছে, এমন সময় এক অতিথি এসে কিছু খেতে চাইলে, ব্যাধ তাড়াতাড়ি উঠে অতিথিকে পেট ভরে খাওয়ালে—তারপর নিজে খেতে

ক'রলে। সেই অতিথি খাওয়ানোতে শিবরাত্রি ব্রতের সম্পূর্ণ ফল পেলে, তারপর নিজে পারণা করলে

কিছুক্ষণ পরে ব্যাধের মৃত্যু এসে হাজির হলো।

যমদূতেরা ব্যাধকে নেবার জন্যে এসে কাছে দাঁড়ালো এমন সময় আমার দূতেরাও ব্যাধকে নিতে গেলো, দুদলে ভয়ানক ঝগড়া ও শেষকালে মারামারি সুরু হতে লাগলো। তারপর আমার দূতেরা যমদূতদের হারিয়ে দিয়ে ব্যাধকে নিয়ে এলো।

যমদূতেরাও আমার দূতের [illegible] কৈলাসে গেলো দরজায় নন্দী পাহারা দিচ্ছিলো সে সব শুনে [illegible] ক'রে [illegible] তারা [illegible] যমের কাছে ফিরে গেলো।

সেখানে গিয়ে তারা যমকে সব কথা [illegible] বললো, 'প্রভু, আজ [illegible] পাপীদের উপর অধিকার আর আপনার রইলো না।'

যমরাজ হেসে বললেন "যে লোক শিব কিংবা বিষ্ণুভক্ত, যে লোক শিব চতুর্দশীর ব্রত করে, কিংবা যে লোক বারাণসীতে মরে তার উপর আমার কোন অধিকার নেই।

তারপর মহাদেব বল্লে, হে দেবি এবং নাম শিবরাত্রির ব্রত এই [illegible] মানুষদের পাপ থেকে উদ্ধার করবার একমাত্র উপায়।

পার্বতী তখন অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন ও এই ব্রতের প্রশংসা করতে লাগলেন। তারপর সমস্ত দেবতাদের মুনি ঋষিদের শিবচতুর্দশী-ব্রত-মাহাত্ম্য জানালেন। মুনি ঋষিরা পৃথিবীতে সেই ব্রতের কথা প্রচার করলেন।

যজ্ঞের মধ্যে অশ্বমেধ যজ্ঞ যেমন শ্রেষ্ঠ হয়, তীর্থের মধ্যে গঙ্গা যেমন শ্রেষ্ঠ তীর্থ, সেইরকম ব্রতের মধ্যে শিবচতুর্দশী ব্রত শ্রেষ্ঠ। নিম্নলিখিত মন্ত্র পরদিন পারণা করতে হয়, যথা:—

"সংসারক্লেশদগ্ধস্য ব্রতেনানেন শংকর।
প্রসীদ সুমুখো নাথ জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদো ভব॥"

বিপত্তারিণী ব্রত

(মার্কণ্ডেয় পুরাণ)

একদা নারদ ঋষি পরানুগ্রহ-কামনায় সমস্ত ভুবন ভ্রমণ করিতে করিতে কৈলাসে আসিয়া উপস্থিত হইয়া শিবের সহিত দুর্গাদেবীকে দেখিয়া প্রণামপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কি করিলে মানব বিপদ হইতে ত্রাণ পাওয়া যায়? হে পঞ্চানন, কৃপাপূর্ব্বক আমাকে বলিতে আজ্ঞা হউক।"

মহাদেব বলিলেন, "বিপত্তারিণী দুর্গার ব্রত যে সকল স্ত্রীলোক করেন, তাহারা নিশ্চয়ই অতি শীঘ্র বিপদ হইতে ত্রাণ পাইবেন।"

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেহ কি এই ব্রত করিয়াছিল এবং মর্ত্ত্যে কেহ কি প্রকাশ করিয়াছিল?"

মহাদেব বলিতে লাগিলেন, "পূর্ব্বে বিদর্ভদেশে এক সত্যপরাক্রম রাজা ছিলেন। তাহার পত্নীও সর্ব্ব-প্রাণিহিতে রতা ও অত্যন্ত পুণ্যবতী ছিলেন। একদা বনে এক চর্ম্মকার-পত্নীর সহিত তাহার নির্জ্জনে বন্ধুত্ব হয়। রাজপত্নী তাহাকে নানাবিধ দ্রব্য এবং চর্ম্মকার-পত্নী নানাবিধ ফল পরস্পর আদান-প্রদান করিল।

একদিন যখন চর্ম্মকার-পত্নী রাজবাটীতে উপস্থিত হইল উভয় সখীতে পরস্পর কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল, এমন সময় রাজপত্নী বলিলেন, 'ভাই, আমি কখনও গো-মাংস দেখি নাই, তাহা কিরূপ তুমি গোপনে উহা আমার বাটীতে আনয়ন কর।' রাজপত্নীর বাক্যে অতি যত্নপূর্ব্বক গোপনে ঐ চর্ম্মকার-পত্নী চুপড়ী করিয়া বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদনপূর্ব্বক গো-মাংস রাজবাটীতে আনয়ন করিল। রাজপত্নী উহা গোপনে নিজগৃহে রাখিয়া দিলেন। রাজভৃত্য দেখিতে পাইয়া রাজাকে বলিয়া দিল।

রাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বাটীতে আসিলেন এবং রাজপত্নীকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, 'তোমার গৃহে কি লুকাইয়া রাখিয়াছ, শীঘ্র আন! কি রাখিয়াছ তাহা যদি সত্য না বল, তাহা হইলে অদ্যই তোমাকে যম-ভবনে পাঠাইব।'

রাজ্ঞী অত্যন্ত ভীতা হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'রাজন্, আমার গৃহে নানাবিধ ফল-পুষ্পাদি রহিয়াছে, ইহা ব্যতীত তো আর কিছু নাই।' এই কথা বলিয়া মনে মনে ভগবতীর স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজ্ঞী বলিলেন, "মা বিপত্তারিণি দুর্গে! আমি ঘোর বিপদে পতিতা হইয়া তোমার শরণাপন্না হইলাম। মা, আমি ভক্তিহীনা বালা, আমি অন্যায় কার্য্য করিয়াছি, আজ আমাকে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার কর। আমি যাবজ্জীবন তোমার ব্রত করিব।"

দেবী প্রীতা হইয়া প্রত্যক্ষ বলিলেন, 'বালিকা, তোমার স্তবে আমি তুষ্ট হইয়াছি। তোমার ইচ্ছামত বর দিলাম, দেখ গিয়া যাহা গৃহে রাখিয়াছ, উহা নানাবিধ ফল হইয়া রহিয়াছে। উহা মহারাজকে দিলে তিনি বিশেষ সন্তুষ্ট হইবেন।' দেবীবাক্যে আশ্বস্ত হইয়া তিনি গৃহে গিয়া বহুবিধ রম্য ফল-পুষ্প রাজসমীপে আনয়ন করিলেন। রাজাও দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং রাজ্ঞীকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই রাজ্ঞী উক্ত ব্রত করিয়া ইহলোকে নানা সুখ সম্ভোগ করিয়া অন্তে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন।"

নারদ বলিলেন, "হে শঙ্কর! ইহার বিধান কি, বলিতে আজ্ঞা হউক।"

মহাদেব বলিলেন, "সমাহিত হইয়া শ্রবণ কর, ইহার বিধান বলিতেছি--

আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়ার পর দশমীমধ্যে শনিভৌম দিনে এই ব্রত করিতে হয়। ব্রতের পূর্ব্বদিনে হবিষ্য করিয়া পরদিন ঘট পাতিয়া তাহাতে আম্রশাখা ও নানাবিধ ফল দিয়া নৈবেদ্য দ্বারা দেবী দুর্গার পূজা করিতে হয়। ত্রয়োদশ সংখ্যক ফল ও পুষ্প এবং পিষ্টক দিতে হয়। ব্রতীর জন্য ১৩টি ফল কাটিয়া দুইভাগ করিয়া দিবে ও পান সুপারি দিবে। এক ভাগ ব্রাহ্মণকে দিবে, আর এক ভাগ ব্রতী পাইবে। একটি ভোজ্য উপবীত সহিত দান করিবে এবং

বিপত্তারিণী কথা

কথান্তে ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিয়া ত্রয়োদশ গ্রন্থিযুক্ত রক্তডোর নারী বাম হস্তে ও পুরুষ দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিবে। এই ব্রত যিনি করিবেন, তিনি কখনও বিপদে পতিত হইবেন না, বিধবা হইবেন না, অধিকন্তু স্বামীসৌভাগ্য লাভ করিয়া পুত্র-পৌত্র-সমাযুক্তা হইয়া ইহলোকে নানা সুখভোগ করিয়া স্বর্গে গমন করিবেন।'

ইহাতে একখানা নৈবেদ্য করিতে হয়

১টি ভোজ্য দান করিতে হয়

১৩ প্রকার ফল দিতে হয়।

১৩ প্রকার ফল দুই ভাগ করিয়া কাটিয়া দিতে হয়

১টি চুপড়ীতে ১৩টি ফল দিতে হয়

১৩ গাছি লাল সূতা পান সুপারি, দূর্বা ধানের [illegible] দিতে হয়।

ব্রতীর আহারের জন্য লুচি ভাজিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা আছে

শ্রীশ্রী সন্তোষী মায়ের ব্রত

সৃষ্টির প্রাক্কালে পরমব্রহ্ম দেবতাদের সৃজন করে তাঁদের স্বর্গরাজ্যের অধিবাসী করে দিয়েছিলেন। দেবতাদের নিজেদের কর্মদোষে কিছু দেবতা দানবে পরিণত হলেন। এরপর দেব দানবের যুদ্ধে স্বর্গরাজ্যের শান্তি বিঘ্নিত হল। দেবতারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব হারিয়ে বারবার অপদস্থ হতে লাগলেন দানবের হাতে।

এরকম এক পরিস্থিতিতে স্বর্গের সকল দেবতারা ভগবান বিষ্ণুর শরণ নিলেন। বিষ্ণু বুঝলেন তাঁদের মধ্যে ঐক্য ও প্রীতিবোধ জাগাতে হবে। তবেই ঘুচে যাবে বৈষম্য, দূর হবে অসন্তোষ। এই শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে তিনি সকল দেবতা ও দানবের মধ্যে রাখীবন্ধন উৎসব চালু করে ঐক্য ফিরিয়ে আনলেন। এরকমই এক উৎসবে সিদ্ধিদাতা গণেশের দুই মানসপুত্র বায়না ধরল তারাও রাখী বাঁধবে। লক্ষ্মী, সরস্বতী তাদের মনের কষ্ট বুঝে জগন্মাতার আরাধনা করতে লাগলেন। জগন্মাতার কৃপায় তখন সারা স্বর্গ জুড়ে দেখা গেল এক অপূর্ব দিব্যজ্যোতি। সেই জ্যোতি পুঞ্জীভূত হয়ে রূপ নিল এক পরমাসুন্দরী দেবকন্যার। দেবী ভগবতী দৈববাণী করলেন, সিদ্ধিদাতার মানসপুত্রদ্বয়ের সন্তোষ বিধানের জন্য এঁর সৃষ্টি। তাই এঁর নাম রাখা হল "সন্তোষী" আজ থেকে ইনি গণেশের কন্যারূপেই ত্রিভুবনে পরিচিতা হবেন।

সন্তুষ্ট দেবতারা ঘোষণা করলেন, যারা আজ থেকে এই দেবীর ব্রত পালন করবে, কলিযুগে তারা সকল বিপদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে এবং সুখ, শান্তি, আনন্দ ও প্রাচুর্যে ভরে যাবে তাদের সংসার।

ব্রতের নিয়ম

প্রতি শুক্রবার স্নান করে, পরিচ্ছন্ন হয়ে, নির্মল বস্ত্র পরিধান করে দেবীর আরাধনা করতে হয়। পূজার সময় প্রদীপ, ধূপ ধুনো জ্বালিয়ে একমনা হয়ে বসতে হয়। একমাত্র শুক্রবার ছাড়া অন্য বিশেষ কোন তিথি বা নক্ষত্রের বিধিনিষেধ নেই।

উপচার।। "সাড়ম্বর উপচার নাহি প্রয়োজন। একমাত্র ভক্তিযুক্ত কর নিজ মন।।"

সাধ্যমত ফল, ছোলা ও আখের গুড় হল উপকরণ দ্রব্য। পূজার শেষে দেবীর ব্রতকথা পাঠ এবং এয়োদের সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে নিজে সিঁদুর পরে প্রসাদ বিতরণ করতে হয়। ব্রতকথা শোনা কিংবা পাঠের সময় হাতে ছোলা এবং গুড়সহ এক কলসে জল নিয়ে, তার উপর একটি পাত্রে ছোলা ও অপর পাত্রে গুড় নিতে হয়। এরপর দেবীর আরতি। আরতির শেষে ঐ কলসির জল সারা বাড়িতে ছিটিয়ে বাকি জল তুলসী গাছের গোড়ায় ঢেলে দিতে হয়।

পূজাপদ্ধতি। পূর্ব বা উত্তর দিকে মুখ করে বসে তিনবার "নমো বিষ্ণু" বলে আচমনপূর্বক "নমো অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতোঽপি বা, যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তর শুচি" এই মন্ত্রে জল হাতে করে মাথায় ছিটা দিতে হবে।

এরপর যথাক্রমে জলশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি, সংকল্প, প্রণামমন্ত্র, ধ্যানমন্ত্র, স্তোত্রম্ এবং পুষ্পাঞ্জলির মাধ্যমে ব্রত পালন করতে হবে। ব্রতের সময় কেউই অম্ল বা টক খাবে না।

ব্রত-উদযাপন পদ্ধতি

কমপক্ষে আড়াই সের খাজা বা চিনি দিয়ে পাক করা পুরি মায়ের ভোগ হিসাবে দিতে হবে। সেই সঙ্গে টক বাদ দিয়ে, ছোলার ডাল, ছোলার শাক এবং অন্যান্য সামগ্রী সাধ্যমত মায়ের ভোগ হিসাবে দিতে হবে।

ঐ দিন বাড়িতে যেন কেউ টক না খায়। ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে ব্রতকথা পাঠের পর কিঞ্চিৎ দক্ষিণাসহ ব্রাহ্মণভোজন, বালকভোজন করতে হবে। তারপর ব্রতচারিণী নিজে প্রসাদ গ্রহণ করবেন।

ব্রতকথা

অনেকদিন আগেকার কথা। এক দেশে এক বুড়ি ও তার সাত ছেলে বাস করত। ছয় ছেলের প্রত্যেকেই ছিল ভাল রোজগেরে। কিন্তু ছোট ছেলে রামনাথ ছিল বেকার। তাই তার খুবই অনাদর। সকলের যা কিছু উচ্ছিষ্ট খাবার তাই

খেতে হত ছোট ছেলেকে। এসবের কিছুই রামনাথ জানত না। একদিন তার বৌ তাকে জানাল সব কথা।

বৌয়ের কথা শুনে রামনাথ স্থির করল, এবার থেকে সে সব কিছু নজর করবে। এবং করলও তাই। ঘৃণায়, ক্ষোভে ছোট ছেলের মন একেবারে বিপর্যস্ত। অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে সে স্থির করল, যেভাবেই হোক, সে কিছু রোজগার করবে। সে ছিল সৎ এবং আদর্শনিষ্ঠ। তাই সে বাড়ির সকলের কাছে অনুমতি নিয়ে দেশ ছেড়ে পাড়ি দিল বিদেশে। তার বৌ মুষড়ে পড়ল। স্বামীর অবর্তমানে শ্বশুরবাড়ির সম্ভাব্য গঞ্জনার কথা ভেবে সে ভয়ে একেবারে অস্থির। কিন্তু স্বামী যদি একবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, তবে তার জীবন শান্তিতে কাটবে, এই ভেবে সে মুখ বুজে সব সহ্য করে গেল।

রামনাথ বহু দেশ ঘুরে সততা, পরিশ্রম ও মিষ্টি ব্যবহারের গুণে ব্যবসায় মালিকানার অর্ধেক অংশীদার হয়ে উঠল। শহরে তার জনপ্রিয়তাও বাড়ল।

এদিকে স্বামী চলে যাবার পর, ছোট বৌ সাবিত্রীর দুঃখ-কষ্টের সীমা রইল না। সংসারের সব কাজ, উপরন্তু জঙ্গল থেকে ভরদুপুরে কাঠ কুড়িয়ে নিয়ে আসা, পাতকুয়া থেকে ঘড়া ঘড়া জল তোলা --সবই করতে হয় তাকে। তবু পান থেকে চুন খসলেই সবাই একেবারে খড়্গহস্ত। প্রায়দিনই জুটত কেবল গমের ভূষির পোড়া রুটি আর আনাজের খোসা সেদ্ধ। ভাত নৈব নৈব চ।

তবু কিন্তু ভগবানে বিশ্বাস হারায়নি সাবিত্রী। কাঠ কুড়োতে কুড়োতে ক্লান্ত হয়ে একটা মন্দিরের পাশে শুয়ে বিশ্রাম করছিল সে। দিনটি ছিল শুক্রবার। মন্দিরে তখন পুজো আর আরতি হচ্ছে। কাঠের বোঝা একপাশে রেখে সাবিত্রী সোজা ভেতরে প্রবেশ করল। জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা এখানে কার পুজো করছ? এই দেবীর পুজো করলে কী হয়?' জানতে পারল, এই দেবী কলিযুগের জাগ্রত দেবী। মা যাকে দয়া করেন তার কোন কিছুর অভাব থাকে না, সন্তানহীনার সন্তান হয়, জ্ঞানহীনার জ্ঞান হয়, নির্ধনের ধন হয় আর যার যা মনস্কামনা---সব পূর্ণ হয়।

—দেবীকে কী দিয়ে পুজো করতে হয়?

—শুধু মন-ভরা ভালবাসা আর ভক্তি দিয়ে।

সাবিত্রী সেদিন থেকেই দেবীর ব্রত পালন শুরু করল। তারপর থেকে প্রতিদিনই

কাঠ কুড়োতে এসে দেবীর মন্দির দর্শন করে আর আকুল নয়নে দেবীর কাছে তার দুঃখের কথা জানায়। একদিন ভক্তের আকুল কান্নায় রামনাথকে দেবী স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, 'রাম, তুমি এখানে সুখে আছ?'

—হ্যাঁ মা। দেশে আমার মা, ভাই, স্ত্রী সবাই আছে। সবার সুখের জন্য আমি অর্থ উপার্জন করছি।

—তোমার স্ত্রীর কোন খোঁজ রাখ?

—না তো, খুব অন্যায় হয়ে গেছে। আমি কালই তার খোঁজখবর নেব।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই রামনাথ তার স্ত্রীর নামে মানি অর্ডার করে টাকা পাঠিয়ে দিল। টাকা পেয়ে সাবিত্রী ভাবল দেবী দয়া করেছেন। সে ভক্তিভরে ব্রত পালন করতে লাগল প্রতি শুক্রবারে। কিন্তু সে মায়ের কাছে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল, 'মা, টাকা আমি চাই না, আমি আমার স্বামীকে ফিরে পেতে চাই। তুমি সেই ব্যবস্থা কর মা।'

রামনাথ আবার স্বপ্নে আদেশ পেল বাড়ি ফেরার জন্য। দেবীর কৃপায় রামনাথ সারা বছরের পণ্যসামগ্রী একদিনে বিক্রয় করে বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করল। বাড়ি এসে সাবিত্রীকে সে প্রথমে চিনতেই পারল না। হাতের আংটি দেখে সে চিনতে পারল। এরপর গ্রামের অদূরেই সুখে শান্তিতে তারা বসবাস করতে লাগল।

সাবিত্রী প্রতি শুক্রবার এই ব্রত পালন করে। একদিন নৈবেদ্যর উপর মাছির মত দেখতে, মাছির চেয়ে শতগুণ বড় চেহারার একটি কীট এসে বসল। তার সারা শরীর থেকে চারিদিকে জ্যোতি ঠিকরে বেরতে লাগল। সাবিত্রী বুঝল ইনিই আরাধ্যা দেবী। সকলে উপস্থিত দেবীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করল। দেবী নিজমূর্তি ধরে সকলকে দর্শন দিয়ে আবার বাতাসে মিলিয়ে গেলেন। সবাই অবগত হল দেবী মাহাত্ম্য।